আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৬ || সংখ্যা ৫১ || সোমবার || আশিন ৬ || ১৪২৯ || সফর ২১ || ১৪৪৩ || Vol. 26 || Issue 51 || 19 September || 2022 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

নিউইয়র্কে যেসব কর্মসূচিতে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সোমবার ১৯ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবেতে রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ **(বাকি অংশ ১৯পাতায়)**

লড়াই হবে 'রব-রুহুল' ও 'নয়ন-আলী' প্যানেলে ॥ সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন : সিইসি জামাল আহমেদ জনি

সোসাইটির নির্বাচন রোববার ঃ ১৯টি পদে ৩৭জন প্রার্থী



আব্দুর রব | রুহুল আমিন সিদ্দিক | কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন | মোহাম্মদ আলী

বিশেষ প্রতিনিধিঃ মামলা-মোকদ্দমার মাঝেই বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনের নতুন তারিখ নির্ধারিত করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর রোববার নির্বাচনের নতুন তারিখ ঘোষণা করেছে। একের পর এক মামলার ফলে চূড়ান্ত প্রস্তুতি ও নির্বাচনের **(বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)**



সিইসি জামাল আহমেদ জনি

যুক্তরাজ্যের ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুক্তরাজ্যের ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে বিরাজমান বিনিয়োগের সুযোগ কাজে লাগাতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

অভিবাসীদের কমলা হ্যারিসের বাসায় পাঠিয়ে দিল টেক্সাস

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: অভিবাসীদের বহনকারী দুটি বাস বৃহস্পতিবার (১৫ সেপ্টেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস থেকে ওয়াশিংটন ডিসিতে ভাইস-প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের বাসভবনের ঠিক বাইরে পাঠানো হয়েছে। অভিবাসীদের নিয়ে রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে এ ঘটনা ঘটল। টেক্সাসের রিপাবলিকান গভর্নর গ্রেগ অ্যাবোট বলেছেন, এই পদক্ষেপটি ইচ্ছাকৃতভাবে নেওয়া হয়েছে এবং কঠোর অভিবাসন নীতির আহ্বান জানানো হয়েছে। গভর্নর গ্রেগ অ্যাবোট এক টুইট বার্তায় বলেছেন, কমলা হারিস দাবি করেছেন- আমাদের সীমান্ত নিরাপদ এবং **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

লন্ডনে রাণীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান নিউইয়র্কে পৌঁছবেন ১৯ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে ভাষণ ২৩ সেপ্টেম্বর সংবর্ধনা ২৪ সেপ্টেম্বর

স্বাগতম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিশেষ প্রতিনিধি: জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৭তম অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্ক আসছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মঙ্গলবার (১৩ সেপ্টেম্বর) শুরু হচ্ছে এই অধিবেশন। ২০ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার শুরু হবে অধিবেশনের উচ্চপর্যায়ের সাধারণ আলোচনা। এতে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা অংশ নেবেন। অধিবেশন শেষ হবে ২৭ সেপ্টেম্বর। নিউইয়র্কে স্বাগতম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিউইয়র্ক



আসার আগে লন্ডনে সদ্য প্রয়াত রাণী দ্বিতিয় এলিজাবেথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বর্তমানে লন্ডনে অবস্থান করছেন। ১৯ সেপ্টেম্বর সোমবার লন্ডনের ওয়েস্টমিন্সটার অ্যাবেতে এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবে। সরকারী ও দলীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী ১৫ বৃহস্পতিবার সেপ্টেম্বর **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

পুতিন ও শি চিন পিংয়ের মত নতুন বিশ্বব্যবস্থা গড়া দরকার



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: এশীয় নেতাদের উদ্দেশে বিশ্বব্যবস্থায় 'পরিবর্তন**(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

গুমের বিষয়ে বাস্তবসম্মত তথ্য দিয়েছে বাংলাদেশ

ঢাকা ডেস্ক: গুমের অভিযোগের বিষয়ে গত এক বছরে বাস্তবসম্মত তথ্য দিয়েছে বাংলাদেশ। আর একে স্বাগত জানিয়েছে জাতিসংঘের গুমবিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ। জেনেভায় জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদের **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়**

AH LAW FIRM PLLC
Real Estate, Immigration, Litigation
AH LAW FIRM PLLC
MD AHSAN HABIB
Attorney -at -Law
Real Estate, Immigration, Litigation
164-13 Hillside Ave
Jamaica NY 11432
ahlawmy@aol.com
+1 347 720 3394
+1 929 294 5772
ahlawmy.com

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave
Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street
Long Island City, NY 11101

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway,
Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed
Sales Assoricate

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public
- Bookkeeping - Business Formation
- Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন ২০২২
BANGLADESH SOCIETY INC, ELECTION 2022

১৮ সেপ্টেম্বর, রবিবার নির্বাচনে

ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটি, বাংলাদেশ ও আমেরিকার
মূলধারায় প্রবাসী বাংলাদেশীদের স্বার্থ প্রতিষ্ঠায় অঙ্গিকারবদ্ধ
নিষ্ঠাবান, সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সার্বজনীন

নয়ন-আলী
পরিষদ



কাজী নয়ন
সভাপতি প্রার্থী
Kazi Ashraf Hossain (Nayan)
President



মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী
Mohammad Ali
General Secretary

সভাপতি প্রার্থী
কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন (কাজী নয়ন)



Kazi Ashraf Hossain (Nayan)
President

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

- ১৯৯২ সালে মীরের সরাই সমিতি গঠন
- মীরের সরাই সমিতির সাধারণ সম্পাদক (১৯৯২- ১৯৯৫)
- মীরের সরাই সমিতির এডভাইজারি বোর্ডের চেয়ারম্যান (১৯৯৫-২০১৪)
- নিউইয়র্ক সিটি হেলথ+হসপিটাল জব (১৯৮৯-২০০২)
- হাউজিং ফ্লোর ক্লোজার ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত ১৯৯৩ সাল থেকে বর্তমান অবধি
- মীরের সরাই সমিতির সভাপতির দায়িত্ব পালন (২০১৫-২০১৮)
- বাংলাদেশ সোসাইটির সদস্য পদ লাভ (২০০৮)
- বাংলাদেশ সোসাইটির লাইফ মেম্বার (২০১৩)
- বাংলাদেশ ভবন কেনার জন্য এইচএসবিসি ব্যাংক থেকে আট হাজার ডলার ও চার হাজার ডলারের চেক প্রদান।
- ১৯৯৭, ১৯৯৮, ২০০৫, ২০০৭, ২০১৩ এবং বিভিন্ন সময়ে টেক্সাস সীমান্তে আটকে পড়া বাংলাদেশিদের অর্থ বস্তে ছাড়িয়ে আনা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
- দেশে বিদেশে বিভিন্ন সময়ে মানুষকে নগদ অনুদানসহ বিভিন্ন ধরণের অনুদান প্রদান।
- করোনাকালে আর্থিক সহায়তা প্রদানসহ বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী, চিকিৎসা সামগ্রী প্রদান।

লক্ষ্য

- প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশীদের সমস্যা সমাধানে বড় পরিসরে কাজ করার পাশাপাশি ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে সহায়তা প্রদান, কর্মসংস্থান এর ব্যবস্থা, বেকারত্ব নিরসনে কর্মশালা, প্রশিক্ষণ, কনসুলেট সেবা নিশ্চিত করণ সহ বিভিন্ন ধরণের সেবা নিশ্চিত করা। বাংলাদেশ ভবন ক্রয়সহ বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
- বাংলাদেশি কমিউনিটিকে মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত করে নিজেদের ন্যায্য অধিকার আদায় ও হিস্যা নিশ্চিত করতে সহায়তা করার লক্ষে কাজ করা।

আপনাদের মূল্যবান ভোট ও দোয়া প্রার্থী



প্রচারে ঃ নয়ন-আলী নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
৩-এর পৃষ্ঠা

পদত্যাগের ঘোষণা দিলেন সুইডেনের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা ডেস্ক, ১৫ সেপ্টেম্বর : সুইডেনের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী মাগডালেনা অ্যান্ডারসন পদত্যাগের ঘোষণা দিলেন। বিবিসি জানিয়েছে, গত রবিবার অনুষ্ঠিত দেশটির সাধারণ নির্বাচনে ক্ষমতাসীনদের তুলনায় রক্ষণশীল দলগুলোর জোট এগিয়ে রয়েছে। এ পরিস্থিতিতে চূড়ান্ত ফলাফলের আগেই পরাজয় স্বীকার করে পদত্যাগের ঘোষণা দিলেন তিনি। স্থানীয় সময় বুধবার সুইডেনের রাজধানীতে সংবাদ সম্মেলনে অ্যান্ডারসন বলেছেন, পার্লামেন্টে রক্ষণশীলরা আমাদের চেয়ে একটি কিংবা দুটি আসনে এগিয়ে থাকবে। ব্যবধান কম হলেও এটি সংখ্যাগরিষ্ঠতা। সে কারণে নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিয়েই পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখন পর্যন্ত ৯৯ শতাংশ নির্বাচনি এলাকার ভোট গণনা শেষ হয়েছে। তাতে দেখা গেছে- মডারেট, সুইডেন ডেমোক্র্যাটস, ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাট ও লিবারেলদের জোট পার্লামেন্টে ৩৪৯ আসনের মধ্যে বিজয়ী হতে যাচ্ছে ১৭৬টিতে। অন্যদিকে ১৭৩টি আসনে জয়ী হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী মাগডালেনা অ্যান্ডারসনের নেতৃত্বাধীন মধ্য বামপন্থীরা। অ্যান্ডারসনের পদত্যাগপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হলে তার স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন মডারেট পার্টির নেতা উলফ ক্রিস্টারসন।

ছাতক সমিতি ইউএসএ'র নতুন কার্যকরী কমিটি গঠন







বিশেষ প্রতিনিধি: ছাতক সমিতি ইউএসএ ইনক'ন সাধারণ সভায় নতুন কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়েছে। ম্যানহ-াটানের পলাশ রেষ্টুরেন্টে গত ১১ সেপ্টেম্বর রোববার সন্ধ্যায় এ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কার্যকরী কমি-টির সভাপতি পদে মানিক আহমদ এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন মোহাম্মদ তুয়েল আহমেদ এমাদ।

সমিতির বিদায়ী সভাপতি মোহাম্মদ আবদুল খালেকের সভাপতিত্বে এবং বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক রইছ আলীর পরিচালনায় সাধারণ সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সমি-তির উপদেষ্টা আফতাব আলী ও ইকবাল আহমেদ মাহবুব, প্রধান নির্বাচন কমিশনার জুসেফ চৌধুরী, নির্বাচন কমিশনার আব্দুল আজিজ ও কাজী আবুল খায়ের, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মানিক আহমদ, সাংবাদিক আবু তাহের সহ কমিটির অন্যান্যরা। সভায় বিপুল সংখ্যক প্রবাসী ছাতকবাসী উপস্থিত ছিলেন।

সাধারণ সভায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জুসেফ চৌধুরী তিন বছর মেয়াদী কার্যকরী কমিটির নাম ঘোষণা করলে তা তা সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

নতুন কার্যকরী কমিটির কর্মকর্তারা হলেন: সভাপতি- মানিক আহমদ, সহ সভাপতি- রইছ আলী ও মাওলানা আতিকুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ তুয়েল আহমেদ এমাদ, সহ সাধারণ সম্পাদক- জিয়াউল আহমেদ জামিল, কোষাধ্যক্ষ- শামীম আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক- শুকুর আলী, ক্রিড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক- তাজ উদ্দিন, শিক্ষা ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক- আশরাফ হাসান, প্রচার সম্পাদক- মোহাম্মদ আলী মিরন, ধর্ম ও জনকল্যাণ সম্পাদক- আব্দুস সোবহান কাজী, দপ্তর সম্পাদক- রিয়াজ রায়হান, মহিলা সম্পাদক- করফুল বেগম, কার্যকরী সদস্য যথাক্রমে ইমতেয়াজ আহমেদ বেলাল, মাসুম নূর, মান্না মুনতাসির, মোহাম্মদ হারুন ইসলাম, আব্দুল বারী চপল, ফয়েজ আহমেদ, রহমত আলী ও আব্দুল হালিম।

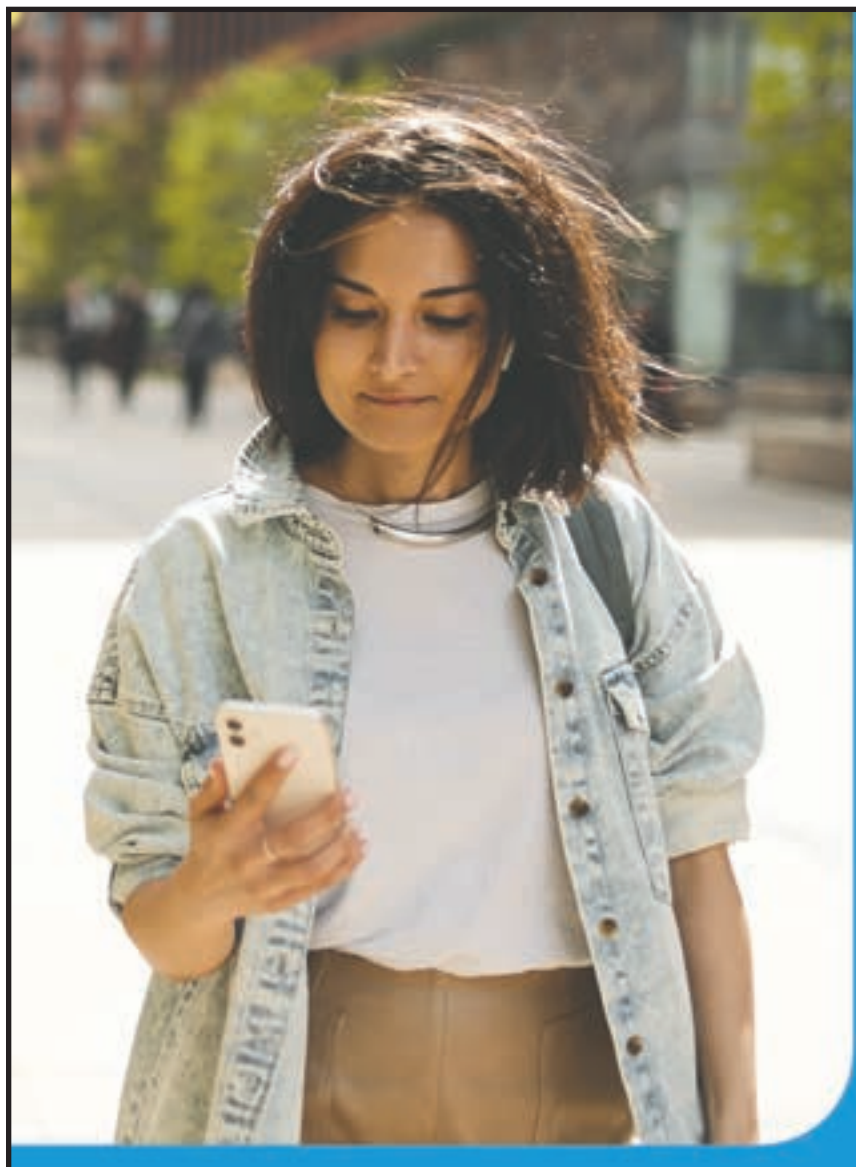
সভায় নতুন কার্যকরী কমিটির কর্মকর্তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান প্রধান নির্বাচন কমিশনার জুসেফ চৌধুরী।

সভায় বক্তারা ছাতক সমিতির অর্জিত সাফল্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণী তুলে ধরে সাবেক কর্মকর্তাদের অবদানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে নতুন কমিটির কর্মকর্তাদের শুভেচ্ছা জানান।

নবনির্বাচিত সভাপতি মানিক আহমদ এবং নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মো. তুয়েল আহমেদ এমাদ ঐক্যবদ্ধ ভাবে ছাতক সমিতিকে এগিয়ে নেযার জন্য ছাতকবাসীর সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে সমিতির সাবেক উপদেষ্টা আলহাজ গিয়াস উদ্দিন ও মুক্তিযোদ্ধা আবদুর রশিদসহ দেশে ও প্রবাসে মৃত্যুবরণকারীদের আত্মার মাগফেরাত সহ দেশ, প্রবাস ও বিশ্ব মানবতার শান্তি কামনায় দোয়া করা হয়।





বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন ২০২২
BANGLADESH SOCIETY INC, ELECTION 2022

১৮ সেপ্টেম্বর, রোববার নির্বাচনে

ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটি, বাংলাদেশ ও আমেরিকার
মূলধারায় প্রবাসী বাংলাদেশীদের স্বার্থ প্রতিষ্ঠায় অঙ্গিকারবদ্ধ
নিষ্ঠাবান, সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সার্বজনীন

নয়ন-আলী
পরিষদ



কাজী নয়ন
সভাপতি প্রার্থী
Kazi Ashraf Hossain (Nayan)
President



মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী
Mohammad Ali
General Secretary

সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী
মোহাম্মদ আলী



MOHAMMAD ALI
GENERAL SECRETARY

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

শিক্ষা ও পেশাঃ
- এম.এ (প্রিমিনারী)- ওয়ার্ল্ড হিস্টোরী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।
- ব্যাচেলর ডিগ্রি (সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, মনো বিজ্ঞান), তোলারাম কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে)।
- সার্টিফাই ইনকাম ট্যাক্স প্রস্তুতকারী, এইচ এন্ড আর ব্লক, নিউইয়র্ক।
- সিইও এন্ড প্রেসিডেন্ট : রোজগার্ডেন ট্রাভেল ও রিয়েল এস্টেট ডেভেলপমেন্ট)
- লাইসেন্সড রিয়েলটর

সাংগঠনিক অভিজ্ঞতাঃ
- বাংলাদেশ সোসাইটির ইনক এর কার্যকরী কমিটিতে দুই মেয়াদে নির্বাচিত কোষাধ্যক্ষ (২০১৫-১৬ এবং ২০১৭-১৮)।
- স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি- দি অপটিমিষ্ট ইনক (দুস্থ ও মেধাবী শিশুদের জন্য বৃত্তিমূলক সংস্থা)।
- নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের ২ মেয়াদে সাবেক নির্বাচন কমিশনার ও বর্তমান ডিরেক্টর।
- সাবেক সভাপতি ও দুই মেয়াদে সাধারণ সম্পাদক এবং বর্তমান উপদেষ্টা নারায়ণগঞ্জ জেলা সমিতি অব উত্তর আমেরিকা ইনক।
- প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান সভাপতি- বাংলাদেশী ইউএসএ (ইনভেস্টর গ্রুপ)।
- সদস্য- লংআইল্যান্ড বোর্ড অব রিয়েলটর।
- সাবেক সহ-সভাপতি- রিয়াজুল জান্নাহ ইসলামিক সেন্টার, সাউথ জ্যামাইকা।
- প্রতিষ্ঠাতা আহবায়ক- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এলমনাই এসোসিয়েশন।

আমেরিকার মূলধারায় সম্পৃক্ততাঃ
- কমিউনিটি এ্যাফেয়ারস লাইজন- নিউইয়র্ক স্টেট এসেম্বলী মেম্বার, রেনিফার রাজকুমার অফিস
- কমিউনিটির বোর্ড মেম্বার ও এরিয়া চেয়ারপারসন (সিবি-১২)
- প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বাংলাদেশী আমেরিকান সোসাইটি (একটি মূলধারার সংগঠন)।
- নিউইয়র্ক সিটির বাজেট পার্টিসিপেটর কমিটির ডেলিগেট ও সদস্য।
- ডিরেক্টর- নিউ আমেরিকান ভোটার এসোসিয়েশন।

মিডিয়ায় সম্পৃক্ততাঃ
- টিভি উপস্থাপক– চ্যানেল ৭৮৬
- সাবেক ডিরেক্টর ও টিভি উপস্থাপক- মিলেনিয়াম টিভি ইউএসএ।

আজীবন সদস্যঃ
- বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক।
- জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার, জ্যামাইকা।
- আল আরাফা ইসলামিক সেন্টার, জ্যামাইকা।
- ফুলতলি ইসলামিক সেন্টার, জ্যামাইকা।
- জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টার।
- উডসাইড ইসলামিক সেন্টার, উডসাইড।
- মসজিদ আল কুবা ইসলামিক সেন্টার, জ্যামাইকা।
- আল ফুরকান জামে মসজিদ, ওজন পার্ক।

বিশেষ সম্মাননাঃ
- সিনেট মেজরিটি লিডার সিনেটর চাক সুমার কর্তৃক সাংগঠনিক বিশেষ সম্মাননা।
- ইউএস কংগ্রেস ওমেন ক্যারোলিনা মেলনী কর্তৃক বিশেষ সম্মাননা।
- নিউইয়র্ক গভর্নর কর্তৃক সাইটেশন।
- নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলম্যান কর্তৃক প্রোক্লেমেশন।
- ব্রুকলিন বরো প্রেসিডেন্ট কর্তৃক কভিড-১৯ হিরু সম্মাননা।
- নিউইয়র্ক স্টেট, এসেম্বলী কর্তৃক সাংগঠনিক সম্মাননা।
- দি অপটিমিষ্ট কর্তৃক সম্মাননা।
- নারায়ণগঞ্জ জেলা সমিতি অব নর্থ আমেরিকা ইনক কর্তৃক বিশেষ সম্মাননা।
- এন.আর.বি কর্তৃক সমাজকর্মে বিশেষ সম্মাননা।
- লায়ন ক্লাব কর্তৃক কভিড-১৯ সম্মাননা।
- সাপ্তাহিক ঠিকানা কর্তৃক সাংগঠনিক সম্মাননা।
- ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইট কর্তৃক সমাজ কর্মে সম্মাননা।

আপনাদের মূল্যবান ভোট ও দোয়া প্রার্থী



প্রচারে ঃ নয়ন-আলী নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

সমর্থনে আমিন মেহেদী বাবু, *কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার-১, চেয়ারম্যান নবাবগঞ্জ ফাউন্ডেশন*

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor : **Abu Taher**
Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

স্বাগতম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

স্বাগতম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মহামারী করোনা, বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘের ৭৭তম সাধারণ অধিবেশনে এবারের যোগদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, গত বছরের মতো এবারো রোহিঙ্গা সমস্যা জাতিসংঘের অধিবেশনে বিশেষ গুরুত্ব পাবে। প্রধানমন্ত্রীর যুক্তরাষ্ট্র সফল হোক, সফল হোক জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন। পাশাপাশি দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন, বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতার পাশাপাশি বাক স্বাধীনতা আর মিডিয়ার স্বাধীনতা সময়ের দাবী। বাংলাদেশ অনেক ক্ষেত্রেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কাছে মডেল রাষ্ট্র, সরকারের মন্ত্রী আর আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের ভাষায় দেশ উন্নয়নের মহাসড়কে ভাসছে। কিন্তু দেশ, জাতি আর জনগণের মৌলিক অধিকারের প্রশ্নে কোন আপোষ করা যাবে না। যার জন্য একাত্তুরের মহান মুক্তিযুদ্ধ, আমাদের লাল-সবুজের পতাকা, আমাদের স্বাধীন-সার্বভৌম প্রিয় বাংলাদেশ। সেই প্রিয় বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার কোন বিকল্প নেই। আমরা শেখ হাসিনা সরকারের কাছে সেই অধিকারই চাই। চাই সন্ত্রাস আর দূর্নীতিমূক্ত বাংলাদেশ। চাই, আইনের শাসন। চাই বঙ্গবন্ধু'র সোনার বাংলা, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের বাংলাদেশ আর শেখ হাসিনার সত্যিকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'।

পাশাপাশি আরেকটি কথা না বললেই নয় যে, প্রধানমন্ত্রীর নিউইয়র্ক আগমন ঘিরে আওয়ামী লীগ-বিএনপি'র রাজনৈতিক কর্মকান্ড ঘিরে যাতে এমন কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। প্রতিবাদ হোক গণতান্ত্রিক পন্থায়। আমরা প্রবাসে জাতীয় নেতাদের সম্মান চাই। সবার মনে রাখা উচিৎ 'ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, দলের চেয়ে দেশ বড়'।

'বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অনন্য উচ্চতায় বাংলাদেশ'

এজেডএম সাজ্জাদ হোসেন

সকল বাধা-বিপত্তি ও ঝড়-ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্যা কন্যা সফল রাষ্ট্রনায়ক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশ্বে বাংলাদেশকে নিয়ে গেছেন এক অনন্য উচ্চতায়। বাংলাদেশের উন্নয়ন এবং শেখ হাসিনা আজ সমার্থক। তাঁর গতিশীল ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলছে। সারা বিশ্বে বাংলাদেশ উন্নয়নের এক রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু জাতিকে উপহার দিয়েছিলেন একটি স্বাধীন, সার্বভৌম দেশ। তাঁর সুযোগ্যা কন্যা জাতিকে দিয়েছেন অভুতপুর্ব উন্নয়ন। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু সুখী সমৃদ্ধ "সোনার বাংলা" প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে দেশ পুনর্গঠনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তিনি হাতে সময় পেয়েছিলেন মাত্র সাড়ে তিন বছর। এই স্বল্প সময়ে গ্রহণ করেছিলেন অনেক যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

কিন্তু খুনি মোশতাক, ফারুক-রশিদ চক্র তাঁর এই স্বপ্ন এবং পদক্ষেপ বাস্তবায়নের সুযোগ দেয়নি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালো রাতে স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তির প্রত্যক্ষ মদদে তাদের হাতে সপরিবারে নৃশংসভাবে নিহত হন স্বাধীনতার মহান স্থপতি এবং বিশ্বের শোষিত বঞ্চিত মানুষের অবিসংবাদিত নেতা 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা সেই সময়ে বিদেশে অবস্থান করায় এই হত্যাযজ্ঞ থেকে রক্ষা পান। সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউর রহমান দীর্ঘ ছয় বছর তাদেরকে দেশে আসতে দেয়নি। ১৯৮১ সালের ১৭ মে দেশে ফেরার পর বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্যা কন্যা শেখ হাসিনা দেশে গণতন্ত্র পূনরুদ্ধারের জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম শুরু করেন এবং বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত স্বপ্ন সুখী সমৃদ্ধ 'সোনার বাংলা' বাস্তবায়নের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দীর্ঘ ২১ বছরের আন্দোলন-সংগ্রাম এবং দলের অগণিত নেতা-কর্মীর আত্মত্যাগের পর অবশেষে দেশে গণতন্ত্র পুন:প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৯৬ সালের ১২ জুন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগ পুনরায় দেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। ক্ষমতা গ্রহণ করার পর বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা দেশের শোষিত, বঞ্চিত ও দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষ্যে অনেকগুলো যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যার ফলশ্রুতিতে দেশ আবারও উন্নয়নের কক্ষপথে যাত্রা শুরু করে। মাঝে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের পাঁচ বছর এবং পরে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুই বছরের শাসনামলে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির চাকা আবার অবরুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ২০০৮ সালের নির্বাচনে জনগণের বিপুল সমর্থনে আওয়ামী লীগের ভূমি ধস বিজয়ের পর বাংলাদেশ আবার ঘুরে দাঁড়ায়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের উন্নয়ন ও অর্থনীতি দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলে, যা করোনাভাইরাস অতিমারী ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধেও মধ্যেও বর্তমানে একই গতিতে চলমান আছে।

প্রথমে করোনাভাইরাস অতিমারী এবং পরবর্তীতে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে সারা বিশ্বের উন্নয়ন ও অর্থনীতি যখন একরকম থমকে দাঁড়িয়েছে, তখন বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অর্থনীতি চলছে অদম্য গতিতে। কোভিড-১৯ রিকভারি সূচকে বিশ্বের ১২১ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ৫ম স্থান এবং দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে শীর্ষ স্থান অর্জন করেছে। বাংলাদেশ করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার দুটোই নিয়ন্ত্রণে সফল হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ নেতৃত্বের পাশাপাশি সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ গ্রহণের কারণে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এর উত্তাপ থেকে বিশ্বের কোন দেশই রেহাই পায়নি। শুধু উন্নয়নশীল দেশগুলোই নয় যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপানের মতো অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ দেশগুলোতেও বর্তমানে চরম অর্থনৈতিক সংকট বিরাজ করছে। যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যস্ফীতি আগস্ট মাসে ছিল ৯ দশমিক ১ শতাংশ, যা ৪০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। অর্থাৎ আশির দশকের উচ্চ মূল্যস্ফীতির পরে এটাই সর্বোচ্চ।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে উদ্ভূত বিশ্বমন্দার কারণে যেসব অর্থনীতিবিদ ও গণমাধ্যম আশংকা করেছিল যে বাংলাদেশে শ্রীলংকার মতো পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে, তার জবাব দিয়েছেন আইএমএফ-এর এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিভাগের প্রধান রাহুল আনন্দ। তিনি বলেছেন, 'বাংলাদেশ কোন সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যে নেই এবং



এর বাহ্যিক অবস্থান এতদাঞ্চলের বিভিন্ন দেশ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন'। তিনি আরো বলেন বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ তুলনামুলকভাবে কম, অর্থাৎ জিডিপি'র ১৪ শতাংশের কাছাকাছি। বাংলাদেশের ঋণ সংকটে পড়ার ঝুঁকি কম এবং বাংলাদেশের অর্থনীতির চিত্র শ্রীলংকা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, ২০২১ সালে ১০টি শীর্ষ রেমিটেন্স প্রাপক দেশের মধ্যে বাংলাদেশ তার অবস্থান (সপ্তম) ধরে রেখেছে। এটা সম্ভব হয়েছে মূলত এক্ষেত্রে বাংলাদেশী অভিবাসীদের বিশাল অর্থনৈতিক অবদান এবং সরকারি প্রণোদনার কারণে।

এইচএসবিসি ব্যাংক সম্প্রতি ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে বাংলাদেশ ২০৩০ সাল নাগাদ বিশ্বের ছাব্বিশতম বৃহত্তম অর্থনীতি হবে কারণ গত বিশ বছরে দেশের টেকসই জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশ। মুডি'স সম্প্রতি যেমন বলেছে, বাংলাদেশের অর্থনীতি সংকটের মধ্যে নেই এবং বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সংকটের ঝুঁকিও কম। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি শক্তিশালী এবং খুবই ভালো। মাথাপিছু মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ১৯৯০ সাল থেকে আটগুণ বেড়েছে। রপ্তানিও ২০২২ অর্থবছরে ৫২.১ বিলিয়ন ডলারের সর্বোচ্চ রেকর্ড করেছে। বাংলাদেশের ক্রমাগত অর্থনৈতিক উন্নতি দেশে, বিশেষ করে নারীদের, বিপুল কর্মসংস্থান তৈরি করেছে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের মতে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের ভর্তির ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ স্থান প্রথম। এছাড়া বাংলাদেশের শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ ২০১৭ সালে বেড়ে ৩৬.৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা ১৯৯৬ সালে ছিল ১৫.৮ শতাংশ|

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুসারে বাংলাদেশ 'জেন্ডার ওয়েজ' ব্যবধান ২.২ শতাংশে নামিয়ে এনেছে| সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের স্কলার ড্যানিয়েল রুন্ডে উল্লেখ করেছেন, 'বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রমাণ করে যে নারীর ক্ষমতায়ন কাজ করে।' কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্টের ডিরেক্টর ইকোনমিস্ট জেফ্রি শ্যাস গত বছর ঘোষণা করেন যে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ২০১৫ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে যেকোনো দেশের তুলনায় সবচেয়ে বেশি অগ্রগতি করেছে। উপরন্তু, বাংলাদেশের আর্থিক খাত শক্তিশালী হচ্ছে। বাংলাদেশ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রমাণ করেছে যে, দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি ঋণ নিতে পারে এবং পরিশোধ করতে পারে। বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উচ্চ আয়ের দেশের মান অর্জনের পথে রয়েছে, যা জাতিসংঘের মেট্রিক্স দ্বারাও নির্ধারিত হয়েছে। একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে মাত্র পঞ্চাশ বছরে এটি একটি বিস্ময়কর কৃতিত্ব।

কোভিড-১৯ অতিমারীর মধ্যেও বাংলাদেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে সাফল্য ধরে রেখেছে। অতিমারীর প্রভাব থেকে শক্তিশালী অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের পর বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য হার অনুসারে ২০২০ সালের ১২.৫ শতাংশ থেকে ২০২১ সালে ১১.৯ শতাংশে নেমে এসেছে বলে বিশ্ব ব্যাংকের আরেকটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০২২ সাল বাংলাদেশের উন্নয়নের ইতিহাসে একটি মাইলফলক হিসেবে চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আর এই **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

নামাজের সময়-সূচী

সেপ্টম্বর	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
ফজর	৫.২৫	৫.২৬	৫.২৭	৫.২৮	৫.২৯	৫.৩০	৫.৩১
সূর্যোদয়	৬.৪০	৬.৪১	৬.৪২	৬.৪৩	৬.৪৪	৬.৪৫	৬.৪৬
জোহর	১২.৪৯	১২.৪৯	১২.৪৯	১২.৪৮	১২.৪৮	১২.৪৮	১২.৪৭
আসর	৫.০৯	৫.০৮	৫.০৬	৫.০৫	৫.০৩	৫.০২	৫.০০
মাগরিব	৬.৫৮	৬.৫৭	৬.৫৫	৬.৫৩	৬.৫২	৬.৫০	৬.৪৮
এশা	৮.১৩	৮.১১	৮.০৯	৮.০৮	৮.০৬	৮.০৪	৮.০২

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

শতফুল ফুটতে দাও

বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি



ড. মাহবুব উল্লাহ্

ড. আকবর আলি খান আমাদের সবার কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন গত ৮ সেপ্টেম্বর। ড. আকবর আলি খান ছিলেন আমার অত্যন্ত প্রিয় মানুষ। তার সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৬৩ সালের শেষ দিকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে ভর্তি হলাম ওই একই সময়ে। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র ছিলাম আমি। ড. আকবর আলি খানও ছিলেন এই হলের আবাসিক ছাত্র। তিনি ঢাকা কলেজ থেকে বোর্ডে আইএ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। আমিও ঢাকা কলেজে এইচএসসি'র (আগের আইএ) ছাত্র ছিলাম ১৯৬১-৬২ এবং ১৯৬২-১৯৬৩ শিক্ষাবর্ষে। আমিও এইচএসসি পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলাম। দীর্ঘদিন ধরে ড. আকবর আলি খানের কর্মকাণ্ড দেখে আমার এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হলো, সব প্রথম স্থান অধিকারী প্রথম নয়, সব দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দ্বিতীয় নয়। ড. আকবর আলি খান খুবই অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও আমাদের মননের জগতে যে অবদান রেখে গেছেন তার সঙ্গে খুব কম মানুষেরই তুলনা হতে পারে। তার জীবন ছিল সফল। তিনি যদি আরও কিছুদিন বাঁচতেন, তাহলে আরও বেশি অবদান রেখে যেতে পারতেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রত্ব লাভের মাস তিনেক পর এলো হল সংসদ নির্বাচন। আইয়ুবের সামরিক শাসনের সময় ছাত্র সংগঠনগুলো নিষিদ্ধ ছিল। ফলে ছাত্র সংগঠনগুলো জাগৃতি, অগ্রদূত, প্রগতি ছদ্মনাম ব্যবহার করে সমমনাদের একসঙ্গে জড়ো করানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ড. আকবর আলি খান এবং আমি দুজনেই পূব© পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সদস্য ছিলাম।

আমাদের নির্বাচনি প্ল্যাটফরমের নাম ছিল জাগৃতি। সে সময় ছাত্র সংগঠনগুলো হল সংসদ নির্বাচনে মেধাবী ছাত্রদের মনোনয়ন দিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর ১৯৬৩'র সলিমুল্লাহ মুসলিম হল সংসদে সহ-সভাপতির পদে মনোনয়ন পেয়েছিলেন ড. ফরাস উদ্দিন। তিনি অর্থনীতির অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়েছিলেন। সে কারণে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন তাকে সলিমুল্লাহ মুসলিম হল সংসদে সহ-সভাপতির পদে মনোনয়ন দেয়। ‡স বছর সলিমুল্লাহ মুসলিম হল সংসদ নির্বাচনে ছাত্র ইউ-নিয়ন ও ছাত্রলীগ কোয়ালিশন গঠন করেছিল। ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে জনাব মোহাম্মদউল্লাহকে সাধারণ সম্পাদক পদে মনোনয়ন দেওয়া হয়। অন্যদিকে আরেকটি কোয়ালিশন গঠিত হয়েছিল এনএসএফ বা জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন ও ছাত্র শক্তিকে নিয়ে। নির্বাচনে ফরাস-‡মাহাম্মদ কেবিনেট জয়যুক্ত হয়।

এ নির্বাচনে অন্তরালে থেকে যারা ফরাস-মোহাম্মদ কেবিনেটের জন্য কাজ করেছেন তাদের অন্যতম ছিলেন ড. আকবর আলি খান। ওই সময়ে হল সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের পরিচয়সংবলিত একটি পুস্তিকা ছাপানো হতো। এই পুস্তিকাকে বলা হতো ক্রিডেনশিয়াল। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ইংরেজিতেই পরিচয়পত্র বা ক্রিডেনশিয়াল ছাপানো হতো। আমাদের প্ল্যাটফরম থেকে ক্রিডেনশিয়াল রচনার জন্য সে বছর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ড. আকবর আলি খান এবং আমাকে।

ক্রিডেনশিয়ালের ভূমিকায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হতো এবং এতে আরও থাকত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ উন্নত করার কর্মসূচি। এত বছর পরে আমার এখনো মনে আছে সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে লিখতে গিয়ে ড. আকবর আলি খান লিখেছিলেন, ঐুফৎধ-যবধফবফ সড়হংঃবৎ ড়ভ রসঢ়বৎরধষরংস. ড. আকবর আলি খান সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিখতে গিয়ে এ ধরনের বিশ্লেষণ ব্যবহার করলেন। তিনি এ ব্যাপারে আমার অভিমত জানতে চাইলে আমি বলেছিলাম, 'চমৎকার'।

এক কথায় ক্রিডেনশিয়াল ছিল প্রার্থী পরিচিতিসংবলিত নির্বাচনি মেনিফেস্টো। আরেকটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র শামসুজ্জোহা মানিক কমিউনিস্ট পার্টির গ্রুপ ও সেল গঠনের দায়িত্বে ছিলেন। একবার তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন ঔপনিবেশিক আমলে ভারতবর্ষে পুঁজির বিকাশ সম্পর্কে একটি রচনা লিখতে। আমি বিভিন্ন রেফারেন্স বই ঘেঁটে ২০-২২ পৃষ্ঠার এটি প্রবন্ধ লিখে ফেললাম।

এখন প্রবন্ধটি উপস্থাপন করতে হবে গ্রুপ বৈঠকে। যথারীতি শামসুজ্জোহা মানিক, ড. আকবর আলি খান ও আমাকে নিয়ে হলো একটি গ্রুপ। আমি প্রবন্ধটি উপস্থাপন করলে ড. আকবর আলি খান বেশকিছু মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই পরামর্শগুলো ব্যবহার করে প্রবন্ধটিকে আরও উন্নত করা সম্ভব ছিল। ড. আকবর আলি খান ছিলেন ইতিহাসের ছাত্র। তিনি ঐতিহাসিক বিকাশের প্রেক্ষাপটে এই গ্রুপ বৈঠকে ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক আমলে পুঁজির বিকাশ কতটা ঔপনিবেশিক বাধার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং একই সময়ে ঔপনিবেশিক স্বার্থে পুঁজির বিকাশকে সহায়তা করেছে তা তুলে ধরেছিলেন। ড. আকবর আলি খান একজন পড়ুয়া মানুষ হিসাবে বাংলাদেশের সুধী সমাজের কাছে পরিচিত। ছাত্রজীবনে পরীক্ষায় অসামান্য সফল্য অর্জনের পেছনে ছিল পড়ুয়া আকবর আলি খানের অপরিসীম শিক্ষণ ক্ষমতা। তাই বলে তিনি দেশ ও মানুষের প্রতি দায়-দায়িত্ব ভুলে যাননি। তিনি ছিলেন একজন সাচ্চা দেশপ্রেমিক। গরিব মানুষদেরও ভালোবাসতেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে তিনি ছিলেন হবিগঞ্জের সাবডিভিশনাল অফিসার।



মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহারের জন্য অস্ত্রভান্ডার তৈরি এবং প্রবাসী সরকারের কার্যক্রম চালাতে সোনালী ব্যাংকের ভল্ট থেকে কয়েক কোটি টাকা হস্তান্তর করতে দ্বিধাবোধ করেননি। ওই সময় এ ধরনের অ্যাডভেঞ্চারিজম না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন অনেকে। ড. আকবর আলি খানের মধ্যে সাহসী ও দেশপ্রেমিক সত্তা বজায় ছিল, সে কারণেই তিনি কোনো ধরনের দোদুল্যমানতা দেখাননি। যখন প্রকৃষ্ট মুহূর্ত উপস্থিত হয়, তখন মুহূর্তের ডাকে সাড়া দিতে পারা একমাত্র বীরদের পক্ষেই সম্ভব। এই বিচারে ড. আকবর আলি খান ছিলেন যথার্থই একজন বীরপুরুষ।

প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিল তখনকার সামরিক সরকার। তাকে তার অনুপস্থিতিতে ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছিল সামরিক আদালত। মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফেরত আসার পর ড. আকবর আলি খান থাকতেন এলিফ্যান্ট রোডে। একদিন তিনি আমার খোঁজ করলেন। আমি গেলাম তার বাসায়। সাধারণ কিছু কথাবার্তার পর তিনি বললেন, 'আমাকে একটি কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সরকার যেভাবে দেশ চালাচ্ছে তাতে আমি প্রচণ্ড অস্বস্তিবোধ করছি। আমি আর রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সঙ্গে থাকতে পারছি না। দেশটা এভাবে ধ্বংস করার জন্য আমরা মুক্তিযুদ্ধ করিনি।'

এর কিছুদিন পর জানতে পারলাম তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে যোগদান করেছেন। এরপর তিনি চলে যান কমনওয়েলথ স্কলারশিপ নিয়ে কানাডায়। কানাডার কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে পিএইচডি করার জন্য তিনি ভর্তি হলেন। কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ গাণিতিক অর্থনীতিঘেঁষা বলে সবাই জানে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে পিএইচডি করতে হলে গণিতের ওপর ভালো দখল থাকতে হয়।

কিন্তু আকবর আলি খান তো গণিতাঙ্ক বা অর্থনীতির ছাত্র নন। কাজেই তাকে বেশ পরিশ্রম করতে হয়েছে। সেখানে তিনি অর্থনীতিতে মাস্টার্স করেন এবং তারই ধারাবাহিকতায় পিএইচডি করেন। গণিত শেখার জন্য তিনি তার এক আত্মীয়ের সহযোগিতা নেন। অচিরেই তিনি অর্থনীতিতে প্রয়োজনীয় উচ্চতর গণিত আয়ত্ত করে ফেলেন। তার পিএইচডি ডিগ্রিটা ছিল বাংলার পাট চাষিদের প্রাইস রেসপন্স নিয়ে থিসিস।

এ থিসিসটি বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশ করেছে। এ থিসিসটি লিখতে গিয়ে ড. আকবর আলি খানকে ইকোনমেট্রিক্স-এর মডেল ব্যবহার করতে হয়। বেশ কবছর আগে আমি তার থিসিসটি পড়েছিলাম। এটি আকৃতিতে বিশাল ছিল না। ইকোনমেট্রিক্সের নাবলোভিয়ান মডেল তিনি ব্যবহার করেছিলেন। কে বলবে তিনি গণিত বোঝেন না! বেশ কয়েক বছরের ব্যবধানে ড. আকবর আলি খানের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তখন তিনি ওয়াকার নিয়ে চলাফেরা করতেন। তার কাছ থেকে জানতে চাইলাম তার শারীরিক অবস্থা কী কারণে এত খারাপ হয়েছে। তিনি জানালেন, তার মেরুদণ্ডে ক্যালসিয়াম জমাট বেঁধে তার স্নায়ুর ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করছে। এ জন্য তার হাতের আঙ্গুলগুলো বেঁকে গেছে।

অবসর গ্রহণের পর তিনি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজনেস ফ্যাকাল্টিতে প্রফেসর হিসাবে যোগদান করেন। শিক্ষক হিসাবেও যোগ্যতা প্রমাণে তার কোনো ঘাটতি ছিল না। বস্তুত তিনি জ্ঞান আহরণ এবং জ্ঞান বিতরণে আনন্দ পেতেন। নিজের শারীরিক অসুস্থতা, স্ত্রীর অসুস্থতা এবং একমাত্র কন্যার অসুস্থতা সত্ত্বেও তার মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয়ে পড়েনি। বেঁচে থাকতেই তিনি স্ত্রী ও একমাত্র সন্তানকে হারিয়েছেন।

ী ও সন্তানের বিয়োগ সত্ত্বেও তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েননি। দৃঢ়চিত্ত হওয়ার ফলে রোগব্যধি ও মৃত্যুর কাছে তিনি পরাজয় মেনে নেননি। তবে একথা সত্য, তিনি জানতেন ও বুঝতেন বিধাতা তার জন্য খুব বেশি একটা সময় রাখেননি। তিনি একের পর এক বই লিখে চলেছেন। এসব বইয়ের বিষয়বস্তু সাধারণ বুদ্ধিজীবিতার মতো নয়। তিনি যেসব বিষয়ে লিখেছেন, সেগুলো ছিল একদিকে ব্যতিক্রমধর্মী এবং অন্যদিকে গভীর জ্ঞানের দৃষ্টান্ত।

একজন মানুষের এক জীবনে দৃঢ় ইচ্ছা থাকলে কত রকম কাজ করা সম্ভব, ড. আকবর আলি খান তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি একইসঙ্গে আমলা ছিলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হয়েছিলেন, অর্থনীতি নিয়ে কাজ করেছেন, শিক্ষকতা করেছেন, ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন, গবেষণা করেছেন, আবার পাবলিক ইন্টেলেকচুয়াল হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাকে যদি এককথায় প্রকাশ করতে হয়, তাহলে তিনি ছিলেন বাংলাদেশের (বাকি অংশ ৯ পাতায়)



মিয়ানমারে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা কি একেবারেই অসম্ভব

প্রথম আলোর উপবার্তা সম্পাদক

প্রতিটি দেশের সেনাবাহিনীই বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষার পাশাপাশি এর নাগরিকদের সুরক্ষা দেয়, সর্বতোভাবে হেফাজত করে। এ ক্ষেত্রে বিরল ব্যতিক্রম আমাদের প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারের সেনাবাহিনী। তারা নিজ দেশের নাগরিকদের ওপর অস্ত্র তাক করে, ঘরবাড়ি থেকে নারী-শিশুদের টেনেহিঁচড়ে উৎখাত করে, এমনকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়।

২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অং সান সু চির নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে ক্ষমতা করায়ত্ত করার পর সিনিয়র জেনারেল মিন অং হ্লাইংয়ের জান্তার সরকারের অত্যাচার, নিপীড়ন বহুগুণে বেড়ে গেছে। রাষ্ট্রের মধ্যে আরেকটি রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে রক্তের হোলি খেলায় যেন মেতেছে সামরিক জান্তা।

সামরিক অভ্যুত্থানের পর এ পর্যন্ত হত্যা করা হয়েছে ২ হাজার ২৪৯ জনকে, ফাঁসি দেওয়া হয়েছে গণতন্ত্রপন্থী জ্যেষ্ঠ নেতাদের। গ্রেপ্তার করা হয়েছে প্রায় ১৫ হাজার মানুষকে। পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে অন্তত ২৮ হাজার বাড়িঘর। শিক্ষকদের মধ্যে যাঁরা 'সিভিল ডিজঅবিডিয়েন্স মুভমেন্টে' (অহিংস শান্তিপূর্ণ আন্দোলন) অংশ নিয়েছেন, তাঁরা আটক হয়েছেন নতুবা নিহত হয়েছেন। অভ্যুত্থানের পর অন্তত আট লাখ মানুষ অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়েছে।

তারা আবার কবে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবে, তা অনিশ্চিত। প্রতিরোধযোদ্ধা ও সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে যাতে কোনো ধরনের সংযোগ গড়ে উঠতে না পারে, এ জন্য বিভিন্ন সাহায্য সংস্থার কর্মীদের হত্যা করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের কোনো ধরনের তোয়াক্কা করছে না সামরিক জান্তা।

বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সম্মিলিত দেশ মিয়ানমার। বেশির ভাগ মানুষ ধর্মে বৌদ্ধ। তবে সংস্কৃতিগতভাবে বামার, কাচিন, কারেন, শান, আরাকানি ও চিনদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মূলত এ জন্য এবং অন্য নানা কারণে তারা বিচ্ছিন্নতার আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছে।

অর্থাৎ তারা পৃথক দেশ সৃষ্টি করতে চায় অথবা তারা স্বায়ত্তশাসন চায়। এই গোষ্ঠীগুলো মিয়ানমারে হঠাৎ গজিয়ে ওঠেনি। তাদের অনেকগুলোই গত শতকের পঞ্চাশ ও ষাটের দশক থেকে আন্দোলনে রয়েছে। বিপরীতে জান্তা সরকার তাদের সঙ্গে কোনো ধরনের আলোচনার পথে না গিয়ে পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করেছে। পুরো দেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছে। বৃক্ষশোভিত সবুজ দেশটিতে আজ কেবলই সহিংসতার রক্তরং।

বিগত সময়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশ নেওয়ার কারণে যাঁরা স্বজন হারিয়েছেন, যাঁদের স্বজনেরা এখনো বন্দীশালায় আছেন, সেই বেদনা ভুলে না গিয়ে, শোককে শক্তিতে পরিণত করে দেশের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। মিয়ানমারের সংগ্রামী মানুষের পক্ষে এটা কি একেবারেই অসম্ভব?

২.

সে দেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষ নিজভূমে পরবাসীর মতো জীবন যাপন করছে। আবার অনেকে নিজভূমিতেও থাকতে পারছে না। জান্তার নির্যাতনের শিকার হয়ে অনেকেই দেশ ছেড়ে প্রতিবেশী দেশে ছোট্ট একটু ঘরে কোনোমতে দিনাতিপাত করছে।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর কথাই শুরুতে বলা যাক। ২০১৭ সালে পশ্চিম মিয়ানমারের রাখাইনে সামরিক জান্তা 'এথনিক ক্লিনজিং' বা জাতিগত নির্মূল অভিযান শুরু করলে প্রায় ৭ লাখ ৬০ হাজার রোহিঙ্গা পালিয়ে বাংলাদেশের কক্সবাজারে চলে আসতে বাধ্য হয়। মানবতার কী বিপর্যয় সে সময় দেখেছে বিশ্ব! কিন্তু দেখেও নীরব অনেকেই। বড় প্রতিবেশী, যাদের সরব হওয়ার কথা ছিল, তারা আশ্চর্যজনকভাবে মৌন অবলম্বন করেছে এবং এখন অবধি করে যাচ্ছে।

বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ বাংলাদেশে প্রায় সাড়ে ১১ লাখ রোহিঙ্গার বাস। প্রতিবছর গড়ে ৩০ হাজার শিশু এখানকার শিবিরে জন্ম নিচ্ছে। সামনে কী পরিস্থিতি হবে, ভাবলেই গা শিউরে ওঠে। অথচ তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার কোনো আয়োজন নেই।

সু চির আমলে তাও আলোচনা একটা পর্যায়ে পর্যন্ত এগিয়েছিল। জান্তা আসার পর সব যেন থেমে গেছে। রোহিঙ্গাদের আবার সে দেশে ফিরিয়ে নেওয়া হবে, এ বিশ্বাসই এখন উঠে গেছে। আবার বাংলাদেশের আশ্রয়শিবিরেও তারা ভালো নেই। কারণ, দুনিয়ার কোনো আশ্রয়শিবিরেই মানুষ স্বাধীনভাবে, আত্মমর্যাদার সঙ্গে থাকতে পারে না। হতাশার চোরা স্রোতে একটু একটু করে ডুবতে থাকে সব আশা-ভরসা।

সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ১৬ আগস্ট কক্সবাজারে জাতিসংঘ মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার মিশেল ব্যাশেলেতকে কাছে পেয়ে এক রোহিঙ্গা তরুণী বলছিলেন, রাখাইনে লেখাপড়ায় কতটা ভালো ছিলেন তিনি। চেয়েছিলেন একজন চিকিৎসক হতে। কিন্তু গত পাঁচ বছরের শরণার্থী জীবনে তাঁর স্বপ্ন ভেঙে গেছে। অথচ মিয়ানমারে তাঁর বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বন্ধুরা অনেকেই এরই মধ্যে চিকিৎসক হয়ে গেছেন। রোহিঙ্গা হয়ে জন্ম নেওয়াই যেন তাঁর অপরাধ। ব্যাশেলেত ওই রোহিঙ্গা তরুণীকে কীভাবে সান্ত্বনা দিয়েছেন জানা যায়নি। হয়তো তাঁর চোখ দুটিও ভিজে উঠেছে, কিছু করতে না পারার আক্ষেপে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির পর্যবেক্ষকেরা মনে করছেন, মিয়ানমারের সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ হলো রাষ্ট্রীয় সব প্রতিষ্ঠান থেকে সব ধরনের অমানবিকতাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা। একটি একক মিয়ানমারই পারবে এর সব প্রতিষ্ঠান থেকে দুষ্টচক্রের ব্যূহকে ভেদ করতে। বামার, কাচিন, কারেন, শান, কারেন্নি, আরাকানি, রোহিঙ্গাসহ সব ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী মিলে যদি একসঙ্গে ঐক্যের গানে সুর বাঁধতে পারে, সামরিক জান্তাকে হঠানো সম্ভব।

কেবল রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী নয়, মিয়ানমারের চিন স্টেটের ৩১ হাজার চিন শরণার্থী ঠাঁই নিয়েছে প্রতিবেশী ভারতের মিজোরামে। মিজোদের সঙ্গে চিনদের সংস্কৃতিগত নৈকট্য রয়েছে। মিজোরামের আশ্রয়শিবিরে পালিয়ে আসা চিন তরুণ-যুবাদের ভবিষ্যৎও দিন দিন ফিকে হয়ে আসছে। খবরে প্রকাশ, প্রতিদিনই মিয়ানমার থেকে লোকজন ভারতে ঢুকছে। চিকিৎসক দেখাতে আসছে, কাজ করতে আসছে। কারণ, জান্তার দেশে নাগরিক সেবা খুবই অপ্রতুল। জনগণের করের টাকার বড় অংশটি ব্যয় করা হচ্ছে অস্ত্র কিনতে আর রাজরাজড়াদের শানশওকত বৃদ্ধিতে।

সেনাবাহিনীর নির্যাতনের শিকার হচ্ছে মিয়ানমারের সবচেয়ে বড় জাতিগোষ্ঠী বামাররাও। বামারদের মূল কেন্দ্র সাগাইং ও মাগবি এলাকায় তীব্র সেনা অভিযান চলছে। নিপীড়ন চলছে চিন ও কায়াহ স্টেটে। সেখানে মানবাধিকার পরিস্থিতি খুবই শোচনীয়।

বেসামরিক মানুষের ওপর বিমান হামলা ও কামানের গোলা বর্ষণ করা হচ্ছে। সর্বশেষ সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়েছে উত্তর রাখাইন স্টেটে, সাম্প্রতিক সময়ে যে অঞ্চলটি কিছুটা শান্তিপূর্ণ ছিল। সেখানে সেনাবাহিনীর সঙ্গে আরাকান আর্মির লড়াইয়ের মধ্যে পড়ছে সাধারণ রোহিঙ্গারা।

৩.

খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ একটি সবুজ দেশ মিয়ানমার। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরা মিলেমিশেই দেশটিতে বসবাস করছে। কিন্তু দীর্ঘ বছর ধরে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চলমান থাকায় দেশটিকে শাসনের নামে শোষণ করতে সেনাবাহিনী একধরনের সুবিধা পেয়েছে। বিচ্ছিন্নতা দমনের নামে তা টিকিয়ে রেখে নিজেদের শক্তির জানান দেওয়া এবং জনগণের কাছে 'অখণ্ডতা'র বার্তা পৌঁছানো–এই হলো তাদের কৌশল। কিন্তু এই কৌশল কত দিন টিকবে, সেটাই প্রশ্ন।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির পর্যবেক্ষকেরা মনে করছেন, মিয়ানমারের সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ হলো রাষ্ট্রীয় সব প্রতিষ্ঠান থেকে সব ধরনের অমানবিকতাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা। একটি একক মিয়ানমারই পারবে এর সব প্রতিষ্ঠান থেকে দুষ্টচক্রের ব্যূহকে ভেদ করতে। বামার, কাচিন, কারেন, শান, কারেন্নি, আরাকানি, রোহিঙ্গাসহ সব ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী মিলে যদি একসঙ্গে ঐক্যের গানে সুর বাঁধতে পারে, সামরিক জান্তাকে হঠানো সম্ভব।

বিগত সময়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশ নেওয়ার কারণে যাঁরা স্বজন হারিয়েছেন, যাঁদের স্বজনেরা এখনো বন্দীশালায় আছেন, সেই বেদনা ভুলে না গিয়ে, শোককে শক্তিতে পরিণত করে দেশের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। মিয়ানমারের সংগ্রামী মানুষের পক্ষে এটা কি একেবারেই অসম্ভব? সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে থাকা যোদ্ধাদের জন্য এ দেশের গীতিকবি মোহিনী চৌধুরীর চারটি লাইন নিবেদন করতে চাই–'যারা স্বর্গগত তারা এখনো জানে/স্বর্গের চেয়ে প্রিয় জন্মভূমি/এসো স্বদেশ ব্রতের সহদীক্ষালোভী/সেই মৃত্যুঞ্জয়ীদের চরণচুমি'।

কাজী আলিম-উজ-জামান প্রথম আলোর উপবার্তা সম্পাদক

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ। ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকার যে কোন নতুন ব্যবসার নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
মাত্র ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ২বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো

এম এ খালেক

স্থানীয় বাজারে মার্কিন ডলারের তেজি ভাব কমছেই না। প্রায় প্রতিদিনই বাজারে ডলারের মূল্য বেড়ে চলেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক নানা প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও ডলারের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনা যাচ্ছে না। এ অবস্থায় নির্দেশনা জারি করা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একটি নির্দিষ্ট সময়ের বেশি মার্কিন ডলার তাদের জিম্মায় রাখতে পারবে না।

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আশা করছে, এ উদ্যোগের ফলে ডলার আটকে রেখে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির মাধ্যমে মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা অনেকটাই কমে আসবে। কিন্তু অর্থনীতিবিদরা সন্দিহান এ উদ্যোগের কার্যকারিতা নিয়ে। কারণ বাজারে মার্কিন ডলারের দর কমার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বরং প্রতিনিয়তই ডলারের মূল্যে অস্থিতিশীলতা লক্ষ করা যাচ্ছে।

এ অবস্থায় বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ থেকে বাজারে ছেড়ে দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু এটাও বেশিদিন চালানো যাবে না। কারণ বাংলাদেশ ব্যাংক যদি রিজার্ভ থেকে অনবরত ডলার বাজারে ছেড়ে দিতে থাকে, তাহলে অচিরেই বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে টান পড়বে। সেই অবস্থায় রিজার্ভকে স্ফীত রাখার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কাছ থেকে বর্ধিত আকারে ঋণ গ্রহণের কোনো বিকল্প থাকবে না।

কিন্তু দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ইতোমধ্যেই কমতে শুরু করেছে। কয়েক বছর আগে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের পরিমাণ রেকর্ড ৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছিল। এরপর থেকেই রিজার্ভ কমতে শুরু করে। সর্বশেষ হিসাব মোতাবেক, বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৯ দশমিক ৭২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। কিন্তু আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) মতে, বাংলাদেশের ব্যবহারযোগ্য রিজার্ভের পরিমাণ হচ্ছে ৩১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অবশিষ্ট ডলার রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল থেকে ঋণ দেওয়া হয়েছে। কাজেই সেই অর্থকে রিজার্ভে দেখানো ঠিক নয়। এটা আন্তর্জাতিক রীতির পরিপন্থি।

বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন সূত্র থেকে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে রিজার্ভের পরিমাণ স্ফীত করার উদ্যোগ নিয়েছে। এমনকি আইএমএফের কাছ থেকেও কঠিন শর্তে ৪৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ গ্রহণের জন্য আবেদন জানিয়েছে। আইএমএফ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হলে এমন কিছু শর্ত মানতে হবে, যা আমাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হবে। এ ছাড়া বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, জাইকা ইত্যাদি সংস্থা থেকেও ঋণ গ্রহণের চেষ্টা চলছে।

এদিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বাজারে মার্কিন ডলার ছেড়ে স্থানীয় মুদ্রার মান বজায় রাখার যে চেষ্টা চালাচ্ছে, তার বাস্তবতা নিয়ে অর্থনীতিবিদরা প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন। তারা বলছেন, এ মুহূর্তে রিজার্ভ থেকে মার্কিন ডলার বাজারে ছেড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের যে চেষ্টা চালানো হচ্ছে তা মোটেও বাস্তবসম্মত নয়। কারণ এতে ডলারের রিজার্ভ কমে যাবে। বরং ডলারের বিনিময় হারকে বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়াটাই যৌক্তিক। এতে স্থানীয় মুদ্রা টাকার প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করা যাবে। এ ছাড়া মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বাজারে কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের হস্তক্ষেপ করার কথা নয়।

২০০৩ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক ফ্লোটিং এক্সচেঞ্জ রেট চালু করে। এর আগ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিদিন বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ করে দিত। কিন্তু ফ্লোটিং এক্সচেঞ্জ রেট চালু হওয়ার পর মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা গৌণ হয়ে যায়। তারা প্রত্যক্ষভাবে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ করে দিচ্ছে না। তবে বাংলাদেশ ব্যাংক পরোক্ষভাবে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখে চলেছে।

বাজারে মার্কিন ডলার বা অন্য কোনো মুদ্রার চাহিদা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেলে বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট মুদ্রা কিছু পরিমাণে বাজারে ছেড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা চালায়। আবার কোনো সময়ে ডলার বা অন্য কোনো মুদ্রার জোগান বেশি হয়ে স্থানীয় মুদ্রার অতিমূল্যায়ন হওয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে বাংলাদেশ ব্যাংক বাজার থেকে কিছু মুদ্রা তুলে নেয়। এভাবেই



পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।

বাজারে মার্কিন ডলারের তেজি ভাব নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক সর্বশেষ গত ১ সেপ্টেম্বর ৭ কোটি ৬০ লাখ মার্কিন ডলার বাজারে ছেড়েছে। এ নিয়ে চলতি অর্থবছরের ২ মাস ১ দিনে বাংলাদেশ ব্যাংক মোট ২৫৬ কোটি ৯০ লাখ মার্কিন ডলার বাজারে ছেড়েছে। আগের অর্থবছরে বাজারে ডলারের জোগান ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রায় ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় করেছিল। এভাবে ডলার ক্রয় অথবা বিক্রি করার মাধ্যমে বাজার নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ খুব একটা কার্যকর বলে প্রতীয়মান হবে না। কারণ ডলারের বিনিময় হার যদি বাজারের চাহিদা ও জোগানের ওপর ছেড়ে দেওয়া না হয়, তাহলে প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করা যাবে না।

বিশ্বের অধিকাংশ দেশকেই মার্কিন ডলারের গতি-প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখতে হয়। আন্তর্জাতিক মুদ্রা বলে কোনো মুদ্রার অস্তিত্ব না থাকলেও মার্কিন ডলার তার ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতার কারণে অনেকটাই আন্তর্জাতিক মুদ্রার রূপ পরিগ্রহ করেছে। বিশ্বের মোট বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের ৬২ শতাংশই মার্কিন ডলারে সংরক্ষিত হয়। আর্থিক লেনদেনের ৮৫ শতাংশই মার্কিন ডলারের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। বিশ্বে এমন কোনো দেশ সম্ভবত খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে মার্কিন ডলার গৃহীত হয় না। বাংলাদেশে গত শতাব্দীর সত্তরের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ব্রিটিশ পাউন্ডের মাধ্যমে রিজার্ভ সংরক্ষণ করা হতো। পরে মার্কিন ডলারের মাধ্যমে রিজার্ভ সংরক্ষণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের ৭৫ শতাংশই মার্কিন ডলারে বিনিয়োগ করা হয়েছে। অবশিষ্ট রিজার্ভ আইএমএফের স্পেশাল ড্রয়িং রাইটস, ইউরো, পাউন্ড, ইউয়ানে বিনিয়োগ করা হয়েছে।

বর্তমানে স্থানীয় মুদ্রা বাজারে মার্কিন ডলারের যে উত্থান-পতন লক্ষ করা যাচ্ছে, তার পেছনে নানা কারণ থাকতে পারে। তবে অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করছেন, মূলত আন্তর্জাতিক বাজারে বিভিন্ন পণ্যের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ার কারণে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। একইসঙ্গে রপ্তানি আয় বেড়েছে। তবে রপ্তানি আয় আমদানি ব্যয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে না।

আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য মূল্যবৃদ্ধির কারণে যদি আমদানি ব্যয় বেড়ে থাকে তাহলে রপ্তানি আয় তো একইভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। কারণ আগে পণ্য রপ্তানি করে যে অর্থ আয় করা সম্ভব ছিল এখন তার চেয়ে কম পণ্য রপ্তানি করে সেই পরিমাণ অথবা তার চেয়ে বেশি অর্থ আয় করা সম্ভব। কিন্তু ব্যাপারটি সেভাবে ঘটছে না। এর অর্থ হচ্ছে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কোনো অসংগতি ঘটছে। গ্লোবাল ফিন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটির (জিএফআই) মতে, বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর সবচেয়ে বেশি পরিমাণ অর্থ পাচার হয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আড়ালে।

আমদানি বাণিজ্যের নামে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচার হচ্ছে, এটা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না। এর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। গত কয়েক বছরের মধ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ব্যক্তি খাতে ব্যাংক ঋণ প্রবাহের পরিমাণ ছিল সবচেয়ে বেশি। এটা আমাদের জন্য অবশ্যই আশার খবর। কারণ ব্যক্তি খাতে ব্যাংক ঋণ বৃদ্ধির অর্থই হচ্ছে অর্থনীতিতে গতিশীলতা সৃষ্টি হওয়া। বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়া। কিন্তু বাস্তবে কি তা হয়েছে? ব্যক্তি খাতে ব্যাংক ঋণের পরিমাণ বাড়লেও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এর কোনো প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না।

বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে আমদানি ব্যয় কমানোর জন্য বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে জুলাই মাসের তুলনায় আগস্ট মাসে আমদানির জন্য এলসি খোলার হার ৩৩ শতাংশ কমেছে। একই সময়ে শিল্পে ব্যবহার্য ক্যাপিটাল মেশিনারিজ আমদানির জন্য খোলা এলসির হার কমেছে ৫৫ শতাংশ। এর অর্থ হচ্ছে, ব্যক্তি খাতে ব্যাংক ঋণ বাড়ালেও তা শিল্পে বিনিয়োগ হচ্ছে না। তাহলে এই বাড়তি অর্থ কোথায় যাচ্ছে? আমাদের দেশের একটি সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে, জাতীয় নির্বাচনের আগের বছর দেশ থেকে মুদ্রা পাচার অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। ২০২৩ সালের শেষদিকে অথবা ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে আগামী জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

আসন্ন নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল হবে। যারা রাজনৈতিক পরিচয়ে ফায়দা লুটছেন, তারা দেশের বাইরে অর্থ পাচার করবেন, এটাই স্বাভাবিক। কারণ তারা মনে করছেন, যদি সরকার পরিবর্তন হয় তাহলে তাদের বিপদ হতে পারে। তাই তারা আগে থেকে মুদ্রা স্থানান্তর করছেন। স্থানীয় বাজারে মার্কিন ডলারের ব্যাংক রেট এবং কার্ব মার্কেট রেটের মধ্যে সাধারণত এক টাকা থেকে দুই টাকা ব্যবধান থাকে। কিছুদিন আগে এ ব্যবধান ১২ টাকায় উন্নীত হয়েছিল। এতে বোঝা যায় অন্ধকার জগতে মার্কিন ডলারের চাহিদা কতটা বেড়েছে।

প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত রেমিটেন্সের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। এটা মোটেও বাস্তব অবস্থার চিত্র নয়। কারণ করোনা মহামারি সত্ত্বেও বাংলাদেশ থেকে বিপুলসংখ্যক শ্রমিক বিভিন্ন দেশে গেছেন। তারা যে অর্থ প্রেরণ করছেন তা কোথায় যাচ্ছে? তারা দেশে অর্থ ঠিকই পাঠাচ্ছেন, কিন্তু সেই অর্থ বৈধ চ্যানেলের মাধ্যমে না এসে হুন্ডির মাধ্যমে আসছে।

কাজেই স্থানীয় বাজারে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার স্থিতিশীল ও স্বাভাবিক রাখতে হলে প্রথমেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আড়ালে মুদ্রা পাচারের প্রবণতা রোধ করতে হবে। প্রবাসী বাংলাদেশিরা যাতে তাদের কষ্টার্জিত অর্থ বৈধ চ্যানেলে দেশে প্রেরণ করেন, তার ব্যবস্থা করতে হবে। কার্যকর বিকল্প ব্যবস্থা করা ছাড়া কোনোভাবেই মুদ্রা বাজারের অস্থিতিশীলতা রোধ করা যাবে না।

এম এ খালেক : অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ম্যানেজার, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড; অর্থনীতিবিষয়ক লেখক

সীমান্তে প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার বন্ধ হোক

ড. সুলতান মাহমুদ রানা

গত ৭ সেপ্টেম্বর মধ্যরাতে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর গুলিতে স্কুলছাত্র মিনহাজুল ইসলাম মিনাজ নিহত হলে বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। এ বিষয়ে কয়েক দিন ধরে গণমাধ্যমসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বেশ আলোচনা-সমালোচনা চলছে।

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বাংলাদেশ-ভারত একে অন্যের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারত বাংলাদেশের জনসাধারণকে আশ্রয়, প্রশিক্ষণ, যুদ্ধ সহায়তা দিয়েছে।

প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্রটির প্রতি বাংলাদেশের মানুষের যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা রয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, সীমান্তে বাংলাদেশের নাগরিকদের হত্যার ঘটনা ঘটেই চলেছে। বিষয়টি আমাদের ব্যথিত করে। রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে সীমান্তে হত্যা বন্ধের সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দীর্ঘদিন থেকে সামনে আসছে। এমনকি সাম্প্রতিক সময়ে প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরেও এ বিষয়ে স্পষ্ট আলাপ-আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে। তবু এ বিষয়ে চূড়ান্ত সমাধানের কোনো লক্ষণ দৃশ্যমান নয়।

দুই দেশের সম্পর্ক নানা দিক থেকে বেশ উষ্ণ এবং ইতিবাচক। ফলে আমাদের মনে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে ইতিবাচক সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও এমন হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি কি সমাধানযোগ্য নয়? ২০১৮ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সীমান্ত সম্মেলনে প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ভারত। ওই বছর সীমান্তে হত্যা একবারে বন্ধ হয়নি, তবে উল্লেখযোগ্য হারে কমে ১৪ জনে নেমে এসেছিল। গত এক দশকের মধ্যে এই পরিসংখ্যানটিই সবচেয়ে কম।

সামান্য অজুহাতে কিংবা বিনা কারণে বাংলাদেশের নিরীহ ও নিরপরাধ ব্যক্তিদের প্রাণ হারাতে হচ্ছে, যা আমাদের দেশের সার্বভৌমত্বের গায়ে কালি লেপনের শামিল। উভয় সরকারের উচ্চ পর্যায়ে সীমান্তে মানুষ হত্যা বন্ধের সমঝোতা বারবার হলেও ভারতীয় বিএসএফ কর্তৃক বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড ঘটছে কেন?

গত জুলাইয়ে সীমান্ত সম্মেলনে যোগ দিতে ঢাকায় আসেন ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের মহাপরিচালক পঙ্কজ কুমার সিং। তিনি তখন বলেছিলেন, 'সীমান্ত এলাকায় সব ঘটনাই রাতে ঘটে এবং যেসব হতাহতের ঘটনা ঘটে তারা সবাই অপরাধী।' জুলাইয়ে (১৭-২১ জুলাই) ঢাকায় বিজিবি-বিএসএফের মধ্যে পাঁচ দিনের সীমান্ত সম্মেলন হয়। বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী



বাহিনী বিজিবিপ্রধান মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদ তখন বলেছিলেন, 'বৈঠকে বাংলাদেশ সীমান্ত হত্যা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার বিষয়ে জোর দিয়েছে। বিএসএফ এ নিয়ে একযোগে কাজ করতে রাজি।' ওই বৈঠকের পর আগস্টে, অর্থাৎ গত মাসেও বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে দুই বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। ২৪ আগস্ট পঞ্চগড়ের অমরখানা সীমান্তে আবদুস সালাম নামে এক বাংলাদেশিকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। ৩১ আগস্ট চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিংনগর সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে ভেদু নামে একজন নিহত হন।

সীমান্ত হত্যা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার প্রত্যাশা এবং অঙ্গীকার নতুন নয়। দুই দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে ভারত এই প্রতিশ্রুতি অনেক দিন ধরেই দিয়ে আসছে। কিন্তু বাস্তবে তার কোনো প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। ওই সম্মেলনে সীমান্ত হত্যা ছাড়াও চোরাচালান, অবৈধ অনুপ্রবেশ, সীমান্ত অপরাধসহ অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে হত্যার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হয়ে আছে ফেলানী। ২০১১ সালের ৭ জানুয়ারি কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ীর অনন্তপুর সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে ফেলানী মারা যায়। ফেলানীর লাশ অন্তত পাঁচ ঘণ্টা কাঁটাতারের বেড়ায় ঝুলে থাকে। কাঁটাতারে ঝুলে থাকা কিশোরী ফেলানীর লাশ দেশ-বিদেশের গণমাধ্যমে আলোচিত হয়েছিল। তখন দাবি তোলা হয়েছিল, ফেলানী যেন সীমান্তে শেষ হত্যার ঘটনা হয়। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি।

ভারতের সঙ্গে চীনেরও সীমানা রয়েছে। সেখানে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করলেও গুলি ছোড়ার অনুমতি নেই। আবার পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সীমানা বিরোধে দুটি দেশের মধ্যে যুদ্ধ পর্যন্ত হয়েছে। কিন্তু সেখানে বেসামরিক মানুষকে গুলি করে মারার ঘটনা নেই। ইউরোপের অনেক দেশেরই প্রতিবেশীর সঙ্গে সীমান্ত রয়েছে। একমাত্র বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তেই এভাবে বেসামরিক মানুষকে অকাতরে মৃত্যুর ভাগ্য মেনে নিতে হয়। প্রতিবেশী দেশের সীমান্তরক্ষীদের গুলিতে এভাবে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তে থাকলে এই অঞ্চলে যে ব্যবসা-বাণিজ্য ও নিরাপত্তাবলয়ের কথা দীর্ঘদিন ধরে বলা হচ্ছে, তা ব্যাহত হবে। তাই সবার আগে সীমান্ত হত্যা বন্ধ করতে উদ্যোগী হতে হবে। আর এই উদ্যোগ প্রতিবেশী ভারতের পক্ষ থেকেই আসতে হবে।

ভারত ও বাংলাদেশের দীর্ঘ সীমান্ত সব সময়ই সংবেদনশীল হওয়ায় সব ধরনের সমস্যারও মীমাংসা হওয়া খুব জরুরি। দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে নিয়মিত বৈঠক হয়। কিন্তু সমাধান না হওয়ার রহস্যটি আমাদের অজানাই থেকে যাচ্ছে।

সীমান্তে হত্যা বন্ধে প্রথম যে পদক্ষেপটি গ্রহণ করা জরুরি সেটি হলো, সীমান্তে প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ করা। গত ১১ সেপ্টেম্বর কালের কণ্ঠে সীমান্ত হত্যা নিয়ে প্রকাশিত 'কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে' শিরোনামে সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের তাৎপর্য তুলে ধরে উল্লেখ করা হয়, 'মাদক, অস্ত্রসহ বিভিন্ন চোরাচালান, মানবপাচারসহ অন্য সব অপরাধ কর্মকাণ্ড কিভাবে রোধ করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। সব কিছুর আগে এ বিষয়টি নিশ্চিত করা দরকার যে সীমান্তে প্রাণঘাতী অস্ত্র (লিথাল উইপন) ব্যবহার করা হবে না।' এ ক্ষেত্রে ভারতের সীমান্তে দায়িত্বরত নিরাপত্তা বাহিনীর যৌক্তিক ও সহনশীল আচরণ একটি স্থায়ী ইতিবাচক সমাধানের পথ তৈরি করে দিতে পারে।

লেখক : অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

শতফুল ফুটতে দাও

(৬ পাতার পর)

একজন দেশপ্রেমিক নাগরিক। ইতিহাস, সমাজ বা অর্থনীতি- তার সব চর্চার কেন্দ্রে ছিল বাংলাদেশ। তার সম্পর্কে এ কথাগুলো লিখেছেন একটি বহুল প্রচারিত দৈনিকের নিজস্ব প্রতিবেদক।

আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান ছিলাম, তখন তাকে ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের এক্সিকিউটিভ সার্টিফিকেট কোর্সে আমন্ত্রণ জানালাম। বেশ কয়েকটি ব্যাচের উদ্দেশে তিনি বক্তৃতা করেছিলেন সুশাসন বিষয়ে। তার বক্তৃতা প্রশিক্ষণার্থীরা খুব পছন্দ করত। কারণ তিনি খুব সহজ-সরল ভাষায় বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করতে পারতেন।

ড. আকবর আলি খান প্রবাসী অস্থায়ী সরকারের প্রতিরক্ষা বিভাগের উপসচিব পদে নিয়োজিত হয়েছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশে ফিরে এসে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে যোগ দেন। এরপর তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে নিযুক্ত হন। ১৯৭৩ সালে তিনি চাকরি ছেড়ে শিক্ষকতায় যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হলো না। তাকে শিক্ষকতা করার জন্য ছুটি দেওয়া হয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন শিক্ষকতা করার পর কমনওয়েলথ বৃত্তি নিয়ে কানাডার কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। ড. আকবর আলি খান রাষ্ট্রের বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৯৬ সালে তিনি অর্থ সচিব হন। অবসর নেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব হিসাবে। ২০০১ সালে বিশ্বব্যাংকে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসাবে অল্টারনেটিভ এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর পদে যোগদান করেন।

‡সখানে ২০০৫ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। ড. আকবর আলি খানের প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১৮। তার বেশিরভাগ বইয়ের প্রকাশক ছিলেন প্রথমা প্রকাশনী। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে ডিসকভারি অফ বাংলাদেশ : দারিদ্র্যের অর্থনীতি : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ; পরার্থপরতার অর্থনীতি; আজব ও জবর আজব অর্থনীতি; অবাক বাংলাদেশ : বিচিত্র ছলনা জালে রাজনীতি; চাবিকাঠির খোঁজে : নতুন আলোকে জীবনানন্দের বনলতা সেন; দুর্ভাবনা ও ভাবনা: রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে; বাংলায় ইসলাম প্রচারে সাফল্য: একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ এবং বাংলাদেশে বাজেট অর্থনীতি ও রাজনীতি। ড. আকবর আলি খানের সর্বশেষ আত্মজীবনী গ্রন্থ 'পুরোনো সেই দিনের কথা'।

ড. আকবর আলি খান এক বহুমাত্রিক প্রতিভা। কঠিন অসুস্থতা এবং বৈরী পরিবেশ সত্ত্বেও তিনি কখনো জ্ঞানচর্চা থেকে দূরে সরে যাননি। স্ত্রী, কন্যা সন্তান ও নিজের অসুস্থতা সত্ত্বেও বিরামহীনভাবে চলেছে তার কলম। অনেক মানুষ জীবনে ট্র্যাজেডি নেমে এলে আর অগ্রসর হতে পারে না। ট্র্যাজেডিকে তিনি জয় ক‡রছেন দৃঢ় ইচ্ছা এবং নিজ সাধনার গুণে। মনীষী কার্লাইল বলেছিলেন, জিনিয়াস মিনস ইনফিনিট ক্যাপাসিটি ফর টেকিং পেইনস। আকবর আলি খানেরও ছিল বেদনার মধ্যে বাস করার অপরিসীম শক্তি। বিধাতা তার মঙ্গল করুন এটাই আমাদের প্রার্থনা।

ড. মাহবুব উল্লাহ : শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Purchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.











নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

কুইন্স থেকে জাকির হোসেনের প্রশ্নঃ

আমি বিনা ভিসায় এদেশে এসেছিলাম। এদেশে আসার পরে জীবন ও জীবিকার প্রয়োজন আমি একজনের পরামর্শ মত ওয়ার্ক পারমিটের জন্য আবেদন করে ওয়ার্ক পারমিট পেয়েছিলাম।

পরে আমি জানতে পারি যে আমার বন্ধু আমার জন্য রাজনৈতিক আশ্রয়ের কেস ফাইল করেছিলো। আমার এখন এসব ব্যাপারে কোন ধারণাই ছিলো না। কিন্তু পরে যখন আমি ঐ কেসের ব্যাপারে জানতে পারি, তখন ইমিগ্রেশন অফিসারকে ইন্টারভিউ এর সময় অনুরোধ করেছিলাম আমার কেস উইথড্র করছি। কিন্তু আমি আর আমার কেস তখন উইথড্র করতে পারি না বলে তারা জানিয়েছে। এদিকে আমি একজন গ্রিনকার্ডধারীকে বিয়ে করেছি। আমার স্ত্রী আমার জন্যে আবেদন করেছেন। আমি আমার এটর্নীকে ফিসসহ সব তথ্য দিয়ে এসেছি। এরপর অনেকদিন যাবত আমার কেসের কোন অগ্রগতি না হওয়ায় এটর্নীর কাছে গিয়ে জানতে পারি যে তারা আমার কেস ফাইল করে নাই। অবশ্য পরে তারা আমার কেস ফাইল করেছে। আমি তার এপ্রুভাল লেটার পেয়েছি। আমাকে এখন ওয়ার্ক পারমিট পাবার আগে মোশনের জন্য ফাইল করতে ইমিগ্রেশন জাজের কাছে যেতে হবে কি?

জাকির হোসেনের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনার আগেরর কেসে হয়তো আপনি ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়ায় ছিলেন। আপনার উপর থেকে ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়া উঠিয়ে না দেয়া পর্যন্ত আপনার স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট হবে না। আপনি ইমিগ্রেশন জাজের কাছে স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টর জন্য ফাইল করতে পারেন। আপনার কেসের উপর থাকা প্রক্রিয়া যদি বাতিল হয়, তবে সরাসরি আপনার স্থানীয় ইমিগ্রেশন অফিসে স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্য ফাইল করতে পারেন- কোন রকম মোশন রি-ওপেন ছাড়াই।

স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের ফাইলের জন্যে নিম্নে উল্লেখিত তথ্যপত্র দরকারঃ

আই-৯৪ সহ আপনার পাসপোর্ট, ২) বার্থ সার্টিফিকেট, ৩) সন্তান থাকলে তাদের বার্থ সার্টিফিকেট, ৪) মেডিক্যাল পরীক্ষা, ৫) স্ত্রীর গ্রিনকার্ডের কপি, ৬) সই এর নোটারীসহ এফিডেভিট অব সাপোর্ট, ৭) আপনার স্ত্রী ট্যাক্স রিটার্ন, ৮) আপনার এবং আপনার স্ত্রীর জব লেটার, ৯) ব্যাংকের চিঠি এবং স্টেটমেন্ট, ১০) ৪ কপি ছবি, ১১) আপনার স্ত্রীর আগে বিয়ে থাকলে সেই ডিভোর্সের কপি।

সবশষে এ ব্যাপারে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে যে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগে একজন অভিজ্ঞ এটর্নীর সাথে আলোচনা করুন।

নিউইয়র্ক থেকে আলী আজমের প্রশ্নঃ

প্রায় চার বছর ধরে আমি ইউএস এর গ্রীনকার্ডধারী। আমি বিবাহিত এবং দুই সন্তানের জনক। আমি একটা ব্যাংকে কাজ করি এবং ট্যাক্স প্রদান করি।

আমি বাংলাদেশে বসবাসকারী আমার স্ত্রী ও সন্তানের গ্রীনকার্ডের জন্যে আবেদন করতে চাচ্ছি। আমার সিটিজেনশীপ পাবার পরে। কিন্তু তারা বাংলাদেশ থেকে আমাকে চাপ দিচ্ছে আর দেরি না করে এখনই তাদের জন্যে আবেদন করতে। কিন্তু,



কখন আবেদন করা ভাল। কি তার প্রক্রিয়া-এসব বিষয়ে পরামর্শ পেলে উপকৃত হবো।

আলী আজমের প্রশ্নের উত্তরঃ

আমরা প্রায়শ এ ধরনের প্রশ্ন পাই। আর সব সময় আমরা বলে থাকি যে গ্রীনকার্ডের আবেদন করার জন্য সিটিজেনশীপ পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার কোন প্রয়োজন নেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আবেদন করা ভালো। কারণ গ্রীনকার্ডধারী হিসেবে আই-১৩০ পিটিশন এখনই ফাইল করলে পরে যখন আপনি সিটিজেনশীপ লাভ করলে তখন সপিরিবারে ক্যাটাগরি পরিবর্তন হবে। গ্রীনকার্ডধারী থেকে সিটিজেনশীপে যাবে। সে কারণে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে আপনার স্ত্রী সন্তানের জন্য আই-১৩০ পিটিশন করবেন। একসাথে আই-১৩০ পিটিশন ফাইল করলে পরে সম্যার সৃষ্টি হতে পারে।

আই-১৩০ পিটিশন ফাইল করার জন্যে দরকারঃ

ম্যারেজ সার্টিফিকেট

সন্তানের বার্থ সার্টিফিকেট

আপনার স্ত্রীর দুই কপি ছবি।

এ ব্যাপারে প্রয়োজবোধে একজন এটর্নীর সাথে কথা বলতে পারেন।

নিউইয়র্ক থেকে আহমেদ জামানের প্রশ্নঃ

আমি বাংলাদেশের একজন নাগরিক। বাংলাদেশেই বাস করি। ব্যবসায় সংক্রান্ত অফিসের কাজে এখানে এসেছি। আমি বাংলাদেশের একটা এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট কোম্পানীতে কাজ করি। এখানে একটা ট্রেড শোতে উপস্থিত হবার জন্যেই আমার এদেশে আসা। এখানে এসে আমি কিছু বড় ধরনের কাজের অর্ডার পেয়েছি। সে জন্যে বাংলাদেশে আমার উর্ধতন কর্মকর্তা খুব খুশী হয়েছেন। এই মাসে আরো একটি শো আছে। ঐ শোর এর জন্যে রেজিষ্ট্রেশনও করে ফেলেছি। এবং ঐ পর্যন্ত থাকার জন্যে আমার ভিসার মেয়াদ বাড়াতে হবে। আবেদন করেছি। কিন্তু তারপরে আমার এক আত্মীয়ের বিয়ের কারণে তারা আমাকে এখানে থাকার জন্য অনুরোধ করছে। আমার ভিসার মেয়াদ আরো বাড়াতে পারলে আমি ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারতাম। আমি নিয়ম লঙ্ঘন করে এখানে থাককে ইচ্ছুক নই। কারণ আমার মাল্টিপল ভিসা আছে। সেটা নষ্ট হয়ে যাক আমি চাই না। আপনার পরামর্শ কামনা করছি।

আহমেদ জামানের প্রশ্নের উত্তরঃ

ধারণা করছি আপনার ইউএসএ প্রবেশ ছিলো বি-১ ভিসায়। আর আপনি ভিসা বাড়াবার জন্যে আবেদন করেছেন ট্রেড শোতে উপস্থিত থাকবেন বলে। ট্রেড শোর পরেও আপনার আত্মীয়ের বিয়েতে উপস্থিত থাকতে চাইছেন।

এখন আপনার জন্যে যা করনীয় সেটা হচ্ছে আপনার ভিসা বাড়াবার জন্য এবং ভিসার স্ট্যাটাস পরিবর্তন করার জন্য ফাইল করতে হবে। বর্তমানে আপনার ভিসার স্ট্যাটাস হচ্ছে বি-১ যা ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে দেয়া হয়ে থাকে। এর পরের অবস্থানের জন্য আপনার বি-২ ভিসা দরকার। একই আবেদনে আপনি ভিসা বৃদ্ধি এবং বি-১ ভিসা থেকে বি-২ ভিসায় পরিবর্তন করতে পারেন।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে আলোচনা কারে চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা শ্রেয়। সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

বিএনপির রূপরেখায় বদলে যাওয়ার ইঙ্গিত

এহ্সান মাহমুদ

প্রায় ১৬ বছর ক্ষমতার বাইরে থাকা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল নানা ঘাত-প্রতিঘাত, হামলা-মামলার শিকার হয়েও আগামী সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে যে রূপরেখা প্রকাশ করতে যাচ্ছে; তাতে যেন এক বদলে যাওয়া বিএনপিকে দেখা যাচ্ছে।

প্রায় ১৬ বছর ক্ষমতার বাইরে থাকা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল নানা ঘাত-প্রতিঘাত, হামলা-মামলার শিকার হয়েও আগামী সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে যে রূপরেখা প্রকাশ করতে যাচ্ছে; তাতে যেন এক বদলে যাওয়া বিএনপিকে দেখা যাচ্ছে। সমকালে বুধবার প্রকাশিত 'বিএনপির রূপরেখা চূড়ান্ত' শীর্ষক খবরে এমন আভাস স্পষ্ট- শীতের আগমনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রকৃতির মতো বিএনপিও শক্তি সঞ্চয় করতে চাইছে। এখনই মাঠ দখলের লড়াইয়ে শক্তি ক্ষয় করতে চাইছে না। গত ২২ আগস্ট থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর দেশের অন্তত ১৮টি জেলায় বিএনপির সভা-সমাবেশ ও নেতাকর্মীর বাড়িঘরে হামলা, কর্মী নিহত হওয়ার ঘটনার বিপরীতে কেন্দ্রীয় বিএনপির এ কর্মসূচি সেই সাক্ষ্যই দিচ্ছে।

বস্তুত দীর্ঘদিন ক্ষমতার বাইরে থাকা এবং চেয়ারপারসনের কারাদণ্ডের এতদিন পর বিএনপি সম্প্রতি যেভাবে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে; তা দলটির জনভিত্তি ও সাংগঠনিক সামর্থ্যকেই সামনে নিয়ে এসেছে। একই সঙ্গে 'নির্দলীয়-নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে আগামী দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন আদায়ে যুগপৎ আন্দোলন ও নির্বাচনোত্তর জবাবদিহি রাষ্ট্র-রূপান্তরমূলক কর্মসূচির রূপরেখা প্রায় চূড়ান্ত করেছে বিএনপি। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপের পারপ্রেক্ষিতে এ রূপরেখা প্রণয়ন করেছে তারা (সমকাল, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২২)। বিএনপির রূপরেখা প্রকাশের ঘোষণার পরদিন, ১৪ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশনও দ্বাদশ নির্বাচনের রূপরেখা ঘোষণা করেছে। এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে, ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে নির্বাচন অনুষ্ঠান হতে পারে। নির্বাচন সামনে রেখে বিএনপি ইতোমধ্যে সমমনা রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ঘরোয়া আলাপ করেছে। পাশাপাশি বিভিন্ন সভা-সমাবেশে দলটি যা বলে আসছে, তার সারকথা- দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে অংশ নেবে না তারা। দলটি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সরকারের সমালোচক ও আওয়ামী লীগবিরোধী দলগুলোকে অভিন্ন প্ল্যাটফর্মে নিয়ে একটি বৃহত্তর আন্দোলন দাঁড় করাতে।

সব মিলিয়ে, প্রতিষ্ঠার পর দীর্ঘতম সময় ক্ষমতার বাইরে থাকার পরও অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় এবারের বিএনপিকে গোছানো ও পরিপক্ষ মনে হচ্ছে। নেতাকর্মীর ওপর নির্যাতন-নিপীড়নের বিষয়টিও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সফলভাবে তুলে ধরতে পেরেছে মনে হয়। অন্তত আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সাম্প্রতিক বক্তব্য-বিবৃতি থেকে ধারণা করা যায়। আমরা দেখছি, মধ্য আগস্ট থেকে সারাদেশে কর্মসূচি চালিয়ে আসছে বিএনপি। এসব কর্মসূচি চলাকালে বিএনপির ৪৮টি সভা-সমাবেশে হামলা হয়েছে। এতে আহত হয়েছেন ১১০৯ বিএনপি কর্মী। মামলায় আসামি হয়েছেন প্রায় ২২ হাজার নেতাকর্মী। এই সময়ে ১৪৪ ধারা জারি করায় বিএনপি বিকল্প স্থানে সমাবেশ করেছে। এত হামলা-মামলা দিয়েও কর্মীদের দমিয়ে রাখা যায়নি। এতে বদলে যাওয়া বিএনপিকেই দেখা যাচ্ছে।

বদলে যাওয়া এই বিএনপি যে রূপরেখা প্রকাশ করতে যাচ্ছে, এর ভেতরের কিছু তথ্য বুধবার সমকালে প্রকাশিত খবরে পাওয়া যাচ্ছে। এতে রাষ্ট্রেরও রূপান্তর ঘটবে বলে প্রত্যাশা করছে দলটি। ওই রূপরেখায় রাষ্ট্রকাঠামো সংস্কারের লক্ষ্যে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনে জয়লাভের পর সংবিধানের সামগ্রিক পর্যালোচনায় সাংবিধানিক সংস্কার কমিশন গঠন; গণমানুষের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে জুডিশিয়াল কমিশন; সৎ সাংবাদিকতার পরিবেশ নিশ্চিত করতে মিডিয়া কমিশন; অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার কথা বলা হচ্ছে। এ ছাড়া নির্বাচনকালীন দলনিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন; প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ও সরকারের প্রধানমন্ত্রীর নির্বাহী ক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা; রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রের তিনটি বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যের সমন্বয়ের কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি স্বাধীন ও শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন গঠনের উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইন সংশোধন করার কথা রয়েছে। দুর্নীতি প্রতিরোধে সংবিধান অনুযায়ী ন্যায়পাল নিয়োগ; প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ; নবায়নযোগ্য জ্বালানি-নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন; স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে অধিকতর স্বাধীন ও শক্তিশালীরূপে গড়ে তোলার প্রস্তাবের কথা বলা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে নিবিড় জরিপের ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের একটি তালিকা প্রণয়ন এবং তাঁদের যথাযথ মর্যাদা ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি নিশ্চিতকরণ; জাতীয় সংসদে নারী আসন বৃদ্ধি করার ঘোষণাও বিবেচনায় রয়েছে। (সমকাল, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২২)। এখন রূপরেখা প্রণয়নের মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তিক বদলের যে ইঙ্গিত বিএনপি সামনে এনেছে; আগামীতে মাঠের লড়াইয়ে যুগপৎ অংশ নেওয়ার মধ্য দিয়ে সেই লক্ষ্যে কতটা সফল হতে পারবে, তার ওপরই নির্ভর করবে দলটির রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ। বিএনপি প্রায়ই বলে, দেশে গণতন্ত্রের সংকট চলছে। আবার ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগও বলে থাকে, বিএনপি গণতন্ত্রের পথে বাধা। কে গণতন্ত্রের বাধা; তা নির্ধারণের ভার দেশের জনগণের হাতে থাকবে- এতটুকু অন্তত আশা করতে চাই।

এ প্রসঙ্গে লেখক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমদকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন- 'পাকিস্তানের সংবিধান রচনার সময় আমি বলিয়াছিলাম, পাকিস্তানে ইসলাম রক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া গণতন্ত্র রক্ষার ব্যবস্থা করুন। গণতন্ত্রই ধর্মের গ্যারান্টি। বাংলাদেশের সংবিধান রচনার সময় বলিয়াছি, বাংলাদেশে সমাজবাদের কোনো বিপদ নাই, সব বিপদ গণতন্ত্রের। গণতন্ত্রকে অবমুক্ত করুন, সমাজবাদ এমনিতেই সুস্থ হইয়া যাইবে' (আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর)।

এখনকার বাংলাদেশের সমস্যাও একই। অর্থাৎ, গণতন্ত্র। গণতন্ত্রকে নিজের মতো চলতে দিতে হবে। এটা ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি দেশের জনসাধারণকেও অনুধাবন করতে হবে।

এহ্সান মাহমুদ: কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক



বর্তমান নীতিতে পরিস্থিতি সামলানো বড়ই কঠিন



সালেহউদ্দিন আহমেদ

আমাদের চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে প্রথমেই রয়েছে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ। তার পর বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ঠিক রাখা এবং বৈদেশিক মুদ্রার বাজারের অস্থিরতা দূর করা। এর সঙ্গে রয়েছে রপ্তানি ও রেমিট্যান্স বাড়ানোর চ্যালেঞ্জ। এ বিষয়গুলো শুধু বাংলাদেশ ব্যাংকের নয়; সরকারের অন্য অনেক প্রতিষ্ঠানের নীতি ও পদক্ষেপের সঙ্গে জড়িত। তাই বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি এবং এর সার্বিক নীতিমালা ও প্রুডেনশিয়াল নর্মস দিয়ে সমস্যাগুলোর সমাধান করা সম্ভব নয়। এ জন্য দরকার একটি সমন্বিত পদক্ষেপ এবং তা দ্রুত গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পাশাপাশি অর্থ মন্ত্রণালয় ও সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, যে কোনো নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে মনিটারি ট্রান্সমিশন মেকানিজমটি (পণ্যমূল্য ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মুদ্রানীতির প্রভাব প্রক্রিয়া) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কর্মদক্ষতার ওপর নির্ভর করে। এ ক্ষেত্রেও সামষ্টিক অর্থনীতির স্তর থেকে শুরু করে মধ্যস্তরে যারা আছে, যেমন বাজার, ব্যাংক, নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা হিসেবে বিডা ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এবং সবশেষে স্থানীয় প্রশাসনে তাদের ভূমিকা রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় না হলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া কঠিন। এ অবস্থায় আমাদের বিদ্যমান মুদ্রানীতি এবং এর প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনা করা দরকার। প্রথমেই আমি বলব, এখানে মুদ্রানীতির সঙ্গে রাজস্বনীতির একটি গভীর সংযোগ তৈরি করতে হবে। রাজস্বনীতিতে বাজেট ঘাটতি হয়। কোনো ক্ষেত্রে বরাদ্দ কমে যায়, কোথাও প্রণোদনা দিতে হয়। ফলে এটাকে মুদ্রানীতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হতে হবে। আবার মুদ্রানীতি যদি মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, তাহলে এর মাধ্যমে বাজারে অর্থের সরবরাহ কমাতে সার্বিক চাহিদা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু এর বিপরীতে যদি বড় বড় প্রকল্প দাঁড় করানো হয়; সরকারিভাবে বড় আকারের আমদানি অব্যাহত থাকে এবং সরকারি খাতে বড় আকারে বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন হয়, তাহলে তা মুদ্রানীতির জন্য বিপরীতমুখী পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য হয়।

ব্যাংক খাতে নানা রকম অনিয়ম রয়েছে। এখানে দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির অভাব রয়েছে। ইদানীং একটি ভালো জিনিস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ব্যাংকিং সেক্টরে সুশাসন ফিরিয়ে আনা এবং মনিটরিং জোরদার করার ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক তৎপর। তবে প্রক্রিয়াটি নিয়ে প্রশ্নও আছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ১০টি ব্যাংকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ ছাড়া ছয়টি ব্যাংকের এমডির কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে; কয়েকটি ব্যাংকের ফান্ড ম্যানেজারকে প্রত্যাহার করার উদ্যোগ দেখা গেছে। সমস্যা হচ্ছে, এ রকম বিচ্ছিন্নভাবে কিছু করলে সার্বিক অবস্থার উন্নতি হয় না।

এ অবস্থায় সার্বিকভাবে আমি গুরুত্ব দিতে চাই প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ওপর, যাতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কাঠামোগতভাবে শক্তিশালী করা যায়। সংস্কার বলতে আমি আইনগতভাবে ব্যাপক পরিবর্তনের কথা বলছি না। তবে আইনের ক্ষেত্রে কিছু ধারা অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে। যেমন ব্যাংকের পরিচালনায় একই পরিবারের পাঁচজন সদস্য থাকতে পারেন এবং তাঁরা চাইলে ৯ বছর পর্যন্ত থাকতে পারবেন। এ ছাড়া ঋণের প্রভিশনিং ও পুনঃতপশিলি করার মতো কিছু নীতি রয়েছে। এগুলোতে হাত দিতে হবে। কারণ এগুলো উল্টো ফল দিচ্ছে। ব্যাংকে অনেক আগে থেকেই, বিশেষ করে আশির দশক থেকে শুরু করে নব্বইয়ের দশকে বারবার সংস্কার ও পরিবর্তন আনা হয়েছে। নীতিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। এগুলো মোটামুটি ঠিক ছিল। এর পরও কিছু ব্যাংক সমস্যার মধ্য দিয়েই গেছে। এখন বহু ব্যাংকেই সমস্যা ছড়িয়ে পড়ছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ তৎপরতা প্রয়োজন।

এই মুহূর্তে আমাদের রিজার্ভ মুদ্রা ডলারের দাম বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রকম দেখা যায়। সরকারিভাবে প্রতি ডলারের দাম ৯৫ টাকা। আবার ব্যাংকাররা বাজার থেকে অর্থাৎ এক্সচেঞ্জ হাউসগুলো থেকে নির্ধারিত হারের চেয়ে বেশি দামে ১০৫ বা ১০৬ টাকা দিয়ে ডলার ক্রয় করছে। কারণ প্রবাসীরা কম দামে ডলার পাঠাতে চান না। তাই তাঁরা হুন্ডির দিকে ঝুঁকছেন। অন্যদিকে ব্যাংকগুলো যখন রপ্তানি নগদায়ন করে, তখন তাদের ১০২ বা ১০৩ টাকা দিতে হচ্ছে।

আমাদের বর্তমানের বড় সমস্যা হচ্ছে মূল্যস্ফীতি এবং তা নিয়ন্ত্রণে সবাইকে তৎপর হতে হবে। মূল্যস্ফীতি অনেকটাই সরবরাহজনিত বিষয়। আমাদের সরবরাহ চেইনের বড় উৎস আমদানি। বাইরে কোনো পরিস্থিতিতে পণ্যমূল্য বেড়ে গেলে কিংবা সরবরাহে বিঘ্ন ঘটলে আমাদের এখানে তার বেশ বড় প্রভাব পড়ে। আবার অভ্যন্তরীণ কিছু দুর্বলতা ও অনিয়মের কারণে প্রভাবটা কয়েক গুণ বেড়ে যায়। এটাকে আমরা বলি ইমপোর্টেড ইনফ্লেশন। এর প্রতিফলন বাজারে পড়ে। এর পর দেশের ভেতরে বড় বড় শিল্পগোষ্ঠী, ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এবং বড় বড় আড়তদার ও পরিবেশক কীভাবে বাজারে প্রভাব বিস্তার করে, সেদিকেও নজর দিতে হবে। এদিকটায় বরাবরই নজর কম দেওয়া হয়। মূল্যস্ফীতির ক্ষেত্রে আমাদের চালের দামের দিকে সবচেয়ে বেশি নজর দিতে হবে। এটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতেই হবে। চাল আমাদের ভোগের প্রধান অংশ। তাই চালের দাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি নিয়ন্ত্রণ করতে হলে প্রথমেই নজর দিতে হবে কৃষিতে। এ খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রযুক্তির উন্নয়ন ও সহজলভ্যতা; সর্বোপরি প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে হবে। এ খাতে আগের চেয়ে প্রণোদনা কমেছে। এটিকে আরও বাড়াতে হবে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকাও রয়েছে।

এখন আসা যাক বৈদেশিক মুদ্রা প্রসঙ্গে। এই মুহূর্তে আমাদের রিজার্ভ মুদ্রা ডলারের দাম বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রকম দেখা যায়। সরকারিভাবে প্রতি ডলারের দাম ৯৫ টাকা। আবার ব্যাংকাররা বাজার থেকে অর্থাৎ এক্সচেঞ্জ হাউসগুলো থেকে নির্ধারিত হারের চেয়ে বেশি দামে ১০৫ বা ১০৬ টাকা দিয়ে ডলার ক্রয় করছে। কারণ প্রবাসীরা কম দামে ডলার পাঠাতে চান না। তাই তাঁরা হুন্ডির দিকে ঝুঁকছেন। অন্যদিকে ব্যাংকগুলো যখন রপ্তানি নগদায়ন করে, তখন তাদের ১০২ বা ১০৩ টাকা দিতে হচ্ছে। আর কার্ব মার্কেটে ডলার ১১০-১১২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, যা এক সময় ১২০ টাকা পর্যন্ত উঠেছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, এগুলো নিয়ন্ত্রণ করা যায় কীভাবে? নীতিনির্ধারকরা বলছেন, আগামী দুই-তিন মাসের মধ্যে পরিস্থিতি ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু বর্তমান নীতিতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা কঠিন হবে। তাই নীতিগুলোকে আরও যৌক্তিক করতে হবে।

এ অবস্থায় বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ বাড়ানোর বিষয়ে বিশেষ জোর দিতে হবে। এর মধ্যে তৈরি পোশাক রপ্তানি বাড়ানোর চেষ্টা আছে। কিন্তু এতে কতটা সাফল্য পাওয়া যাবে তা-ও ভাবতে হবে। তাই সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) ও পোর্টফোলিও বিনিয়োগ কীভাবে বাড়ানো যায় সে জায়গায় কাজ করতে হবে। এ বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংকের একার দায়িত্ব নয়। এখানে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে।

অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রথাগত ভূমি অধিকার হরণ ও প্রান্তজনের বিপদ

কল্লোল মোস্তফা

বান্দরবানের লামা উপজেলার সরই ইউনিয়নের ম্রো ও ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী তাদের শেষ অবলম্বন ৪শ একর ভূমি হারানোর ঝুঁকিতে পড়েছে। এই ভূমি রক্ষার দাবিতে গঠিত 'লামা সরই ভূমি রক্ষা সংগ্রাম কমিটি' অভিযোগ করেছে- লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ নামে একটি কোম্পানি স্থানীয় ওই জমি জবরদখল করতে চাচ্ছে। অথচ লাংকমপাড়া (ম্রো কারবারি), জয় চন্দ্রপাড়া (ত্রিপুরা) ও রেংয়েনপাড়ার (ম্রো) ৩৯টি পরিবার সেখানে বংশপরম্পরায় বসবাস ও ভোগদখল করে আসছে। প্রকৃতপক্ষে লামার বিস্তীর্ণ এলাকার ভূমি ম্রো ও ত্রিপুরাদেরই ছিল। সেখানে তারা জুম চাষের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত। আর জুম চাষের বৈশিষ্ট্যই এমন- এর জন্য স্থায়ী ব্যক্তিগত ভূমি মালিকানার প্রয়োজন পড়ে না। কোনো একটি পাড়ার আওতায় থাকা জুম চাষের জমি বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে অস্থায়ীভাবে বরাদ্দ দেওয়া হয় এবং টানা দু-তিন বছর চাষাবাদের পর উর্বরতা পুনরুদ্ধারে সেই জমি কয়েক বছরের জন্য ফেলে রাখতে হয়। এভাবে কয়েক বছর পরপর পাড়ার জুম চাষের জন্য নির্ধারিত জায়গা এবং প্রতিটি পরিবারের জুমের ক্ষেতও বদলে যেতে থাকে। কিন্তু পাহাড়িদের প্রথাগত ভূমি অধিকার অগ্রাহ্য করে গত শতকের '৮০-৯০ দশকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এসব জমি বাণিজ্যিক প্লান্টেশনের জন্য বহিরাগতদের লিজ দেওয়া হয়। এতে ওই জুম ভূমি থেকে একদিকে ম্রো ও ত্রিপুরার লোকজন উচ্ছেদ হতে থাকে। অন্যদিকে রাবার, টিক ইত্যাদির মনোকালচার প্লান্টেশনের প্রভাবে জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হতে থাকে।

এই ধারাবাহিকতায় লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজের নামে ডলুছড়ি ও সরাই মৌজার মোট ১ হাজার ৬০০ একর জমি লিজ দেওয়া হয়। লামা সরই ভূমি রক্ষা সংগ্রাম কমিটির অভিযোগ, লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ বাস্তবে ৩ হাজার একরেরও বেশি জমিতে রাবার বাগান করেছে। এখন যে ৪০০ একর জমি থেকে ম্রো ও ত্রিপুরাদের উচ্ছেদ করতে চাচ্ছে; সেটিও লিজের আওতার বাইরের জমি। ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, জমি থেকে উচ্ছেদ করতে গত এপ্রিল মাসে তাদের বাগানে লাগানো বিভিন্ন ফলদ চারা যেমন- আনারস, বরই, আম, জাম, কাঁঠাল গাছ, বাঁশবাগানসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছ কেটে দেওয়া হয় এবং জমিতে আগুন দিয়ে ফসল ধ্বংস করে তাদের খাদ্য সংকটের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়। জুম ভূমিতে অগ্নিসংযোগের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বান্দরবান জেলা পরিষদের পরিদর্শন কমিটির গত ১৯ মে দেওয়া প্রতিবেদন অনুসারে, ওই ৪শ একর জমি যদি ১৯৯৬ সালে দেওয়া লিজের আওতায় পড়েও থাকে; ৫ বছরের মধ্যে রাবার বাগান সৃজনের শর্ত ভঙ্গের কারণে সেখানে লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজের আইনগত অধিকার এখন আর নেই। যে কারণে পরিদর্শন কমিটির প্রতিবেদনে লিজ বাতিলের সুপারিশ করা হয়েছিল। মে মাসের সেই সুপারিশ আজও বাস্তবায়ন হয়নি। ভূমি দখলের উদ্দেশ্যে লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজের অপতৎপরতাও বন্ধ হয়নি। বরং জুলাই মাসে ভূমি রক্ষা কমিটির ওপর সন্ত্রাসী হামলা এবং আগস্ট মাসে ষড়যন্ত্রমূলক মামলা করা হয়। সর্বশেষ গত ৬ সেপ্টেম্বর মাছ শিকারের নামে সরই ইউনিয়নের রেংয়েনপাড়ার বাসিন্দাদের সুপেয় পানির প্রধান উৎস কালাইয়া ঝিরিতে কীটনাশক ছিটানো হয়। বুঝতে অসুবিধা হয় না, এসব কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য, সেখানে বসবাসরতদের জমি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করা।

দুই.

ভূমির অধিকার হারাতে হারাতে দেশের উত্তরাঞ্চলের সাঁওতাল জনগোষ্ঠীরও অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। তাদেরও ঐতিহ্যবাহী যৌথ মালিকানা ব্যবস্থা; জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার কাগজপত্র থাকে না। কাগজপত্র থাকলেও জালিয়াতি ও প্রতারণার মাধ্যমে প্রভাবশালীরা সেই জমি আত্মসাৎ করে। যেমন গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার সাহেবগঞ্জ-বাগদা ফার্ম এলাকার সাঁওতালদের ভূমি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার হুকুমদখল করেছিল রংপুর চিনিকলের আখ চাষের জন্য। শর্ত ছিল, আখ চাষ না হলে জমি ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু সেই জমিতে আখ চাষ বন্ধ হয়ে গেলেও শর্তমতে জমি ফিরিয়ে না দিয়ে সেখানে ইপিজেড নির্মাণের তৎপরতা চলছে। আরও উদাহরণ আছে। সম্প্রতি 'সাঁওতালদের জমি ও জীবনরক্ষা আন্দোলন' এক সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করে, দিনাজপুর-৬ আসনের সংসদ সদস্য ও তাঁর চাচা 'স্বপ্নপুরী' নামে বিনোদন কেন্দ্রের জন্য সাঁওতালদের ভূমি দখল করছেন। প্রায় ৩০০

ভূমির অধিকার হারাতে হারাতে দেশের উত্তরাঞ্চলের সাঁওতাল জনগোষ্ঠীরও অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। তাদেরও ঐতিহ্যবাহী যৌথ মালিকানা ব্যবস্থা; জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার কাগজপত্র থাকে না। কাগজপত্র থাকলেও জালিয়াতি ও প্রতারণার মাধ্যমে প্রভাবশালীরা সেই জমি আত্মসাৎ করে। যেমন গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার সাহেবগঞ্জ-বাগদা ফার্ম এলাকার সাঁওতালদের ভূমি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার হুকুমদখল করেছিল রংপুর চিনিকলের আখ চাষের জন্য।

একর ওই জমিতে সাঁওতাল ও মাহালি সম্প্রদায়ের তিনটি কবরস্থানও আছে।

তিন.

মধুপুর বনের ৪৪টি গ্রামে ২০১৭-১৮ পর্যায়ে বেসরকারি সংগঠন সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) পরিচালিত এক জরিপ অনুসারে, মধুপুর বনে কয়েকশ বছর ধরে বাস করলেও ৯৬ শতাংশ মান্দি বা গারোরই ভূসম্পত্তির কোনো দলিল নেই। বন বিভাগ কিংবা রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশেরও জন্মের বহু আগে থেকে গারো-কোচ-বর্মণ জনগোষ্ঠী মধুপুর অঞ্চলে বসবাস করছে। তাদের মধ্যে প্রচলিত প্রথাগত ভূমি অধিকারের আইনি স্বীকৃতি না থাকার অজুহাতে বন বিভাগ তাদের বসবাস ও চাষাবাদ ভূমিকে 'সংরক্ষিত বনাঞ্চল' ঘোষণা করে। তারা এখন নিজভূমেই বহিরাগত বা অবৈধ দখলদার হিসেবে চিহ্নিত। সম্প্রতি বন বিভাগ মধুপুরে চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে কৃত্রিম লেক খননের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরিহাসের বিষয়, এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে 'স্থানীয় ও ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর সহায়তায় মধুপুর জাতীয় উদ্যানের ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনা'। প্রকল্পের জমিতে গারো জনগোষ্ঠীর ১৩টি পরিবারের কাছে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ওই জমির খাজনার কাগজপত্র থাকলেও এসবের কোনো মূল্য নেই। বন বিভাগ সেখানে 'সংরক্ষিত বনাঞ্চল' লেখা সাইনবোর্ড টাঙিয়ে সবার প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। তিন ফসলি জমিতে কৃত্রিম লেক খননের কর্মকাণ্ড স্পষ্টতই স্থানীয় আদিবাসীর জীবন-জীবিকার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং পরিবেশের ওপরেও ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে।

চার.

ওপরের তিনটি ঘটনার স্থান-কাল-পাত্র ভিন্ন হলেও কিছু সাধারণ যোগসূত্র রয়েছে- প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভুক্তভোগীরা প্রান্তিক, দরিদ্র ও অবাঙালি নৃগোষ্ঠীর সদস্য। তাদের প্রথাগত ভূমি অধিকারের আইনি স্বীকৃতি না থাকার সুযোগ বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাগজপত্র থাকলেও জালিয়াতি ও প্রতারণার মাধ্যমে ভূমি দখল করা হচ্ছে। শুধু বান্দরবানের লামা, দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ বা মধুপুর বনাঞ্চলই নয়; দেশে এমন আরও এলাকা রয়েছে, যেখানে প্রান্তিক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী বংশপরম্পরায় বসবাস ও চাষাবাদ করে এলেও তাদের কাছে ভোগদখলি জমির 'আইনি মালিকানা' নেই। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কখনও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, কখনও প্রভাবশালী ব্যক্তি বা বেসরকারি কোম্পানি সেসব জমি দখলের অপতৎপরতা চালায়। মালিকানার কাগজপত্র থাকলেও জালিয়াতি বা বল প্রয়োগে উচ্ছেদের তৎপরতা চলে। তখন ভুক্তভোগীরা প্রশাসনের কাছ থেকে কোনো সহায়তা পায় না। প্রশাসন অনেক ক্ষেত্রে বরং উচ্ছেদেই সহায়তা করে থাকে। আলোচ্য ভুক্তভোগীদের বসবাস ও চাষাবাদের জমির অধিকার সরকারকেই নিশ্চিত করতে হবে। প্রথাগতভাবে ব্যবহার হওয়া এসব জমিতে ভবিষ্যতেও বাণিজ্যিক ও 'উন্নয়ন' প্রকল্প, ইজারার উদ্যোগ নেওয়া যাবে না। সেই সঙ্গে বাংলাদেশে প্রথাগতভাবে যৌথ মালিকানা ব্যবস্থায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক ভূমি অধিকারের আইনি স্বীকৃতি দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

লেখক, প্রকৌশলী, নির্বাহী সম্পাদক, সর্বজনকথা

হঠকারিতা বিপর্যয় ডেকে আনবে

আবুল কালাম মানিক

সম্প্রতি শ্রীলঙ্কায় সফল গণআন্দোলন হয়েছে। পাঁচ মাসব্যাপী তুমুল গণবিক্ষোভে নির্বাচিত সরকারের পতন হয়েছে। প্রেসিডেন্ট দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে বিক্ষুব্ধ জনগণ। প্রতিবাদকারীরা ১৪৪ ধারা ও কারফিউ অমান্য করে রাজপথ দখলে নেয়। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন, সংসদ ভবন, রাষ্ট্রপতি ভবনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় হামলা চালায়। এমনকি নিরাপত্তা বাহিনীর অস্ত্রও ছিনিয়ে নেয় কেউ কেউ। কিন্তু শ্রীলঙ্কা পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী খুব দক্ষতা ও ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি সামাল দেয়। বিক্ষোভকারীদের প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে সীমিত শক্তি প্রয়োগ করে। এ সময়ে মাত্র একজন বিক্ষোভকারী নিক্ষিপ্ত কাঁদানো গ্যাসে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়। আহত হয় ৮৪ জন। দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে মাত্র দেড় মাসে বিনা প্ররোচনায় পুলিশের গুলিতে তিন তিনটি তাজা প্রাণ ঝরে পড়েছে, আহত হয়েছে কয়েক শ' বিক্ষোভকারী।

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদে ভোলায় আহূত মিছিলে পুলিশের গুলিতে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা আব্দুর রহিম ও ছাত্রদল নেতা নূরে আলম নিহত হওয়ার রেশ কাটতে না কাটতেই বিগত ১ সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর শোভাযাত্রায় গুলি করে যুবদল কর্মী শাওন প্রধানকে হত্যা করা হয়। প্রধান বিরোধী দলের প্রতিবাদ কর্মসূচিতে হামলার ঘটনায় এ পর্যন্ত ৬০টি মামলায় ২৪ হাজার লোককে আসামি করা হয়েছে এবং পুলিশ তাদের বাড়িঘরে হানা দিচ্ছে। আসামিরা ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এই পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে অতীব ভয়ঙ্কর, উদ্বেগজনক ও হতাশাব্যঞ্জক।

জ্বালানি তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং ভোলায় পুলিশের গুলিতে ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের দুই নেতা নিহতের প্রতিবাদে বিগত ২২ আগস্ট ১০ দিনের প্রতিবাদ কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল বিএনপি। রাজধানী ঢাকায় কর্মসূচি শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হলেও, দেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ ও সরকারি দল আওয়ামী লীগের কর্মীরা বিএনপির সমাবেশ ও প্রতিবাদ মিছিলে হামলা চালায়। পুলিশ ও আওয়ামী লীগের হামলার ভয়াবহতার চিত্র ফুটে ওঠেছে বিগত ৪ সেপ্টেম্বর প্রথম আলোর প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত তিনটি প্রতিবেদনে। এসব প্রতিবেদন থেকে বোঝা যাচ্ছে, সরকারি দল, মাঠ প্রশাসন ও পুলিশ একাট্টা হয়ে প্রধান বিরোধী দল বিএনপিকে কোনঠাসা করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত এ সম্পর্কিত সংবাদের শিরোনামগুলোই পরিস্থিতি উপলব্ধি করার জন্য যথেষ্ট। 'পুলিশ-আ'লীগ আতঙ্কে নারায়ণগঞ্জ বিএনপি,' 'বিএনপির কর্মসূচি ঘিরে হামলা-সংঘর্ষ চলছেই', 'ঢাকায় বিরোধী দলের পাড়া-মহল্লার নেতাদের তালিকা করছে পুলিশ।'

জ্বালানি তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং ভোলায় পুলিশের গুলিতে ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের দুই নেতা নিহতের প্রতিবাদে বিগত ২২ আগস্ট ১০ দিনের প্রতিবাদ কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল বিএনপি। রাজধানী ঢাকায় কর্মসূচি শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হলেও, দেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ ও সরকারি দল আওয়ামী লীগের কর্মীরা বিএনপির সমাবেশ ও প্রতিবাদ মিছিলে হামলা চালায়।

প্রতিবেদনে পুলিশের গ্রেফতার আতঙ্ক এবং আওয়ামী লীগ কর্মীদের হামলার ভয়ে নারায়ণগঞ্জে বিএনপি নেতা-কর্মীদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। আতঙ্কগ্রস্ত এক ছাত্রদল নেতা বলেছেন, 'আমাদের কর্মীদের হত্যার পর আমাদেরই মামলার আসামি করা হয়- ইতিহাসে এটা বিরল ঘটনা। আমরা এখন বাড়িতে থাকতে পারি না।' বিরোধী দলের নেতাদের অভিযোগ, নেতা-কর্মীদের ধরপাকড় এবং মামলার আসামি করার জন্য নির্বাচনের আগে পুলিশ তালিকা করছে।

বিরাজমান সামষ্টিক অর্থনীতির অস্থিরতায় জনজীবনে সৃষ্ট চরম দুর্ভোগের প্রেক্ষাপটে জ্বালানি তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে আহূত বিরোধী দলগুলোর প্রতিবাদ সমাবেশ ও কর্মসূচির যৌক্তিকতা মেনে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কতগুলো ব্যতিক্রমধর্মী নির্দেশনা জারি করেছিলেন। প্রধান বিরোধী দল বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরও নেতাকর্মীদের প্রচণ্ড চাপ উপেক্ষা করে হরতালের মতো কঠিন কর্মসূচি ঘোষণা থেকে বিরত ছিলেন। কিন্তু তারপরও অনাকাঙ্ক্ষিত রক্তপাতের ঘটনা ঘটে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার তোয়াক্কা না করে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ মিছিল ও শোভাযাত্রার ওপর গুলিবর্ষণ সম্প্রতি ঢাকা সফররত জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকারসংক্রান্ত সর্বোচ্চ কর্মকর্তা মিশেল ব্যাশেলেতের উদ্ধৃতির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি বাংলাদেশে পুলিশের অতিরিক্ত বল প্রয়োগের বিষয়টি উল্লেখ করে তাদের প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করেছিলেন। কিন্তু মাঠের রাজনীতিতে শান্তিপূর্ণ পন্থায় বিরোধী দলের কর্মসূচি সামাল দেয়ার ক্ষেত্রে তার কিছুই প্রতিফলিত হচ্ছে না। রাজনৈতিক সঙ্কট অতীতের রক্তাক্ত পথে ধাবিত হওয়ার আলামত ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে। সাম্প্রতিক সহিংস ঘটনা প্রবাহে প্রমাণ হয়েছে, সংলাপ-সমঝোতার মাধ্যমে সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান সুদূর পরাহত। (বাকি অংশ ১৪ পাতায়)

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS
6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
5 Hours Class Certificate
Road Lesson Local & H.Way
Road Test Appointment
Car for Road Test
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
সিটিজেনশীপ ফ্যামিলি পিটিশন NVC Case প্রসেসিং
স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এফিডেভিট অব সাপোর্ট
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

এই হিংসাশ্রয়ী রাজনীতির শেষ কোথায়

মো. জাকির হোসেন

বিশ্বের অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও আওয়ামী লীগ ও বিএনপিকে কেন্দ্র করে দ্বিদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, অনেক দেশেই দ্বিদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা গণতান্ত্রিকব্যবস্থার গোড়াপত্তন ও এর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। কিন্তু বাংলাদেশের দ্বিদলীয় ব্যবস্থা গণতন্ত্রের জন্য অভিশাপ না হলেও আশীর্বাদ হয়ে উঠতে পারেনি। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বৈশ্বিক সংকটের কারণে দেশে দেশে মূল্যস্ফীতিসহ ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে।

বেশির ভাগ দেশেই সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলো একাট্টা হয়ে এই সংকট মোকাবেলায় সম্মিলিতভাবে চেষ্টা চালাচ্ছে। আর বাংলাদেশে বিএনপির নেতৃত্বে কিছু রাজনৈতিক দল এই মহাসংকটকালে সরকার পতনের আন্দোলনে নেমেছে। অন্যদিকে দুই দলের রাজনৈতিক বিরোধের কারণে কিছু অভিবাসীকে দিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরকারের সমালোচনার নামে এমন আপত্তিকর কাজ করানো হচ্ছে, যা বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকেও মারাত্মকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করছে।

দেশে দেশে রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিরোধ স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু আমাদের বড় দুটি দলের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক স্বাভাবিক রাজনৈতিক বিরোধ নয়, এটি রীতিমতো জিঘাংসা। কী বিষয়কে কেন্দ্র করে এই প্রতিহিংসা? এই প্রতিহিংসার শেষ কোথায়? কত দিন লাগবে এই হিংসাশ্রয়ী রাজনীতির অবসান হতে? আদৌ এই প্রতিহিংসার অবসান সম্ভব কি? এসব প্রশ্নের সমাধান নির্বাচনের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বিভক্তির সুযোগ নিয়ে রাষ্ট্রের বিভিন্ন পক্ষ নানা নাজায়েজ সুবিধা ভোগ করছে। রাষ্ট্রের সম্পদ লুটপাটের মচ্ছবে লিপ্ত হয়েছে। দুর্নীতি, অর্থপাচার বেসামাল পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। শিক্ষাব্যবস্থায়ও মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব লক্ষণীয়। দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে ভয়ংকর বিরোধ রাষ্ট্র, সমাজ, রাজনীতি, নির্বাচন, শিক্ষা, মানবাধিকার, সুশাসন, পররাষ্ট্রনীতি, সার্বভৌমত্ব–সব কিছুর ওপর মারাত্মক অভিঘাত সৃষ্টি করেছে।

কী নিয়ে এই ভয়ংকর বিরোধ, এই প্রশ্নের উত্তরে মোটাদাগে বলতে গেলে–এক. বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যাকাণ্ড ও এই হত্যার বিচার বন্ধে ইনডেমনিটি আইন প্রণয়নে জিয়ার সম্পৃক্ততা এবং জিয়ার মৃত্যুর পর বিএনপি কর্তৃক জিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ। দুই. বিএনপি মুখে মুক্তিযুদ্ধের কথা বললেও প্রকৃতপক্ষে তারা মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশে বিশ্বাসী নয়। তিন. বিএনপি ক্ষমতায় গেলে দেশ আবারও পাকিস্তানি ভাবধারায় পরিচালিত হবে। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ নির্বাসিত হবে। চার. মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগকে নিশ্চিহ্ন করতে জঙ্গি ও রাষ্ট্রযন্ত্র এক হয়ে কাজ করেছে। ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলার মতো ঘটনা ঘটেছে। সুযোগ পেলে বিএনপি আবারও এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে পারে এমন আশঙ্কা। পাঁচ. বিএনপির পক্ষ থেকে অভিযোগ, আওয়ামী লীগ ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র কায়েম করেছে। তাদের অনেক নেতাকর্মী গুমের শিকার হয়েছে। পুলিশ ও আমলাতন্ত্রকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে।

কোনো কোনো অসুখের তীব্রতা যেমন বিশেষ বিশেষ সময়ে বৃদ্ধি পায়, তেমনি আমাদের প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিরোধও নির্বাচন এলে বেড়ে যায়। বিবদমান দুই রাজনৈতিক পক্ষের মধ্যে আপসের জন্য দেশের সুধীজনের প্রচেষ্টার পাশাপাশি ১৯৯৪ সালে কমনওয়েলথ মহাসচিবের বিশেষ দূত অস্ট্রেলিয়ার সাবেক গভর্নর জেনারেল স্যার নিনিয়ান স্টিফেন ও ২০১৩ সালে জাতিসংঘের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অস্কার ফার্নান্দেজ তারানকো বাংলাদেশে এসেছিলেন। তাঁরাও সফল হননি।

বিরোধের কারণগুলোতে মনোযোগ না দিয়ে শুধু নির্বাচনকালীন দাওয়াই দিয়ে হিংসাশ্রয়ী রাজনীতির অবসান সম্ভব নয়। বঙ্গবন্ধু হত্যার সঙ্গে জিয়ার সম্পৃক্ততা আওয়ামী লীগের সন্দেহ বা অনুমান নয়। খুনি ফারুক ও রশিদ জিয়ার জীবদ্দশায় বঙ্গবন্ধু হত্যায় জিয়ার সম্পৃক্ততার কথা একাধিকবার উল্লেখ করেছেন, যা ১৯৭৬ সালের ২১ এপ্রিল লন্ডনের দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকায়, ওই বছরেরই ৩০ মে দ্য সান ডে টাইমসে এবং ১৯৭৬ সালের আগস্ট মাসে সাংবাদিক অ্যান্থনি মাসকারেনহাসের আই-টিভির 'ডড়ৎষফ রহ অপঃরড়হ' প্রগ্রামে খুনি রশিদ ও ফারুকের সাক্ষাৎকারে প্রকাশিত হয়। জিয়া তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অসত্য হলে কেন খুনি ফারুক ও রশিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলেন না? অভিযোগ অস্বীকার করে কোনো বিবৃতি কেন দিলেন না? তিনি তো একাধারে প্রেসিডেন্ট ও সেনাপ্রধান হিসেবে অত্যন্ত ক্ষমতাধর ছিলেন। খুনিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দূরে থাক, অন্য কেউ যাতে ব্যবস্থা নিতে না পারে সে জন্য দায়মুক্তিকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করে পাকাপোক্ত করেছেন। খুনি ফারুক-রশিদ জিয়ার বিরুদ্ধে খুনের মিথ্যা অভিযোগ করা সত্ত্বেও মিথ্যা অভিযোগকারীদের তিনি দূতাবাসে চাকরির পদোন্নতি কেন দিলেন? সেনাবাহিনীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য সেক্টর কমান্ডার কর্নেল তাহেরসহ (অব.) অনেকের বিচার করা সম্ভব হলো। তাহেরকে ফাঁসিতে ঝোলানো হলো। জিয়ার শাসনামলে অভ্যুত্থানের জন্য সেনা ও বিমানবাহিনীর অসংখ্য সদস্যকে মৃত্যুদণ্ড ও কারাদণ্ড দেওয়া হলো, অথচ একই সেনাবাহিনীর সদস্য বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচার কেন সম্ভব হলো না?

কী নিয়ে এই ভয়ংকর বিরোধ, এই প্রশ্নের উত্তরে মোটাদাগে বলতে গেলে–এক. বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যাকাণ্ড ও এই হত্যার বিচার বন্ধে ইনডেমনিটি আইন প্রণয়নে জিয়ার সম্পৃক্ততা এবং জিয়ার মৃত্যুর পর বিএনপি কর্তৃক জিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ। দুই. বিএনপি মুখে মুক্তিযুদ্ধের কথা বললেও প্রকৃতপক্ষে তারা মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশে বিশ্বাসী নয়। তিন. বিএনপি ক্ষমতায় গেলে দেশ আবারও পাকিস্তানি ভাবধারায় পরিচালিত হবে।

হত্যাকারী ও হত্যার শিকার ব্যক্তিদের স্বজনদের সহাবস্থান স্বাভাবিক ঘটনা নয়। তার পরও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে বঙ্গবন্ধুকন্যা রাজনৈতিক শিষ্টাচার হিসেবে সহাবস্থান মেনে নিয়েছেন। এরশাদবিরোধী আন্দোলনে বিএনপির সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলন করেছেন। তারেক জিয়ার বিয়েতে গেছেন, আরাফাত রহমান কোকোর মৃত্যুর পর সমবেদনা জানাতে বিএনপি নেত্রীর বাসভবনে গেছেন, যদিও তাঁকে বাসায় ঢুকতে দেওয়া হয়নি। একাধিকবার খালেদা জিয়ার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। বৈরিতার কিছুটা প্রশমন দৃশ্যমান হয়ে আসছিল। কিন্তু রাষ্ট্র ও জঙ্গিদের যৌথ প্রযোজনায় ২১ আগস্ট নরমেধ যজ্ঞের পর আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির সহাবস্থানের রাজনীতিতে আবারও একটি ভয়ংকর অবিশ্বাস ও আস্থাহীনতার বিভক্তিরেখা তৈরি হলো।

২১ আগস্ট বিএনপি-জামায়াত জোটের নির্দেশে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনাকে হত্যা এবং আওয়ামী লীগকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে গ্রেনেড হামলার পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে তা সহজে সেরে ওঠার নয়। রাজনীতি, গণতন্ত্র, স্বাধীন মত প্রকাশ, মানবাধিকার, সুশাসন, নির্বাচন–সব কিছুতেই ২১ আগস্টের অভিঘাত স্পষ্ট। তার পরও আশাবাদ এই যে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পরও যেমন বঙ্গবন্ধুকন্যার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের পক্ষে রাজনৈতিক সহাবস্থান সম্ভব হয়েছে, তেমনি ২১ আগস্ট নরমেধ যজ্ঞের পরও রাষ্ট্র ও জনগণের প্রয়োজনে রাজনৈতিক সহাবস্থানের পরিবেশ তৈরি করতেই হবে। এ ক্ষেত্রে দায় বিএনপির, বিএনপিকেই এগিয়ে আসতে হবে। কিন্তু তা না করে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার ১৮ বছর পরও যদি এ জন্য আওয়ামী লীগকে দায়ী করে বিএনপি বক্তৃতা-বিবৃতি অব্যাহত রাখে, তাহলে বিরোধের অবসান কিভাবে হবে? বিএনপির বিরুদ্ধে একটি গুরুতর অভিযোগ হচ্ছে, মুখে মুক্তিযুদ্ধের কথা বললেও প্রকৃতপক্ষে বিএনপি মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশে বিশ্বাসী নয়। কোনো মতাদর্শে বিশ্বাসী হতে হলে কিছু শর্তপালন আবশ্যিক। অন্যথায় তিনি সেই মতবাদে বিশ্বাসী বলার কোনো সুযোগ নেই। যেমন–ক-মিউনিজমের রাজনীতি কখনোই ধর্মাশ্রয়ী হতে পারে না। আবার ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ স্রষ্টায় অবিশ্বাসী হতে পারে না। মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশে বিশ্বাসী হতে হলে সেই বিশ্বাসের কিছু প্রতিফলন অবশ্যই থাকতে হবে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আকাশ থেকে টুপ করে পড়েনি। বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী নেতৃত্ব, দীর্ঘ সময় ও অসংখ্য মানুষের সীমাহীন ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ। স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টিতে অনেক মাইলস্টোন রয়েছে–যে পথ বেয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৮ সালের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা, ১০ এপ্রিল স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র তথা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন সংবিধান প্রণয়ন, ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণ এবং ৯ মাসব্যাপী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। এই মাইলস্টোনের সব কটিতেই রয়েছে বঙ্গবন্ধুর ওতপ্রোত সম্পৃক্ততা। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ইতিহাসের এই সব বাঁকবদল আমাদের নিরন্তর অনুপ্রেরণার উৎস। এর কোনোটিকে অস্বীকার করে বাংলাদেশে বিশ্বাসী হওয়া যায় না। ২৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা ও সশস্ত্র যুদ্ধে জেড ফোর্সের নেতৃত্ব দেওয়া ছাড়া ৫২, ৫৪, ৬২, ৬৬, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১-এর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা, ১০ এপ্রিল স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র তথা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন সংবিধান প্রণয়ন, ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণ–কোথায়ও জিয়ার সম্পৃক্ততা নেই। পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিক সালিক ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত তাঁর 'উইটনেস টু সারেন্ডার' গ্রন্থে লিখেছেন, 'অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণার মধ্য দিয়ে মুজিব প্রদেশে সমান্তরাল সরকার প্রতিষ্ঠা করে ডি ফ্যাক্টো শাসকে পরিণত হন।'

বঙ্গবন্ধুর বাসভবনকে ডি ফ্যাক্টো প্রেসিডেন্ট ভবন হিসেবে উল্লেখ করে ব্রিগেডিয়ার সালিক আরো লিখেছেন, 'পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামার জন্য মুজিব ইতিমধ্যে তাঁর সশস্ত্র সংগঠন তৈরি করে ফেলেছেন। কর্নেল (অব.) এম এ জি ওসমানী কার্যত মুজিবের কমান্ডার-ইন-চিফ। তাঁর প্রাইভেট বাহিনী গড়ে উঠেছে আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্তদের নিয়ে।' আওয়ামী লীগের সামরিক প্রস্তুতির সঙ্গে যেসব সামরিক কর্মকর্তা জড়িত ছিলেন তাঁরা হলেন ব্রিগেডিয়ার মজুমদার, লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাসুদুল হাসান, লেফটেন্যান্ট কর্নেল ইয়াসিন, মেজর (পরে ব্রিগেডিয়ার) মুশাররফ, মেজর জলিল ও মেজর মঈন। ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ও অন্যরা তাঁদের লেখনী ও বক্তব্যে ওসমানীর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগের বিষয় নিশ্চিত করেছেন। এখানেও জিয়ার কোনো সম্পৃক্ততা পাওয়া যায় না। অথচ এর পরও বিএনপির দাবি, জিয়া স্বাধীনতার ঘোষক। এটি স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ও বাংলাদেশের সংবিধানকে সরাসরি অস্বীকার করা। ঘোষণাপত্রে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা বিষয়ে দ্ব্যর্থহীনভাবে বর্ণিত আছে–'যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করার পরিবর্তে বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে পারস্পরিক আলোচনাকালে ন্যায়নীতিবহির্ভূত ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করেন; এবং যেহেতু উল্লিখিত বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।'

বিএনপি নেতারা জাতীয় সরকার, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্যসহ বেশ কিছু রাজনৈতিক সংস্কারের বিষয় নিয়ে আন্দোলনের কথা বলছেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ বিষয়ে তাঁরা আগের অবস্থানেই থাকবেন, না সত্যিটা মেনে নেবেন–সে বিষয়ে কিছু বলছেন না। আওয়ামী লীগ শাসনামলে সংঘটিত সব গুম, খুন, দুর্নীতি ও অর্থপাচারের বিচারের অগ্রিম ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি। কিছু কিছু নেতা অবশ্য প্রতিশোধের হুমকিও দিয়েছেন। প্রশ্ন হলো, নির্বাচনে জয়ী হলে গ্রেনেড হামলা ও দুর্নীতির মামলায় যাঁরা দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন সে বিষয়ে কী হবে? সবাইকে ক্ষমা প্রদর্শন কিংবা দায়মুক্তি দেওয়া হবে, তা-ই নয় কি? তাহলে কি বিরোধের অবসান হবে?

শুধু নির্বাচনকেন্দ্রিক সংলাপ, সমঝোতা করে বিরোধের অবসান সম্ভব নয়। বিরোধের মৌলিক প্রশ্নগুলোর সমাধান সবচেয়ে বেশি জরুরি। এ প্রশ্নগুলোর সমাধান খুঁজে পাওয়া গেলে, দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে মোটামুটি ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হলে শত্রুতা বন্ধুত্বে পরিণত না হলেও শত্রুতার মাত্রা জিঘাংসা থেকে বিরোধের পর্যায়ে নেমে আসবে আশা করা যায়। আর এ প্রশ্নগুলোকে এড়িয়ে তথাকথিত সুষ্ঠু নির্বাচন ও রাজনৈতিক সংস্কারের মধ্যে সমাধান খোঁজা কোনোভাবেই হিংসাশ্রয়ী রাজনীতির অবসান ঘটাবে না বলেই প্রতীয়মান হয়।

(১৩ পাতার পর)

হঠকারিতা বিপর্যয় ডেকে আনবে

গত ২৩ জুলাই রোববার আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাদের এক যৌথ সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ঘেরাও করতে আসলে বিএনপিকে বাধা দেয়া হবে না। তাদের বসিয়ে চা খাওয়ানো হবে, তবে বোমাবাজি ও ভাঙচুর করলে উপযুক্ত জবাব পাবে তারা।' তিনি আরো বলেন, 'আমি বসাব, চা খাওয়াব, কথা বলতে চাইলে শুনব। কারণ, আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে কোনো বাধা নেই।' তা ছাড়া, বিগত ১৪ আগস্ট গণভবনে প্রধানমন্ত্রী কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা জারি করেন। সরকারি সংবাদ সংস্থা বাসস পরিবেশিত নির্দেশনার খবর পরের দিন দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত হয়। সংবাদের শিরোনাম ছিল : 'যারা আন্দোলন করছে, তাদের যেন গ্রেফতার করা না হয়।' নির্দেশনায় তিনি আরো স্পষ্ট বলেছিলেন, 'আমাদের বিরোধী দল একটা সুযোগ পাচ্ছে, তারা আন্দোলন করবে, করুক। আমি আজকে নির্দেশ দিয়েছি খবরদার, যারা আন্দোলন করছে, তাদের কাউকে যেন গ্রেফতার করা না হয়, বা ডিস্টার্ব করা না হয়। শেখ হাসিনা বিরাজমান অর্থনৈতিক মন্দার প্রেক্ষিতে বিরোধী দলের আন্দোলনের যৌক্তিকতা স্বীকার করে বলেন, আন্দোলনের নামে বাড়াবাড়ি জনগণের দুর্ভোগ আরো বাড়াবে।

প্রধানমন্ত্রীর উল্লেখিত নির্দেশনায় শান্তিপূর্ণভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলার একটি আবহ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু মাঠপর্যায়ে নির্দেশনা কার্যকর না হওয়ায় তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা উপেক্ষা করে সরকারি দল, প্রশাসন ও পুলিশ বিরোধী দলের সভা-সমাবেশ, শোভাযাত্রা, মিছিল, ঘরবাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা চালায়। এসব সহিংস হামলায় অনেক নেতা-কর্মী নিহত ও আহত হয়। বিস্ময়করভাবে প্রশাসন ও পুলিশ হামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধেই মামলা করে এবং অনেককেই গ্রেফতার করে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নে প্রশাসন ও পুলিশের প্রকাশ্য অনীহার কারণে সঙ্কট ক্রমেই গভীরতর হচ্ছে। ফলে বিবদমান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আস্থা সৃষ্টির ন্যূনতম অথবা দূরতম কোনো সম্ভাবনাও অবশিষ্ট থাকল না। সঙ্গত কারণেই জনমনে প্রশ্ন উঠেছে, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা আন্তরিক কি না। নাকি এটি নতুন কোনো রাজনৈতিক কৌশল।

এদিকে বিগত ১২ আগস্ট বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এক পেশাজীবী সমাবেশে বলেন, 'আজকে আমরা এখানে বসে আছি, চারদিকে পুলিশ আছে, খুব ঝামেলা করছে না। কারণ একটাই তারা দেখাতে চাচ্ছে যে আমরা (আওয়ামী লীগ) খুব গণতান্ত্রিক দল। আমরা খুব ঝামেলা করি না। এগুলো প্রতারণা। এই প্রতারণা তাদের চরিত্রের সাথে জড়িয়ে আছে। গত ১৫ বছরে তারা আমাদের ছয় শতাধিক নেতা-কর্মীকে গুম করেছে। সহস্রাধিক কর্মীকে হত্যা করেছে। সেদিন ভোলায় বিনা কারণে দুজন তরুণ নেতাকে গুলি করে হত্যা করেছে।' আন্দোলনে সরকার পক্ষের বাধা না দেয়ার অঙ্গীকার সম্পর্কে বিএনপি মহাসচিবের সংশয়ের বাস্তব প্রতিফলন খুব অল্প সময়েই দৃশ্যমান হয়। বিগত ৪ সেপ্টেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি মহাসচিব বলেন, 'মাত্র ১৪ দিনের আন্দোলনে ২০ হাজার নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। ভোলায় পুলিশের গুলিতে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা আব্দুর রহিম এবং ছাত্রদল নেতা নূরে আলম নিহত হয়েছে। পুলিশ-আওয়ামী লীগ যৌথ হামলায় দুই হাজারেরও বেশি নেতাকর্মী আহত হয়েছে। দুই শতাধিক গ্রেফতার হয়েছে। ২০ হাজার মানুষের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। এসব মামলায় চার হাজার ৮১ জন বিএনপি নেতা-কর্মীর নাম রয়েছে। ৫০টি জায়গায় বিএনপি নেতা-কর্মীদের বাড়িতে হামলা হয়েছে। ১৪৪ ধারা জারি করে ২৫টি স্থানে বিএনপির কর্মসূচি পণ্ড করে দেয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন বিরোধী দলকে প্রতিবাদ সমাবেশ করতে দেয়া হবে। প্রধান বিরোধী দলও মাঠপর্যায়ের নেতা-কর্মীদের প্রচণ্ড বাধা উপেক্ষা করে 'এখনই' হরতালের মতো কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা না করার পদক্ষেপ নিয়েছিল। এতে চলমান সামষ্টিক অর্থনীতির অস্থিরতার কারণে জনজীবনে সৃষ্ট গভীর সঙ্কট এবং সামনের দিনগুলোতে ঘনায়মান নির্বাচন কেন্দ্রিক রাজনৈতিক সঙ্ঘাত সংলাপের মাধ্যমে নিরসনের একটি পথ রচিত হওয়ার সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছিল। কিন্তু অনাহূত রক্তপাত এবং পুলিশ ও সরকারি দলের বাড়াবাড়ি পুরো দেশকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

প্রশাসনকে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোনো পদক্ষেপই নিতে দেখা যাচ্ছে না। বাংলাদেশের ইতিহাসে জাতীয় সংসদ নির্বাচন কেন্দ্রিক সহিংস সঙ্ঘাতে বিপুল প্রাণহানিসহ রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিনষ্টের তিক্ত অভিজ্ঞতা সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর রয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, এবারো সেই অশুভ যাত্রা শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত অঙ্গীকার বাস্তবায়নে যেকোনো ধরনের ব্যত্যয় ঘটানো হবে হঠকারিতার শামিল। হঠকারিতা নিঃসন্দেহে দেশকে পুনরায় রক্তপাত ও অনিশ্চয়তার পথে ধাবিত করবে। অতীতের ন্যায়সঙ্গত কারণেই এর দায়দায়িত্বও সরকার ও সরকারি দলকেই নিতে হবে।

লেখক : সিনিয়র সাংবাদিক

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে

বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র

বাফেলো বাংলা

পড়ুন

www.buffalobangla.com

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS
Saturday 11:30 PM - 8PM
Sunday 11:30 PM - 8PM
Monday 11:30 PM - 8PM
Tuesday 11:30 PM - 8PM
Wednesday 11:30 PM - 8PM
Thursday 11:30 PM - 8PM
Friday CLOSED

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের অবস্থা বিচার করব কিসের মানদণ্ডে



আলী রীয়াজ

১৫ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস। ২০০৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী প্রতিবছর সারা বিশ্বে দিনটি পালিত হয়। এই প্রস্তাব যখন গৃহীত হয়, তখন লক্ষ্য ছিল জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষরকারী সদস্যদেশগুলোর মধ্যে উন্মুক্ত গণতন্ত্র বজায় রাখার জন্য সরকারের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দেওয়া; গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলো প্রচার ও অনুসরণ করা, নাগরিকদের তাদের জীবনের সবদিক সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করা। গত দেড় দশকে বৈশ্বিকভাবেই গণতন্ত্রের পশ্চাদপসরণ হয়েছে। দেশে দেশে গণতন্ত্রবিরোধী শক্তির উত্থান ঘটেছে, রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহার করে গণতন্ত্রের মর্মবাণী এবং প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে।

আমরা এও জানি, বৈশ্বিকভাবে গণতন্ত্রের এই পশ্চাৎযাত্রা এই প্রথমবার ঘটল, তা নয়। অতীতে বিশ্ব গণতান্ত্রিক পশ্চাদপসরণের দুটি পর্ব প্রত্যক্ষ করেছিল–১৯২২৪২ ও ১৯৫৮ ৭৫ সাল পর্যন্ত। এই দুই সময়, এই বিপরীত যাত্রা বিভিন্ন মহাদেশে স্বৈরাচারী শাসন তৈরি করেছিল। একভাবে বিবেচনা করলে ওই সময়ের অবস্থাটি ছিল এমন, হয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা অথবা স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা–এ দুই ভাগেই ভাগ করা যেত।

কিন্তু গণতন্ত্রের পশ্চাৎযাত্রার এই তৃতীয় পর্বে উত্থান ঘটেছে এক নতুন ব্যবস্থার, যাঁকে বলা হয় হাইব্রিড রেজিম, দো-আঁশলাব্যবস্থা। ১৯৯০-এর দশকের গোড়ার দিকে, যখন আশা করা হয়েছিল, গণতন্ত্র একটি বৈশ্বিক প্রপঞ্চ হয়ে উঠবে, তখন এটি কল্পনারও বাইরে ছিল যে সংহত গণতন্ত্রগুলোতেও এই বি-পরীত অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হতে পারে, আর এটি যে গণতন্ত্রের অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান ও উপাদানগুলো ব্যবহার করেই ঘটতে পারে, তা ভাবা হয়নি, কিন্তু তাই ঘটেছে। তবে যেটা লক্ষণীয়, তা হচ্ছে ১৯৭৫ সাল থেকে, অর্থাৎ 'গণতন্ত্রের তৃতীয় ঢেউ'-এর সূচনাকাল থেকে যে দেশগুলো গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করেছে, সেই দেশগুলোয় গণতন্ত্রের বড় ধরনের অবনতি ঘটেছে। ১৯৯০-এর দশকে যারা গণতন্ত্রের আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আস্থা দেখিয়েছে, তাদের একাংশ আজ কর্তৃত্ববাদের পথে। এর পেছনে প্রতিটি দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি কাজ করেছে, জনতুষ্টিবাদী নেতাদের উত্থান কাজ করেছে, অর্থনৈতিক বৈষম্য কাজ করেছে। কিন্তু এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বৈশ্বিক রাজনীতি। গণতন্ত্রের আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শক্তিশালী দুটি শক্তির উত্থান ঘটেছে; রাশিয়া ও চীন সারা বিশ্বেই তাদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে এবং আদর্শ হিসেবে গণতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ করেছে। ভূরাজনীতি এবং ভূঅর্থনীতির কূটকৌশলের কারণে বহু দেশেই এখন গণতন্ত্রের আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে উন্নয়নের নামে, জাতীয় স্বার্থের নামে এমন সব ব্যবস্থার দিকে দেশগুলোকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে, যেখানে ক্ষুদ্র গোষ্ঠী স্বার্থেরই প্রতিনিধিত্ব করে, সংখ্যাগরিষ্ঠের আকাঙ্ক্ষা সেখানে কার্যত উপেক্ষিত। এটাও প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে যে এই ধরনের শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্তিমূলক নয়, বরং উল্টো। অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতি ছাড়া অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলা অসম্ভব; ক্ষমতাসীনেরা তা চানও না।

১৫ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস। ২০০৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী প্রতিবছর সারা বিশ্বে দিনটি পালিত হয়। এই প্রস্তাব যখন গৃহীত হয়, তখন লক্ষ্য ছিল জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষরকারী সদস্যদেশগুলোর মধ্যে উন্মুক্ত গণতন্ত্র বজায় রাখার জন্য সরকারের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দেওয়া; গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলো প্রচার ও অনুসরণ করা, নাগরিকদের তাদের জীবনের সবদিক সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করা।

বৈশ্বিকভাবে গণতন্ত্রের এই ব্যাপক ক্ষয়ের ক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় অবদান রেখেছে বলেও আমরা অনুমান করতে পারি। তা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের কথিত 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'। ২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে আল-কায়েদার সন্ত্রাসী হামলার প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্রদেশগুলো যে কথিত যুদ্ধের সূচনা করে, তাতে অনেক স্বৈরাচারী শাসক যুক্ত হয়ে তাদের কার্যক্রমের বৈধতা আদায় করেছে। অনেক দেশ এই সুযোগে আইন ও আইনবহির্ভূত ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে যেগুলো শুধুকে রাষ্ট্রকেই নয়, ক্ষমতাসীন দল ও গোষ্ঠীকেও শক্তিশালী করেছে। তারা এগুলো ব্যবহার করেছে ক্ষমতার এককেন্দ্রীকরণ, জবাবদিহির ব্যবস্থাকে দুর্বল করা এবং সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের দুর্বল বা ধ্বংস করার কাজে। একইভাবে ২০০৮ সালে বৈশ্বিক অর্থনীতির সংকট এবং ২০২০ সালে শুরু হওয়া কোভিড অতিমারিকে ব্যবহার করে স্বৈরাচারী শাসকেরা তাঁদের ক্ষমতাকে সংহত করেছেন।

সারা বিশ্বে রিপাবলিক গঠনের ইতিহাস যাঁরা জানেন, যাঁরা গণতন্ত্রের ধারণা কীভাবে বিকশিত হয়েছে সেই বিষয়ে অবগত, তাঁরা এটাও জানেন যে গণতন্ত্রের চারটি মৌলিক আদর্শ রয়েছে; সেগুলো হচ্ছে–জনগণের সার্বভৌমত্ব, প্রতিনিধিত্ব, দায়বদ্ধতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা।

বৈশ্বিকভাবে গণতন্ত্রের পশ্চাৎযাত্রার একটি দিক হচ্ছে বিভিন্ন দেশে এই স্বৈরাচারী শক্তিগুলো নিজেদের কেবল গণতান্ত্রিক বলেই দাবি করে তা নয়, তাদের বক্তব্য হচ্ছে গণতন্ত্রের যেহেতু সর্বজনীন কোনো সংজ্ঞাও নেই, সেহেতু তাদের চালু করা ব্যবস্থাই হচ্ছে গণতন্ত্র। এর একটি অন্যতম উদাহরণ হচ্ছে ২০২১ সালের ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্র আয়োজিত গণতন্ত্র সম্মেলনের সময় গণতন্ত্র নিয়ে চীন সরকারের প্রকাশিত একটি শ্বেতপত্র। 'চায়না: ডেমোক্রেসি দ্যাট ওয়ার্কস' শিরোনামের দীর্ঘ একটি লেখায় চীন নানাভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে চীন একটি অসাধারণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র (এ বিষয়ে আলোচনা দেখুন, জাহেদ উর রহমান, 'যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র সম্মেলন গণতান্ত্রিক বানিয়েছে চীনকেও!' প্রথম আলো, ১৪ ডিসেম্বর ২০২১)। কিন্তু মনে রাখা দরকার, কেবল চীনই তা করে, তা নয়। অন্যান্য দেশের অগণতান্ত্রিক শাসকেরাও নিজস্ব ভঙ্গিতে তাঁদের শাসনকেই 'মানুষের কাঙ্ক্ষিত' গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলে জাহির করার চেষ্টা করেন।

কিন্তু সারা বিশ্বে রিপাবলিক গঠনের ইতিহাস যাঁরা জানেন, যাঁরা গণতন্ত্রের ধারণা কীভাবে বিকশিত হয়েছে, সেই বিষয়ে অবগত। তাঁরা এটাও জানেন, গণতন্ত্রের চারটি মৌলিক আদর্শ রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে জনগণের সার্বভৌমত্ব, প্রতিনিধিত্ব, দায়বদ্ধতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা। জনগণের সার্বভৌমত্বের অর্থ জনগণই সরকার প্রতিষ্ঠা করবে এবং সরকার জনগণের ইচ্ছার অধীন হবে। প্রতিনিধিত্ব হচ্ছে শাসকের প্রতি শাসিতের সম্মতি প্রদানের উপায়। দায়বদ্ধতা হচ্ছে জনগণের সঙ্গে ক্ষমতাসীনদের সম্পর্কের বিষয়। ক্ষমতাসীনেরা কেবল যাদের সম্মতি ছাড়া ক্ষমতায় যেতে পারে না, তাদের কাছেই জবাবদিহিতে বাধ্য, আর কারও কাছে নয়। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অর্থ হচ্ছে মৌলিক মানবাধিকারের নিশ্চয়তা–বাক্‌স্বাধীনতা ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা, সংঘ গঠন ও সমাবেশের স্বাধীনতা।

দীর্ঘ কয়েক শতকের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই আদর্শগুলো বাস্তবায়নের পথ বিষয়েও একধরনের ঐকমত্য আছে, এগুলো হচ্ছে গণতান্ত্রিক শাসনের তিনটি অপরিহার্য উপাদান–১. সর্বজনীন ভোটাধিকার; ২. আইনসভা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পদের জন্য নিয়মিত অবাধ, প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক, বহুদলীয় নির্বাচন ও ৩. নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা, যার মধ্যে মতপ্রকাশ, সমাবেশ ও সংগঠন তৈরির স্বাধীনতা অন্তর্ভুক্ত। এগুলো পাশাপাশি আইনের শাসন, যার অধীন সব নাগরিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিরা সত্যিকারের আইনি সম-অধিকার ভোগ করবেন।

২০২২ সালে আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবসে বাংলাদেশেও গণতন্ত্রের অবস্থা বিচার করতে হবে এসব মানদণ্ডেই। এর কোনো বিকল্পের সুযোগ নেই। এ কথা ঠিক যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে গণতন্ত্রের যাত্রা মসৃণ ছিল না। কিন্তু ১৯৯০-এর দশকের সূচনায় গণতন্ত্রের মৌলিক যে বিষয়গুলো বাস্তবায়নের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল এবং শাসনের যে তিন উপাদানের ভিত্তিতে আমরা বাংলাদেশে নির্বাচনী গণতন্ত্রের উপস্থিতির কথা বলতে পারতাম, গত এক দশকে তার প্রবল ক্ষয় লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। নিঃসন্দেহে ২০১৪ ও ২০১৮ সালের 'নির্বাচন' তার সবচেয়ে প্রত্যক্ষ উদাহরণ। এই দুই নির্বাচন একাদিক্রমে জনগণের সার্বভৌমত্ব, প্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহির ধারণাকেই লঙ্ঘন করেছে। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হয়েছে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা প্রায় তিরোহিত হয়েছে, সমাবেশের অধিকার এখন নির্বাহী বিভাগের ইচ্ছানির্ভর হয়ে পড়েছে। কিন্তু এর বাইরেও যদি আমরা তাকাই, তাহলে দেখতে পাই যে গোটা শাসনব্যবস্থা ও ক্ষমতাসীনেরা এখন আর 'সম্মতি'র জন্য সচেষ্ট নয়। তার বিপরীতে শক্তি প্রয়োগের ওপর তার নির্ভরশীলতা। এগুলো ক্ষমতার এককেন্দ্রীকরণের লক্ষণ এবং রাষ্ট্রের ভেতরে শক্তি প্রয়োগকারী বাহিনীর আধিপত্যের প্রমাণ দেয়। ফলে আগামী দিনগুলোয় বাংলাদেশের রাজনৈতিক শক্তি ও গণতন্ত্রাকাঙ্ক্ষী শক্তিকে গণতন্ত্রের এসব মৌলিক বিষয়কে বিবেচনায় নিয়েই সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করতে হবে, তাদের ভূমিকা নির্ধারণ করতে হবে।

আলী রীয়াজ যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর, আটলান্টিক কাউন্সিলের অনাবাসিক সিনিয়র ফেলো এবং আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজের প্রেসিডেন্ট

বিএনপিকে ধরেবেঁধে নির্বাচনে না আনুন, অন্তত 'ধরাবাঁধাটা' ঠেকান

সোহরাব হাসান

যাঁরা মনে করেন, কাজী হাবিবুল আউয়ালের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সঙ্গে সাবেক নূরুল হুদা কমিশনের কোনো ফারাক নেই, তাঁদের সঙ্গে দ্বিমত করছি। প্রথম কারণ, নূরুল হুদা কমিশন সরকারের ইচ্ছাপূরণ নির্বাচন করেছে ২০১৮ সালে। অর্থাৎ তারা পরীক্ষায় ডাহা ফেল করেছে। বর্তমান কমিশন এখনো পরীক্ষার প্রস্তুতিতে আছে। তা-ই এখনই চূড়ান্ত রায় দেওয়া যাচ্ছে না।

সাবেক নির্বাচন কমিশন, তথা প্রধান নির্বাচন কমিশনারের (সিইসি) কথাবার্তায় মনে হতো, তাঁরা সরকারের ইচ্ছাপূরণের নির্বাচন করার জন্যই এসেছেন; যদিও এই পাঁচ কমিশনারের একজন–মাহবুব তালুকদার সত্য বলতে দ্বিধা করতেন না। বর্তমান ইসির কর্তাব্যক্তিরা মাঝেমধ্যে সত্য কথা বলার চেষ্টা করেন। তাঁদের কর্মকাণ্ড এখনো বৈঠক, আলোচনা, মতবিনিময় ও সংবাদ সম্মেলনে সীমিত।

নির্বাচনের অংশীজন কিংবা জনগণের ভাবনা নিয়ে নূরুল হুদা কমিশনের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। তারা নির্বাচন নিয়ে কোনো সংকট ছিল, সে কথা স্বীকারই করতে চায়নি। বর্তমান সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়াল আভাসে-ইঙ্গিতে বলার চেষ্টা করছেন, নির্বাচন নিয়ে দেশে একটি সংকট চলছে। কিন্তু তিনি বা তাঁর সহকর্মীরা বুঝতে পারছেন না, কীভাবে সেই সংকট কাটাবেন।

সবকিছু মিলে ইসির মধ্যে যে একধরনের অস্থিরতা চলছে, তা তাঁদের বক্তৃতা-বিবৃতি থেকে বোঝাই যায়। প্রশ্ন উঠেছে, সংবিধান ইসিকে যে অবাধ ক্ষমতা দিয়েছে, তা কি এর পদাধিকারীরা প্রয়োগ করতে পারবেন, না অন্য কারও ইচ্ছাপূরণের সহযাত্রী হবেন? ইসি কতটা নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে, এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো তাদের সেই কাজকে অংশীজন, তথা জনগণ কীভাবে নিচ্ছেন।

ইসির দায়িত্ব সুষ্ঠু নির্বাচনের অন্তরায় ধরাবাঁধা অবস্থার অবসান করা। আর সেই কাজ তাদের এখনই শুরু করতে হবে। দুঃখের বিষয়, বুধবার ইসি ঘোষিত রোডম্যাপ বা পথরেখায় নির্বাচন নিয়ে চলমান সংকট সুরাহার কোনো ইংগিত পেলাম। বিএনপিকে ধরেবেঁধে নির্বাচনে না আনতে পারুক, নির্বাচন কমিশন অন্তত 'ধরাবাঁধাটা' ঠেকাতে পারত। বাংলাদেশের যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি, তাতে ইসির পক্ষে শতভাগ স্বাধীনতা নিয়ে নিরপেক্ষতার সঙ্গে কাজ করা কেবল কঠিন নয়, অসম্ভবও। বিএনপির আমলে ঢাকা-১০ আসনের উপনির্বাচনের সময় ভারপ্রাপ্ত সিইসি ছিলেন সফিউর রহমান, যিনি ছিলেন গণতন্ত্র মঞ্চের দৃঢ় সমর্থক। কোনোভাবে তাঁর বিএনপি সরকারের ইচ্ছা পূরণ করার কথা নয়। কিন্তু সেই উপনির্বাচনে কারচুপি ও জবরদখল ঠেকাতে পারেননি। এ জন্য সফিউর রহমান বিএনপির লোক হয়ে যাননি। মানুষ ভেবেছেন, তিনি চাইলেও নির্বাচনে যে পদ্ধতিগত কারচুপি ও জবরদস্তি হয়, সেটা মোকাবিলা করতে পারেননি।

বিএনপি আমলে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কারে ২৪ দফা দাবিতে আন্দোলন করেছিল এবং তা সফলও হয়েছিল। বিএনপি বা তাদের মনোনীত রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ ইচ্ছাপূরণের নির্বাচন করতে পারেননি। ১/১১-এর পরিবর্তনের পর ২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়ী হলেও নির্বাচনী সংকট কাটেনি। আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থা বাতিল করেছে। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অনুপস্থিতিতে কীভাবে সুষ্ঠু ও অবাধ ভোট হবে, তার কোনো রূপরেখা তারা দিতে পারেনি। স্বীকার করতে হবে, ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে তারা একটা আপসরফার চেষ্টা করেছিল। সব দলের অংশগ্রহণে নির্বাচনকালীন সরকার হবে। কিন্তু বিএনপি সেই প্রস্তাব মানেনি।

আওয়ামী লীগ একতরফা নির্বাচন করে, যাতে ১৫৪টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে গিয়েছিল। একইভাবে ১৯৯৫-৯৬ সালে বিএনপিও অনুরূপ প্রস্তাব দিয়েছিল এবং যথারীতি প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। আর ২০১৮ সালের নির্বাচনে তো বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করল। আওয়ামী লীগকে এ ধরনের একটি নির্বাচন করে ক্ষমতায় থাকতে হয়েছে, সেদিন বিরোধীদের জন্য যতটা না পরাজয়ের, আওয়ামী লীগের জন্য লজ্জার। আওয়ামী নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সেনাশাসকদের দল বিএনপি ও জাতীয় পার্টির সঙ্গে গণতান্ত্রিক আওয়ামী লীগের শেষ পার্থক্যটুকু মুছে গেল।

বলছিলাম ইসির অস্থিরতার কথা। ইভিএম নিয়ে তারা সবচেয়ে বেশি অস্থিরতায় ভুগছে। একবার বলে, ইভিএম ব্যবহার করতে রাজনৈতিক মতৈক্য প্রয়োজন। এ জন্য তারা ৩০টির বেশি দলের সঙ্গে কথাও বলল; যাদের বেশির ভাগই ইভিএম ব্যবহারের বিরোধিতা করে। আওয়ামী লীগসহ কয়েকটি দল ইভিএম ব্যবহারের পক্ষে অবস্থান নেয়। আলোচনা শেষে ইসি ১৫০টি আসনে ইভিএম ও ১৫০টি আসনে ব্যালটে ভোট নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের এ সিদ্ধান্ত ছিল অনেকটা আপসমূলক। এক পক্ষ ইভিএমের পক্ষে, আরেক পক্ষ বিপক্ষে। অতএব, তারা ১৫০=১৫০টি ড্র ঘোষণা করল। এ সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক সমালোচনা হলো। ৩৯ জন বিশিষ্ট নাগরিক বিবৃতি দিয়ে আগামী নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার না করার আহ্বান জানিয়েছেন।

এর পরদিনই সিইসি বললেন, রাজনৈতিক দলগুলো একমত হলে ৩০০ আসনে ব্যালটে নির্বাচন হতে পারে। গত ৩১ জুলাই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সঙ্গে সংলাপে সিইসি বলেছিলেন, 'অধিকাংশ রাজনৈতিক দল ইভিএমে বিশ্বাস করছে না। এর ভেতরে কী জানি একটা আছে। আমরা অনেককেই আস্থায় আনতে পারছি না। ইভিএম বিষয়ে সংকট থেকে যাবে। ইভিএমে ভোট করলাম কি করলাম না, সেটা নয়; নির্বাচনটা নিরপেক্ষ, সঠিক, অবাধ ও নির্বিঘ্ন হলো কি না, সেটা ইভিএমে হোক, ব্যালটে হোক, সেটা হওয়াটা বড় কথা। কাজেই বড় ধরনের সংকট ওখানে নয়, আপন-ারাও জানেন, ওই সংকট নিরসন হলে নির্বাচনটা সুন্দরভাবে উঠে আসবে।'

প্রথম আলোর খবর অনুযায়ী, গত আগস্টে ইসির সংলাপে ২২টি রাজনৈতিক দল ইভিএম নিয়ে মতামত দিয়েছিল। এর মধ্যে নয়টি দল সরাসরি ইভিএমের বিপক্ষে মত দিয়েছে। আরও পাঁচটি দল ইভিএম নিয়ে সংশয় ও সন্দেহের কথা বলেছে। কেবল আওয়ামী লীগসহ চারটি দল ইভিএমে ভোট চেয়েছে। বিএনপিসহ যে নয়টি দল ইসির সংলাপ বর্জন করেছিল, তারাও ইভিএমের বিপক্ষে।

ইভিএম বা ব্যালট বড় কথা নয়, সঠিক নির্বাচনই বড় কথা–এমনটা বললেও গতকালের বক্তব্যে বারবার ইভিএমের পক্ষেই বলেছেন সিইসি। ইভিএমকে দুর্বল যন্ত্র আখ্যা দেওয়ার প্রতিক্রিয়ায় সিইসি বলেন, 'যন্ত্র দুর্বল কি সবল, এটা ইসির বিবেচনা করার বিষয় নয়। সবল হওয়ারও দরকার নেই, দুর্বল হওয়ারও দরকার নেই। যন্ত্র কাজ করছে কি না, এটাই আসল বিষয়। ইভিএমে জালিয়াতি সম্ভব নয়।' সিইসি সব রাজনৈতিক দল একমত হলে ব্যালটে ভোট করতে রাজি থাকার কথা বলেছেন। তাহলে ইভিএমে ভোট করার ক্ষেত্রেও একই যুক্তি খাটবে না কেন?

সিইসির প্রথম দিকের কথাবার্তায় মনে হয়েছিল, তিনি সত্যি সত্যি সব দলের অংশগ্রহণে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন চাইছেন। সব দলকে সংলাপেও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। বিএনপিসহ কয়েকটি দল আসেনি। তারা নির্দলীয় সরকার ছাড়া নির্বাচনে যাবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে সিইসির কাছে সাংবাদিকেরা জিজ্ঞেস করেছিলেন, বিএনপি না এলে কী করবেন? এর উত্তর ছিল, কমিশন সব দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন চায়। কিন্তু কাউকে ধরেবেঁধে নির্বাচনে আনবে না। সেটা কমিশনের দায়িত্বও নয়।

কিন্তু যে কথা সিইসি বলেননি, তা হলো কমিশন কাউকে ধরেবেঁধে নির্বাচনে আনবে না, এ কথা ঠিক; কিন্তু কোনো দল যাতে নির্বাচনে না আসতে পারে, সে জন্য যদি কেউ তাদের ধরেবেঁধে রাখে (যেমন দলীয় নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে গায়েবি মামলা, সভা-সমাবেশে হামলা, ভয়ভীতি দেখানো ইত্যাদি), সে ক্ষেত্রে কমিশনের দায়িত্ব কী হবে? তারা যদি সত্যি সত্যি সব দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন চায়, তাহলে কমিশনকে এই ধরাবাঁধা অবস্থা থেকে সব দলকে মুক্ত রাখতে হবে। মুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। এখন আওয়ামী লীগ সরকারের অধীন বিএনপিকে যে পরিবেশে নির্বাচন করতে বলা হচ্ছে, সেই পরিবেশে আওয়ামী লীগ কি নির্বাচন করত বিরোধী দলে থাকতে? অতীতে করেনি (নব্বই-পরবর্তী সময়ে)। ভবিষ্যতেও করবে বলে মনে হয় না।

অতএব, ইসির দায়িত্ব সুষ্ঠু নির্বাচনের অন্তরায় ধরাবাঁধা অবস্থার অবসান করা। আর সেই কাজ তাদের এখনই শুরু করতে হবে। দুঃখের বিষয়, বুধবার ইসি ঘোষিত রোডম্যাপ বা পথরেখায় নির্বাচন নিয়ে চলমান সংকট সুরাহার কোনো ইংগিত পেলাম। বিএনপিকে ধরেবেঁধে নির্বাচনে না আনতে পারুক, নির্বাচন কমিশন অন্তত 'ধরাবাঁধাটা' ঠেকাতে পারত।

লেখকঃ প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক ও কবি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন ২০২২

BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2022

প্রবাসে বাংলাদেশী পার্লামেন্ট

১৮ সেপ্টেম্বর নির্বাচনে

"ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটি ও মূলধারায় অবস্থান সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে জনকল্যাণে পরিক্ষিত সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সার্বজনীন"

রব-রুহুল পরিষদের



আবদুর রব মিয়া
সভাপতি

সিনিয়র সহ সভাপতি প্রার্থী



রুহুল আমিন সিদ্দিকী
সাধারণ সম্পাদক

মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বর্ণ পদকসহ অসংখ্য পুরস্কার প্রাপ্ত। আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগীতায় তিন তিনবার সেরা ক্রীড়াবীদ হিসেবে নির্বাচিত হন। বাংলাদেশ জাতীয় এ্যাথলেট দলের (১৯৯১-১৯৯৩) অধিনায়ক। ১৯৯৩ সালে জাতীয় দলের অধিনায়ক হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে আগমন।

সামাজিক কার্যক্রমঃ

- সাবেক সভাপতি
  বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অফ আমেরিকা (৬বার)
- সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি
  বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক
- সাবেক সাধারণ সম্পাদক
  বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা
- প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক
  বাংলাদেশ স্পোর্টস ফাউন্ডেশন অব আমেরিকা
- সহ সভাপতি
  ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই যুক্তরাষ্ট্র
- সাবেক সভাপতি
  মুন্সিগঞ্জ বিক্রমপুর এসোসিয়েশন ইন্‌ক (তিনবার)
- মেম্বার অব ট্রাষ্ট্রি বোর্ড
  উত্তসাইড বায়তুল জান্না মসজিদ

PLEASE CAST YOUR VOTE FOR
MD. MOHIUDDIN DEWAN
SR. VICE PRESIDENT



PLEASE VOTE FOR RAB-RUHUL PANEL

মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান-কে

☑ আপনাদের মূল্যবান ভোট দিন



ফারুক চৌধুরী
আমিনুল চৌধুরী
মোঃ সওকাত হোসেন
আবুল কালাম ভূঁইয়া
ডা. শাহনাজ সিদি
রিন্টু মোহাম্মদ
মোঃ টিপু খান
ফারহাদ আহমেদ
মাইদুল উদ্দিন মাহবুব
প্রদীপ ভট্টাচার্য
মোঃ সানী মিঠু
ফারহানা চৌধুরী
শাহ মিজানুর রহমান
সিরাজদৌল্লাহ হক বাশার
মোঃ আশকার বাবুল
সুশান্ত সরকার

ইকতারুজ্জামান রতন, শাহাদাৎ হোসেন সাবেক সভাপতি, মুন্সিগঞ্জ বিক্রমপুর এসোসিয়েশন
সিরাজুল ইসলাম খান সিনিয়র সভাপতি, মুন্সিগঞ্জ বিক্রমপুর এসোসিয়েশন

সৌজন্যে



অভিবাসীদের কমলা হ্যারিসের বাসায় পাঠিয়ে দিল টেক্সাস

(প্রথম পাতার পর)

তিনি সঙ্কট অস্বীকার করেছেন।

অভিবাসীদের তার বাড়ির উঠোনে পাঠাচ্ছি আমরা। বাইডেন প্রশাসনকে তাদের কাজ করতে এবং সীমান্ত সুরক্ষিত করার জন্য আহ্বান জানাতে এটি করা হয়েছে।

ফ্লোরিডা অভিবাসীদের ম্যাসাচুসেটস দ্বীপে পাঠানোর একদিন পর টেক্সাস এই কান্ড ঘটাল। উভয় রাজ্যই ডেমোক্রেটিক রাজ্যগুলোতে অভিবাসীদের পাঠানোর কৌশল নিয়েছে বলে মনে করছেন অনেকেই।

যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্তে আগত লোকের সংখ্যা নিয়ে রাজনৈতিক উত্তেজনা বেড়েই চলেছে। টেক্সাস এবং অ্যারিজোনার মতো রাজ্যগুলো হাজার হাজার অভিবাসীকে শিকাগো, নিউইয়র্ক এবং ওংয়াশিংটন ডিসির মতো শহরে পাঠিয়ে দিয়েছে। অভিবাসন আইন সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হওয়ারও অভিযোগ উঠেছে।

ওয়াশিংটন ডিসি এবং ম্যাসাচুসেটস দ্বীপের অভিবাসন গোষ্ঠীগুলো বলেছে, অভিবাসীদের এভাবে আগমনের ব্যাপারে আগাম সতর্কতা দেওয়া হয়নি। সূত্র: বিবিসি

গুমের বিষয়ে বাস্তবসম্মত তথ্য দিয়েছে বাংলাদেশ

(প্রথম পাতার পর)

চলতি অধিবেশনে আলোচনার জন্য গুমবিষয়ক জাতিসংঘের ওয়ার্কিং গ্রুপের বার্ষিক প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে।

কূটনৈতিক সূত্রগুলো জানায়, ওয়ার্কিং গ্রুপ গত বছরের ২২ মে থেকে এ বছরের ১৩ মে পর্যন্ত তাদের কার্যক্রমের বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করেছে। আগামী মঙ্গলবার ওই প্রতিবেদন আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপনের পাশাপাশি এ নিয়ে মানবাধিকার পরিষদে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে।

ওয়ার্কিং গ্রুপের প্রতিবেদনে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সরকার গত এক বছরে যে বাস্তবসম্মত তথ্য দিয়েছে তাকে ওয়ার্কিং গ্রুপ স্বাগত জানায়। এসব তথ্য থেকে অনিষ্পন্ন আটটি অভিযোগের ব্যাখ্যা মিলতে পারে।

ওয়ার্কিং গ্রুপ একই সঙ্গে গত বছরের ২৯ সেপ্টেম্বরের পর উত্থাপিত অভিযোগগুলোর বিষয়ে বাড়তি তথ্য দিতে বাংলাদেশকে তার প্রচেষ্টা দ্বিগুণ করার আহ্বান জানিয়েছে। এ অভিযোগগুলোর মধ্যে অনিষ্পন্ন সব অভিযোগের বিষয়ে ব্যাখ্যা দেওয়া, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) ভূমিকার ব্যাপারে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত উল্লেখযোগ্য।

ওয়ার্কিং গ্রুপের প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, গুম হওয়া ব্যক্তিদের স্বজন, মানবাধিকারকর্মী ও নাগরিক সংগঠনগুলো যাতে কোনো ধরনের হুমকি, হয়রানি বা প্রতিহিংসার শিকার না হয় তা অবশ্যই বাংলাদেশ সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে। বেসরকারি মানবাধিকার সংগঠন অধিকারের নিবন্ধন নবায়ন না করার সিদ্ধান্তে জাতিসংঘের ওয়ার্কিং গ্রুপ বিশেষ উদ্বেগ জানিয়েছে।

ওয়ার্কিং গ্রুপ বাংলাদেশ প্রসঙ্গে গুম থেকে সুরক্ষাবিষয়ক ঘোষণার ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদের কথা উল্লেখ করেছে। ওই অনুচ্ছেদে অভিযোগ ও তদন্ত সংশ্লিষ্ট সবাইকে দুর্ব্যবহার, হুমকি, হয়রানি বা প্রতিহিংসার শিকার হওয়া থেকে সুরক্ষা দেওয়ার কথা বলা আছে।

গুমবিষয়ক জাতিসংঘ কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৩ সাল থেকে বেশ কয়েক দফা যোগাযোগের মাধ্যমে কমিটি বাংলাদেশ সফরের বিষয়ে আগ্রহের কথা জানিয়েছিল। এবারের প্রতিবেদনে সেই আগ্রহের কথা আবারও তুলে ধরেছে কমিটি।

জাতিসংঘ কমিটির তালিকায় বাংলাদেশের ৮১টি গুমের অভিযোগ রয়েছে। গত বছরের ২২ মে এই সংখ্যা ছিল ৭৬। অর্থাৎ আরো পাঁচটি গুমের অভিযোগ ওয়ার্কিং গ্রুপের তালিকায় যোগ হয়েছে।

জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার নাদা আল-নাশিফ গত সোমবার ৫১তম অধিবেশনের শুরুতে বৈশ্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি তুলে ধরার সময় বাংলাদেশ প্রসঙ্গেও কথা বলেন।

নাদা আল-নাশিফ বলেন, সাবেক হাইকমিশনার আইন প্রয়োগকারী বিভিন্ন সংস্থা, বিশেষ করে র‍্যাবের গুমসহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তদন্তে একটি স্বাধীন ও বিশেষায়িত কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে বাংলাদেশকে উৎসাহিত করেছেন।

জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদ গঠিত কমিটি ও স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়াররা গত ফেব্রুয়ারীতে সরকারকে গুমের অভিযোগগুলোর বিষয়ে জানাতে বাংলাদেশ সরকারকে চিঠি দিয়েছিলেন। এরপর মে মাসে জেনেভায় বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের মাধ্যমে পাঠানো ফিরতি চিঠিতে সরকার অভিযোগগুলোর সত্যতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে। সরকার বলেছে, জাতিসংঘ কমিটির গুমের অভিযোগের অনেক ক্ষেত্রেই কোনো মামলা বা সাধারণ ডায়েরি (জিডি) পাওয়া যায়নি।

জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক বিশেষ প্রক্রিয়ার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের সরকার বলেছে, কেউ নিখোঁজ হওয়ার অর্থ গুম হওয়া নয়। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক বিশেষ প্রক্রিয়ার উচিত, গুমের অভিযোগ পেলে আগে সেগুলো যাচাই-বাছাই করা। বিশেষ করে গুমের অভিযোগের বিষয়ে কোনো মামলা বা আইনি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা উচিত।

বৈশ্বিক পরিস্থিতি

১৯৮০ সাল থেকে গুমবিষয়ক জাতিসংঘ কমিটি বিশ্বের ১১২টি রাষ্ট্রের কাছে ৫৯ হাজার ৬০০টি অভিযোগের বিষয়ে তথ্য চেয়েছে। ৯৭টি রাষ্ট্রের ৪৬ হাজার ৭৫১টি অভিযোগ এখনো নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে। গত এক বছরে ১০৪টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

গুমবিষয়ক কমিটির তথ্য অনুযায়ী, গত ১৩ মে পর্যন্ত গুমের অভিযোগে শীর্ষে ছিল ইরাক। ওই দেশে ১৬ হাজার ৪২৭টি গুমের অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়নি। শ্রীলঙ্কার ছয় হাজার ৩৬৪টি, আলজেরিয়ার তিন হাজার ২৮৬টি, আর্জেন্টিনার তিন হাজার ৬৫টি, গুয়াতেমালার দুই হাজার ৮৯৭টি, পেরুর দুই হাজার ৩৬১টি, এল সালভাদরের দুই হাজার ২৮৪টি গুমের অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়নি। ভারতের ৪৪২টি এবং যুক্তরাষ্ট্রের চারটি গুমের অভিযোগও নিষ্পত্তি করা হয়নি।

Bhola District Association of USA, Inc.

ভোলা ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন অব ইউএসএ, ইন্ক

A not for profit organization • founded in 2011

5611 94 street #3D, Elmhurst, NY-11373, Ph. 347-922-3577, email: bhola22election@gmail.com

Election Commission

নির্বাচনী তফসীল ২০২২-২০২৪

ভোলা ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক এর সংবিধান অনুযায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত কমিশনারবৃন্দ একমত পোষন করে ২০২২-২০২৪ সালের ২ (দুই) বছর মেয়াদের জন্য ৩১ (একত্রিশ) সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠনের লক্ষ্যে নিম্নের নির্বাচনী তফসীল ঘোষনা করেছেন।

১। সাধারণ সদস্য ও ভোটার: ১০ (দশ ডলার) পরিশোধ করে আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২২, শুক্রবার, বিকেল ৫ পর্যন্ত তালিকাভুক্ত করা যাবে। bhola22election@gmail.com এ অনুরোধ পাঠালে সদস্যভুক্তির ফর্ম পাওয়া যাবে। যারা দীর্ঘদিন সংগঠনের সাথে ডড়িত এবং উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত ভোলার যে কোন স্থায়ী বাসিন্দা যদি সদস্য ফর্ম পুরণ, ফি প্রদান এবং সভাপতি/সম্পাদক ও ক্যাশিয়ারের দস্তখত সম্পন্ন করে ৯/৩০/২২, বিকেল ৫টার আগে নির্বাচন কমিশনে পাঠাতে পারবেন, তাঁরাই ভোট দানের যোগ্য।

২। ভোটার তালিকা: চূড়ান্ত ভোটার তালিকা আগামী ১০/০২/২০২২ তারিখে ১৬৯-০৬ bhola22election@gmail.com, বারী হোম কেয়ার, জ্যামাইকা-১১৪৩২, বিকেল ৩-৫টা প্রকাশ করা হবে।

৩। মনোনয়ন ফর্ম: ঐ একই দিনে অর্থাৎ ১০/০২/২০১১ তারিখেই এবং একই স্থানে বিকেল ৫-৮টায় নগদ অর্থে মনোনয়ন ফর্ম পাওয়া যাবে। bhola22election@gmail.com, এ অনুরোধ পাঠালেও ফর্ম পাওয়া যাবে।

মনোনয়নপত্র নিম্নবর্নিত হারে ক্রয় করতে হবে যা অফেরতযোগ্য : ক) সভাপতি ৬০০ ডলার (ছয়শত) খ) সহসভাপতি ৩(তিন) জন ২০০ ডলার (দুইশত) গ) সাধারন সম্পাদক। ৫০০ ডলার (পাঁচশত) ঘ) যুগ্ম সাধারন সম্পাদক, সাংঘটনিক সম্পাদক, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, দপ্তর সম্পাদক, সহ দপ্তর সম্পাদক, ক্রীড়া সম্পাদক, প্রচার সম্পাদক, বিনোদন ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক, মহিলা সম্পাদিকা, সহ-মহিলা সম্পাদিকা পদগুলোর প্রতিটির জন্য ১০০ ডলার (একশত)

ঙ। নির্বাহী সদস্য পদ ১৩ প্রতিজনের প্রতি ৫০ ডলার (পঞ্চাশ)

৪। মনোনয়ন দাখিল ও বাছাই: আগামী ১০/০৯/২০২২, রবিবার, বিকেল ৩-৫টা মনোনয়ন দাখিল এবং ৬-৯ টায় বাছাই করা হবে। স্থান: ১৬৯-০৬ Hillside Ave, 2nd floor, বারী হোম কেয়ার, জ্যামাইকা-১১৪৩২।

মনোনয়ন দাখিলের সময় আমেরিকার বৈধ পরিচয় পত্রের (স্টেট আইডি, ড্রাইভার লাইসেন্স) কপি সংযুক্ত করিতে হইবে অন্যথায় মনোনয়ন বাতিল বলে গন্য হইবে। কাহারো মনোনয়ন বাতিল হলে কমিশন ফোনে বা স্বশরীরে জানিয়ে দেবেন। বাছাই প্রক্রিয়ায় শুধুমাত্র কমিশনারবৃন্দ ছাড়া অন্যকেহ থাকিতে পারিবে না।

৫। মনোনয়ন বাতিলের পূনর্বিবেচনা ও প্রত্যাহার: ১০/১৭/২০২২ তারিখে বিকেল ৫-৬ টায়, ১৬৯-০৬ Hillside Ave, 2nd floor, বারী হোম কেয়ার, জ্যামাইকা-১১৪৩২ তে মনোনয়ন বাতিলের বা সংশোধিত মনোনয়ন এবং প্রত্যাহারের আবেদন করা যাবে। উভয় ক্ষেত্রেই তাদের প্রদেয় অর্থ ফেরত দেয়া হবে। ৬। একাধিক আবেদনকারী: কোন প্রার্থী একাধিক পদে আবেদন করলে তার উভয় আবেদনই বাতিল করা হবে। ৭। ভোট: আগামী ১০/৩০/২০২২, রবিবার, সকাল ১১টা থেকে বিকে ৫টা পর্যন্ত ভোট গ্রহন করা হবে। ভোটের স্থান পরে জানানো হবে। ৮। নির্বাচনী তফশীল (সংবিধানুযায়ী) কোন একটি স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে। (কোন পত্রিকা ও কখন কমিশন এ্যাপে জানিয়ে দেবেন) ৯। কমিশনের ক্ষমতা: সার্বিক বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

মফিজুর রহমান- প্রধান নির্বাচন কমিশনার ৬৪৬-৩৬১-০১০৫, এবিএম সালেহ উদ্দিন- কমিশনার ৯১৭-২৯৪-৯৯৮৯, মফিজুল হুসেন নিজাম- কমিশনার ৩৪৭-৯২২-৩৫৭৭



নিউইয়র্কে যেসব কর্মসূচিতে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী

(প্রথম পাতার পর)

শেষে সন্ধ্যায় বাংলাদেশ বিমানের বিশেষ ফ্লাইটে নিউইয়র্কের উদ্দেশে লন্ডন ত্যাগ করবেন। জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাবেন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ ইমরান এবং জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মুহাম্মদ আব্দুল মুহিত।

২০ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস আয়োজিত সংবর্ধনা এবং জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৭তম অধিবেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন।

প্রধানমন্ত্রী ইউএনএইচসিআরের ফিলিপো গ্রান্ডি এবং স্লোভেনিয়ার প্রেসিডেন্ট বরুত পাহোরের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করবেন। একই দিন তিনি নারী নেত্রীদের ইউএনজিএ প্ল্যাটফর্মেও যোগ দিবেন। দিনের শেষে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আয়োজিত সংবর্ধনাতেও যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী।

২১ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ, বতসোয়ানা, স্লোভাক প্রজাতন্ত্র ও ইউএন হ্যাবিট্যাটের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিতব্য উচ্চ পর্যায়ের টেকসই আবাসন শীর্ষক অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। একই দিন তিনি ডবিউইএফের নির্বাহী পরিচালক প্রফেসর শোয়াব ক্লাউসের সাথে একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন এবং গ্লোবাল ক্রাইসিস রেসপন্স গ্রুপ (জিসিআরসি) চ্যাম্পিয়নস মিটিংয়ে যোগ দেবেন। বিকালে প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ সদর দপ্তরে পদ্মা সেতুর আলোকচিত্র প্রদর্শনী পরিদর্শন করবেন। এরপর তিনি কসোভোর প্রেসিডেন্ট ড. ভজোসা ওসমানি-সাদ্রিউ, ইকুয়েডরের প্রেসিডেন্ট গুইলারমো লাসো মেন্ডোজা এবং রাবাব ফাতিমার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন।

প্রধানমন্ত্রী ২২ সেপ্টেম্বর দিনটি অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্সের (এএমআর) ওপর একটি প্রাতঃরাশ বৈঠকের মাধ্যমে শুরু করবেন এবং আইওএম মহাপরিচালক আন্তোনিও ভিটোরিনোর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন এবং ইউএস-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিলের সাথে একটি উচ্চ পর্যায়ের গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেবেন। পরে তিনি কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী সামদেচ আক্কা মোহা সেনা প্যাদেই তেকো হুন সেন এবং আইসিসির প্রসিকিউটর নিক ক্লেগ এবং করিম খানের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন।

১৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিতব্য ট্রান্সফর্মিং এডুকেশন সামিট (টিইএস)' শীর্ষক উচ্চপর্যায়ের সভায় অংশগ্রহণ করতে পারছেন না প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কারণ ওই দিন ১৯ সেপ্টেম্বর তিনি লন্ডনে ব্রিটেনের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবেন। ফলে শিক্ষামন্ত্রী ড. দীপুমনি উক্ত সামিটে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধিত্ব করবেন বলে জানা গেছে। এজন্য বৃহস্পতিবার (১৫ সেপ্টেম্বর) শিক্ষামন্ত্রী ড. দীপুমনি নিউইয়র্কে পৌঁছেছেন।

প্রধানমন্ত্রী ২০ সেপ্টেম্বর ইউএনজিএ নারী নেতাদের প্ল্যাটফর্মের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকটিতে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে। সংকট মোকাবিলায় নারী নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা, গৃহীত উত্তমপন্থা এবং সংকট মোকাবিলায় তাদের সাফল্য বৈশ্বিক বিভিন্ন সংকট সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ লক্ষ্যে ৭৬তম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি নারী নেতাদের প্ল্যাটফর্মের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ সভায় প্রধানমন্ত্রী সংকট মোকাবিলায় তার অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে পারেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে তার নেতৃত্বের সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের কথা তুলে ধরতে পারেন।

গ্লোবাল ক্রাইসিস রেসপন্স গ্রুপের (জিসিআরজি) চ্যাম্পিয়নদের সভা বিষয়ক উচ্চপর্যায়ের সভাটি ২১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। উচ্চপর্যায়ের এ গ্রুপে ছয়জন চ্যাম্পিয়নের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অন্যতম। বৈঠকে জি-৭, জি-২০ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত থাকবেন।

২২ সেপ্টেম্বর অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (এএমআর) বিষয়ক একটি উচ্চপর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় প্রধানমন্ত্রী কো-চেয়ার হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী ও বার্বাডোজের প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (এএমআর) বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং বিশ্ব প্রাণী স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে গঠিত 'ওয়ান হেলথ গোবাল লিডারস গ্রুপ অন অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (এএমআর)' শীর্ষক গ্রুপের সহ-সভাপতি।

২৩ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সাধারণ বিতর্ক পর্বে বক্তব্য রাখবেন।প্রতিবারের মতো এবারো প্রধানমন্ত্রী বাংলায় বক্তৃতা দেবেন। তিনি তার বক্তব্যে বাংলাদেশের অভাবনীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং প্রযুক্তি খাত বিকাশে সরকারের কার্যক্রম তুলে ধরবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী প্রতিবারের ন্যায় বেশ কয়েকটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশগ্রহণ করবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। কসভোর প্রেসিডেন্ট, ইকুয়েডরের প্রেসিডেন্ট, স্লোভেনিয়ার প্রেসিডেন্ট, কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী, জাতিসংঘ মহাসচিব, জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার, আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের প্রসিকিউটর, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের নির্বাহী পরিচালকের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশ নিয়ে পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

প্রতিবারের মতো এবারো যুধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের আয়োজনে একটি গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণ করবেন। এই বৈঠকে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশে বিনিয়োগ পরিবেশ ও সুযোগ সুবিধার বিষয়সমূহ উপস্থাপনা এবং যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীরা তাদের বিনিয়োগ প্রস্তাব বাংলাদেশের কাছে তুলে ধরবেন। এর মাধ্যমে দুই দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটি সংযোগ তৈরি হবে।

২৩ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৭তম অধিবেশনে ভাষণ দেবেন। এছাড়া ২৪ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ আয়োজিত একটি নাগরিক সংবর্ধনায় যোগ দিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন।

নতুন বিশ্বব্যবস্থা গড়া দরকার

(প্রথম পাতার পর)

আনার' আহ্বান জানিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং চীনের প্রেসিডেন্ট শি চিনপিং। উজবেকিস্তানের সমরখন্দে অনুষ্ঠিত সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার (এসসিও) বৈঠকে শুক্রবার পশ্চিমা প্রভাবের বাইরে কিছু করার ইঙ্গিত দিয়ে শি চিনপিং বলেন, সময় এসেছে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে নতুন আকার দেওয়ার।

এসসিও সম্মেলনে সদস্য রাষ্ট্র ভারত, পাকিস্তান, চীন, রাশিয়া, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, উজবেকিস্তান এবং তাজিকিস্তানের রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানরা যোগ দিয়েছেন। এ ছাড়াও ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি এবং তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যিপ এরদোয়ান অংশ নিয়েছেন এতে।

বিশ্বের বৃহত্তম পঞ্চশক্তির একটি চীনের প্রেসিডেন্ট শি চিনপিং মন্তব্য করেন আরো ন্যায্য এবং যুক্তিসংগত একটি বিশ্বব্যবস্থাকে এগিয়ে নিতে বিশ্ব নেতাদের একত্রে কাজ করা উচিত। এ সম্মেলনটিকে ধরা হচ্ছে পশ্চিমাকেন্দ্রিক হিসেবে পরিচিত বিশ্বব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে। চীনের ঐতিহ্যগত মিত্র রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন এরই মধ্যে পশ্চিমের বাইরে অন্যান্য দেশের প্রভাব বৃদ্ধির চেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান চান এরদোয়ান

শুক্রবার সম্মেলনে দেওয়া বক্তব্যে 'যত দ্রুত সম্ভব' ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান চেয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যিপ এরদোয়ান। ইউক্রেনে যুদ্ধবিরতির লক্ষ্যে অনেক দিন ধরেই কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তিনি। চেষ্টা করছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি ও পুতিনকে সামনাসামনি আলোচনার টেবিলে নিয়ে আসতে।

এরদোয়ান বলেন, যুদ্ধের ইতি টানতে তুরস্ক কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। খাদ্যশস্য প্রশ্নে পুতিনের উদ্বেগ নিয়েও তিনি আলোচনা করেন এ সময়।

পুতিনের আশঙ্কা, জাতিসংঘ ও তুরস্কের মধ্যস্থতায় সম্পাদিত চুক্তির আওতায় যে শস্য ইউক্রেনের বন্দর ছেড়েছে, তার যথেষ্ট পরিমাণ উন্নয়নশীল দেশগুলোয় পৌঁছাচ্ছে না।

এরদোয়ান এ প্রসঙ্গে বলেন, 'যাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তাদের কাছে খাদ্য পৌঁছাতে আমরা আন্তরিক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'

দিনের শেষ ভাগে এসসিও সম্মেলনের ফাঁকে পুতিনের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন এরদোয়ান। বর্তমানে ন্যাটো সদস্য তুরস্ক একদিকে ইউক্রেনকে অস্ত্র সরবরাহ করছে, অন্যদিকে রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করছে।

এরদোয়ানের দাবি, রাশিয়ার জ্বালানির ওপর ব্যাপক নির্ভরতার কারণে তুরস্কের জন্য এই 'ভারসাম্যমূলক' অবস্থান বজায় রাখা জরুরি।

এখন যুদ্ধের সময় নয় : মোদি

শুক্রবার সম্মেলনের ফাঁকে ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বৈঠকের শুরুতে পুতিনকে বলেন, 'আমি জানি আজকের এ সময় যুদ্ধের সময় নয়।'

স্নায়ুযুদ্ধের সময় থেকেই নতুন দিল্লি ও মস্কোর সুসম্পর্ক রয়েছে। এখন পর্যন্ত ভারতের সবচেয়ে বড় অস্ত্র সরবরাহকারী দেশ রাশিয়া। ইউক্রেন যুদ্ধ বিষয়েও সরাসরি রাশিয়ার নিন্দা জানায়নি ভারত।

পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে মোদি 'গণতন্ত্র ও কূটনীতি এবং সংলাপের' গুরুত্ব তুলে ধরেন। মোদি আরো বলেন, কিভাবে শান্তির পথে এগোনো যায় তা নিয়ে আলোচনা করবেন তাঁরা। সূত্র: এএফপি

যুক্তরাজ্যের ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

(প্রথম পাতার পর)

কনফেডারেশন অফ ব্রিটিশ ইন্ডাস্ট্রির (সিবিআই) প্রেসিডেন্ট চেলসির লর্ড করণ বিলিমোরিয়া শুক্রবার যুক্তরাজ্যে শেখ হাসিনার সরকারি সফরের দ্বিতীয় দিনে তাঁর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি এ আমন্ত্রণ জানান। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং জানায়, লর্ড বিলিমোরিয়া যুক্তরাজ্যের কারি শিল্পের উন্নয়নে তার কাজ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন।

প্রধানমন্ত্রী ভ্যাকসিন উন্নয়ন গবেষণায় তার সরকারের প্রচেষ্টা এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারিত্বের জন্য বাংলাদেশের প্রস্তুতির কথা তুলে ধরেন। লর্ড বিলিমোরিয়া বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার নীতি সমুন্নত রাখা এবং টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের প্রশংসা করেন। তিনি প্রথম দক্ষিণ এশিয়ান পার্সি বংশোদ্ভুত যিনি যুক্তরাজ্যের হাউস অফ লর্ডসে স্থান পেয়েছেন।

শেখ হাসিনা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালে লর্ড বিলিমোরিয়ার প্রয়াত পিতা ভারতীয় সেনাবাহিনীর জেনারেল ফরিদুন বিলিমোরিয়ার অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর অনেকের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করেন। তিনি এই মাসের শুররুত ভারত সফরের সময় তাদের বংশধরদের জন্য একটি বৃত্তি প্রবর্তন করে ভারতীয় শহীদদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তার প্রচেষ্টার কথাও উল্লেখ করেন।

লর্ড বিলিমোরিয়া বার্মিংহাম ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলর হিসেবে বাংলাদেশের সাথে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে তার পছন্দের একটি বিষয়ে বক্তৃতা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ জানান।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে বিকাশমান স্টার্ট-আপ পরিস্থিতি এবঙ্ডিজিটাল বাংলাদেশ্ব গড়ার লক্ষ্যে সম্পন্ন করা কাজ সম্পর্কে লর্ডকে অবহিত করেন। লর্ড বিলিমোরিয়া ভবিষ্যতে সম্ভাব্য অংশীদারিত্বের সুযোগ অন্বেষণে আগ্রহ সম্পর্কে মতবিনিময় করেছেন। তারা উভয়ই রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন এবং প্রয়াত রানীর অসাধারণ সেবার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

এ সময় পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ তোফাজ্জেল হোসেন মিয়া এবং যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম উপস্থিত ছিলেন। সূত্র: বাসস

বিমান চায় নিউইয়র্কবাসী

(শেষের পাতার পর)

পারদর্শী না তারা স্বাচ্ছন্দেবোধ করবেন। এছাড়া স্বজনদের কাছে পার্সেলসহ গিফট পাঠাতে পারবেন অনায়াসে। আশাকরি বিমান চালু হলে বিমান লাভের মুখ দেখবে এবং প্রধানমন্ত্রীর সফরে আমরা এর একটি সুস্পষ্ট ঘোষণা চাই।

বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সভাপতি মাসুদুল হক ছানু বলেন, আমাদের দাবী হলো প্রবাসীরা যাতে বাংলাদেশে ভোটাধিকরা প্রয়োগ করতে পারি। আমরা চাই বাংলাদেশের মানুষ যেমন ভোটকে উৎসব করে সেরকমটা করতে পারি। তিনি বলেন, সোনালী ব্যাংকের যে শাখা এখানে খোলার কথা ছিল সেটির ঘোষণা চাই।

কমিউনিটির একাধিক নেতা বলেন, বিমান বন্দরে প্রবাসীদের হয়রানি, প্রবাসীদের সম্পত্তি দখল, দ্বৈত নাগরিক হওয়ার আবেদন যাতে দ্রুত নিস্পত্তি করেন সেটিও আমাদের দাবীর মধ্যে রয়েছে।

তারা বলেন, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যে হেল্প ডেস্ক আছে তারা যাতে নিউইয়র্কবাসীর ফোন বা অভিযোগ পেলে দ্রুত নিস্পত্তি করেন সেটির দিকে সংশ্লিষ্টরা নজর দেন সে ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে ঘোষণা সময়ের দাবী।

কুইন্সের জ্যামাইকায় বসবাসকারী গৃহবধু মাহমুদা খাতুন বলেন, 'নিউইয়র্ক-ঢাকা ফ্লাইট' চালুর ব্যাপারে আমরা শুধু বাংলাদেশ সরকারের আশ্বাস-ই শুনে আসছে। সরকারের মন্ত্রীরা নিউইয়র্ক আসলে আশ্বাস দিয়ে যান। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীও আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু বিমান আসছে না। আমরা আশ্বাস বা কথা নয়, বাস্তবায়ন চাই।

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যানের সাক্ষাৎকার মেয়েদের এত বেশি ঝরে পড়া বিস্মিত করেছে

২০২২ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষা আজ বৃহস্পতিবার থেকে শুরু। করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতির কারণে এবার কম সময় নিয়ে সীমিত সিলেবাসে এসএসসি পরীক্ষা হচ্ছে। কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের এবারের পরীক্ষার প্রস্তুতি, ব্যবস্থাপনাসহ নানা দিক নিয়ে প্রথম আলো সঙ্গে কথা বলেছে বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. আবদুস ছালামের সঙ্গে।

প্রশ্ন : এসএসসি পরীক্ষা শুরু। আপনাদের প্রস্তুতি কেমন?

মো. আবদুস ছালাম: কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের অধীন ৬ জেলার ১ হাজার ৭৬৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১ লাখ ৮৯ হাজার ৬৭৮ শিক্ষার্থী এ বছর ২৭৪টি পরীক্ষাকেন্দ্রে এসএসসি পরীক্ষা দেবে। এবার পরীক্ষা হবে দুই ঘণ্টার। বেলা ১১টা থেকে ১টার মধ্যে পরীক্ষা শেষ হবে। দুপুরের পর কোনো পরীক্ষা নেই। ইতিমধ্যে প্রশাসন ও বোর্ড মিলে পরীক্ষার যাবতীয় প্রস্তুতি নিয়েছে। সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য ভিজিলেন্স টিম গঠন করা হয়েছে। এই টিম বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্রে যাবে। পরীক্ষাকেন্দ্রে কোনো ধরনের অনিয়ম বরদাশত করা হবে না। আমরা নকলকে 'না' বলি। নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা হবে। পরীক্ষা পরিচালনাসংক্রান্ত নীতিমালা লঙ্ঘন করলেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রশ্ন : পরীক্ষা এলে বিভিন্ন ধরনের গুজব রটানো হয়। এগুলো কীভাবে মোকাবিলা করেন?

মো. আবদুস ছালাম: বুধবার একাধিক ব্যক্তি ফোন করে জানতে চেয়েছেন, পরীক্ষা ঠিক সময়ে হবে কি না? আমি বলেছি, নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা হবে। কোনো ধরনের গুজবে কান দেবেন না। এ সময়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া নিয়ে একটি অসাধু চক্র গুজব রটায়। গুজবে কান দেওয়া থেকে অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সতর্ক থাকবে হবে। আমরা সতর্ক আছি।

প্রশ্ন : গত বছরের তুলনায় এ বছর পরীক্ষার্থী কমেছে। ২৫ হাজারের বেশি ছাত্রী এক বছরেই ঝরে গেছে। এটা কেন হলো?

মো. আবদুস ছালাম: দেখুন, এবারের এসএসসি পরীক্ষার্থীরা নবম শ্রেণিতে যখন নাম নিবন্ধন করেছিল, তখন করোনাকাল ছিল। ২০২০ সালে ওরা নাম নিবন্ধন করে। তখন ২ লাখ ২০ হাজার ২৮৯ জন নিবন্ধন করেছিল।

‘বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অনন্য উচ্চতায় বাংলাদেশ’

(৫ পাতার পর)

মাইলফলক অর্জিত হয়েছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্যা কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে।

গত ২৫ জুন নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্প ‘পদ্মা বহুমুখী সেতু’র ঐতিহাসিক উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে দেশের কোটি কোটি মানুষের আজীবনের লালিত স্বপ্ন পূরণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাঙালী জাতি যতদিন বেঁচে থাকবে দেশের প্রতি তার এই অসাধারণ অবদানের কথা ততদিন গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে। মূলতঃ বঙ্গবন্ধু তনয়া শেখ হাসিনার দৃঢ় সংকল্প ও সিদ্ধান্তেই এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। সরকারের কট্টর সমালোচক ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সংবাদপত্রগুলো পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়ন স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্জন। আসছে ডিসেম্বরে ঢাকাবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন মেট্রো রেলের আনুষ্ঠানিক যাত্রার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর দক্ষ নেতৃত্বে এ বছর দেশের উন্নয়নের মাইলফলকে যোগ হতে যাচ্ছে আরেকটি পালক। এর মাধ্যমে পূরণ হতে যাচ্ছে ঢাকাবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন এবং উন্মোচন হতে যাচ্ছে রাজধানী তথা দেশের যোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে দেশের অর্থনীতি আজ মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে যখন সারাবিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা বিরাজ করছে তখন গত অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানী আয় ৫২ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। নিজস্ব অর্থায়নে ত্রিশ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে পদ্মা সেতুর মতো দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশের জিডিপি ৭.২৫ ভাগে উন্নীত হয়েছে। অন্যদিকে মাথাপিছু আয় দাঁড়িয়েছে ২,৮২৪ ইউএস ডলার। বিশ্বব্যাপী খাদ্যমূল্যের আকাশচুম্বী দাম এবং বৈদেশিক রেমিটেন্সের পরিমাণ কমে যাওয়া সত্ত্বেও দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪২ বিলিয়ন ডলারের বেশি রয়েছে।

গত কয়েক বছর ধরে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখার পাশাপাশি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অর্থনীতির প্রতিটি সূচকে এগিয়ে গেছে দেশ। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, খাদ্য ও তথ্যপ্রযুক্তিতে অভূতপূর্ব উন্নতি, প্রবৃদ্ধি ও মাথাপিছু আয় ও জনগণের জীবনমান উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে রয়েছে শেখ হাসিনার সরকারের তাক লাগানো সাফল্য। বঙ্গবন্ধু কর্ণফুলী টানেল, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা বন্দর, মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পদ্মা সেতু রেল সংযোগ-এর মতো বহু মেগা প্রকল্পের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বিশ্বে স্বীকৃতি পেয়েছে। সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন বাংলাদেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে উন্নত দেশগুলোর কাতারে শামিল হবে।

১৯৯৬ সলে ক্ষমতায় এসে তিনি ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তি চুক্তি এবং ভারতের সাথে বহুল প্রত্যাশিত গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি করার মাধ্যমে দেশে-বিদেশে বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়েছিলেন। ২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ আবার বিপুল ভোটে নির্বাচিত হওয়ার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমা নিয়ে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে আইনি লড়াই চালিয়ে সমুদ্রে বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার কূটনৈতিক সফলতার কারণে নিষ্পত্তি ঘটেছে ৩৫ বছর ধরে অমিমাংসিত থাকা বাংলাদেশ-ভারত স্থল সীমান্ত থাকা সমস্যা। মিয়ানমার কর্তৃক জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত ১০ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় দিয়ে জাতিসংঘসহ বিশ্বের প্রায় সকল দেশের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছেন তিনি।

কূটনৈতিক মহল প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক ভারত সফরকে অত্যন্ত সফল এবং ফলপ্রসূ বলে মন্তব্য করেছে। এই সফরে অনেকগুলো চুক্তি এবং সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে। সবচেয়ে বড় অর্জন হচ্ছে ভারতের স্থলভাগ ব্যবহার করে বিনা শুল্কে তৃতীয় দেশে পণ্য রপ্তানির সুযোগ। আর কুশিয়ারা নদীর পানি নিয়েও যে চুক্তি হয়েছে সেটিও একটি বড় সাফল্য। তার সুযোগ্য নেতৃত্বের কারণে তার দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণের বিপুল রায় নিয়ে টানা তিনবার ক্ষমতায় এসেছে। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও কূটনৈতিক দক্ষতা দিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের জন্য কুড়িয়েছেন সুনাম। বিডিআর বিদ্রোহের মতো দেশবিরোধী চক্রান্ত, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার, হেফাজতে ইসলামের অরাজক পরিস্থিতি, হলি আর্টিজান ঘটনা, জঙ্গি ও সন্ত্রাস দমন, বিএনপি-জামায়াতের আগুন সন্ত্রাস, সংসদ নির্বাচন প্রতিহত করার অপচেষ্টা ও সরকার উৎখাতে টানা তিন মাসের আন্দোলনকে শক্ত হাতে ব্যর্থ করে দিয়েছেন তিনি। এর মাধ্যমে তিনি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সফল রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে দেশে বিদেশে সকল মহলের আস্থা এবং বিশ্বাস অর্জন করেছেন।

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শাসন সমুন্নত রাখা, অভূতপূর্ব উন্নয়ন, জনগনের ভাগ্য পরিবর্তন, দেশে-বিদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অনবদ্য ভূমিকা রাখাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অসাধারণ অবদানের জন্য বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে তিনি চিরজাগরুক থাকবেন।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৭তম অধিবেশনে যোগদান উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রে সফরে আসছেন এবং আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু কন্যার ৭৬তম জন্মদিন। এই শুভক্ষণে তাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই এবং মহান আল্লাহতায়ালার কাছে তার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এপর্যন্ত প্রায় ৪০টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও ডিগ্রি অর্জন করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু তুলে ধরা হল :

২০২১: জাতিসংঘের সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সলিউশন নেটওয়ার্ক (SDSN) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দারিদ্র্য নিরসন, বিশ্বকে রক্ষা এবং সকলের জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নেওয়ার সার্বজনীন আহবানে সাড়া দেওয়ার জন্য ‘SDG Progress Award’ প্রদান করে।

২০১৯: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি ঘনিষ্ঠ এবং পারস্পরিকভাবে সন্তোষজনক ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক, তার দেশের জনগণের বিশেষ করে নারী ও শিশুদের কল্যাণ এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার জন্য তার প্রতিশ্রুতির স্বীকৃতি স্বরূপ ‘Dr Kalam Smriti International Excellence Awards-2019’ পান।

২০১৯: আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীকে ‘Lifetime Contribution for Women Empowerment Award’ দিয়ে সম্মানিত করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে জার্মানিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ইমতিয়াজ আহমেদ বার্লিনে ইনস্টিটিউট অব সাউথ এশিয়ান উইমেন প্রদত্ত পুরস্কার গ্রহণ করেন।

২০১৮: রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেয়ার ক্ষেত্রে তার মানবিক ও দায়িত্বশীল নীতি এবং এই ইস্যুতে তার দূরদর্শী নেতৃত্বের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৮ সালে দুটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার ঃ IPS-International Achievement Award and the Special Distinction Award for Leadership পেয়েছেন।

২০১৭: তিনি বাংলাদেশে নারী শিক্ষা এবং উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে তার অসামান্য নেতৃত্বের জন্য ২০১৭ সালে ‘Global Women’s Leadership Award’ লাভ করেন।

২০১৫: চ্যাম্পিয়ন অব দ্যা আর্থ পুরস্কার। জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুকি মোকাবেলায় জাতিসংঘ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এই পুরস্কারে ভূষিত করে।

২০১৫: ITU (International Telecom Union) Award। ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন ও তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নে বিশেষ অবদানের জন্য জাতিসংঘ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এই পুরস্কারে ভূষিত করে।

২০১৫: WIP (Women in Parliament) Global Award। রাজনীতিতে নারী পুরুষের বৈষম্য কমানোর ক্ষেত্রে দক্ষিন ও দক্ষিন পূর্ব এশিয়ায় নেতৃস্থানীয় ভুমিকা পালনের ২৫ মার্চ ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবায় এই পুরস্কার দেয়া হয়।

২০১৪: শান্তিবৃক্ষ পদক (Peace Tree Award)। নারী ও শিশু শিক্ষা ও উন্নয়নে বিশেষ অবদানের জন্য ইউনেস্কো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এই পুরস্কারে ভূষিত করে। এছাড়াও খাদ্য উৎপাদন ও তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য সেপ্টেম্বর ২০১৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল ইউনিভারসিটি মাননীয় পট্রধানমন্ত্রীকে এই সম্মাননা সার্টিফিকেট প্রদান করে।

২০১৩: South South Award। খাদ্য নিরাপত্তা এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ অবদানের জন্য জাতিসংঘের ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর সাউথ সাউথ কোঅপেরাশন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এই পুরস্কারে ভূষিত করে।

২০১৩: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন প্রসূত ‘একটি বাড়ি ও একটি খামার প্রকল্প’ ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিতব্য তথ্য-প্রযুক্তি মেলায় ২৩ সেপ্টেম্বর সাউথ এশিয়া ও এশিয়া প্যাসিফিক “Manthan Award” পদকে ভূষিত হন।

২০১৩: জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) দারিদ্রতা, অপুষ্টি দূর করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করায় ১৬ জুন বাংলাদেশকে “Diploma Award” পদকে ভূষিত করে।

২০১২: বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষা এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রম এগিয়ে নিতে বিশেষ অবদানের জন্য টঘ-উঝঈঙ ১৬ জুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ‘Cultural Diversity’ পদকে ভূষিত করে।

২০১১: ২৬ জানুয়ারি ব্রিটিশ হাউস অব কমন্সের স্পিকার Jhon Bercow MP মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে গনতন্ত্র পুনুরুদ্ধারে দূরদর্শী নেতৃত্ব, সুশাসন, মানবাধিকার রক্ষা, আঞ্চলিক শান্তি ও জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সচেতনতা বৃদ্ধিতে তার অনবদ্য অবদানের জন্য Global Diversit প্রদান করেন।

২০১১: South South Award। স্বাস্থ্যখাতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে নারী ও শিশু মৃত্যুর হার কমানোর ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য International Telecommunication union (ITU) South South News, এবং জাতিসংঘের আফ্রিকা সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কমিশন যৌথভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে South South Award 2011 : Digital Development Health এই পুরস্কারে ভূষিত করে।

২০১০: MDG (Millenium Devolopment Goal) : শিশু মৃত্যুর হ্রাস সংক্রান্ত MDG-4 অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘ এই পুরস্কার প্রদান করে।

২০১০: ২৩ নভেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তর্জাতিক উন্নয়নে অসমান্য অবদানের জন্য St. Petersburg University প্রধানমন্ত্রীকে সম্মানসূচক ডক্টরেট প্রদান করেন।

২০১০: ১২ জানুয়ারি বিশ্বখ্যাত “ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পদক - ২০০৯” এ ভূষিত হন।

২০০৫: জুন মাসে গনতন্ত্র, মানবাধিকার ও শান্তির পক্ষে অবদান রাখার জন্য শেখ হাসিনাকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে পিপলস ফ্রেন্ডশিপ ইউনিভার্সিটি অব রাশিয়া।

২০০০ : রাজনৈতিক , অর্থনৈতিক ও মানবাধিকারের ক্ষেত্রে সাহসিকতা ও দূরদর্শিতার জন্য ম্যাকন ওমেনস কলেজ যুক্তরাষ্ট্র “পার্ল এস বাক পদক” পদক প্রদান করে।

২০০০: ৪ ফেব্রুয়ারী ব্রাসেলসের ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয় “Doctor Honorius Caus” প্রদান করে।

২০০০: ৫ সেপ্টেম্বর “University of Bridgeport” কানেকটিকাট, যুক্তরাষ্ট্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ‘Doctor of Humane Letters’ প্রদান করে বিশ্ব শান্তি ও উন্নয়নে অবদানের জন্য।

১৯৯৯: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগ এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২১ ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি লাভ করে।

১৯৯৯: ২০ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়া ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি “ডক্টর অব লজ” ডিগ্রি প্রদান করে মানবাধিকারপ্রতিষ্ঠার অবদানের জন্য।

১৯৯৯: ক্ষুধার বিরুদ্ধে আন্দোলনের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ FAO কর্তৃক ‘সেরেস পদক’ লাভ করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

১৯৯৮: নরওয়ের রাজধানী অসলোয় মহাত্মা গান্ধী ফাউন্ডেশন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ‘এম কে গান্ধী’ পুরস্কারে ভূষিত করে।

১৯৯৮: এপ্রিল শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠায় অবদানের জন্য শেখ হাসিনাকে ‘ ‘মাদার তেরেসা পদক” প্রদান করে নিখিল ভারত শান্তি পরিষদ।

১৯৯৮: পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অনন্য অবদান রাখার জন্য ইউনেস্কো শেখ হাসিনাকে ‘ফেলিক্স হুফে বইনি’ শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করে।

১৯৯৮: ২৮ জানুয়ারী শান্তি নিকেতনে বিশ্বভারতীর এক আড়ম্বরপূর্ণ বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনাকে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মানমূলক ‘ ‘দেশিকোত্তম” উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

১৯৯৭: লায়ন্স ক্লাবসমূহের আন্তর্জাতিক এ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক “রাষ্ট্রপ্রধান পদক” এ ভূষিত হন।

১৯৯৭: রোটারী ইন্টারন্যাশনালের রোটারী ফাউন্ডেশন শেখ হাসিনাকে “পল হ্যারিস ফেলো” নির্বাচিত করে এবং ১৯৯৬-১৯৯৭ সালের সম্মাননা মেডেল প্রদান করে।

১৯৯৭: নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি শান্তি, গণতন্ত্র ও উপমাহদেশের দেশগুলোর মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে অনন্য ভূমিকার স্বীকৃতি স্বরূপ শেখ হাসিনাকে “নেতাজী মেমোরিয়াল পদক ১৯৯৭” প্রদান করে।

১৯৯৭: ২৫ অক্টোবর গ্রেট বৃটেনের ডান্ডি অ্যাবার্তে বিশ্ববিদ্যালয় এক বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী “ডক্টর অব লিবারেল আর্টস” ডিগ্রি প্রদান করে।

১৯৯৭: ১৫ জুলাই জাপানের বিখ্যাত ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয় এক বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সম্মানসূচক “ডক্টর অব লজ” ডিগ্রি প্রদান করে।

১৯৯৭: ৬ ফেব্রুয়ারী যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় বৃহত্তম সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সম্মানসুচক “ডক্টর অব লজ” উপাধি প্রদান করে।

লেখক: প্রেস মিনিস্টার, বাংলাদেশ দূতাবাস, ওয়াশিংটন ডিসি।

স্বাগতম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

(প্রথম পাতার পর)

যুক্তরাজ্য পৌছেন। সেখানে তিনি ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অবস্থান করবেন। সেদিন রাণী এলিজাবেথের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর যুক্তরাজ্য থেকে সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে যাবেন তিনি। আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর জাতিসংঘে ভাষণ দেওয়ার কথা রয়েছে। বরাবরের মতো এবারও তিনি বাংলায় ভাষণ দেবেন। জাতিসংঘের সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে তিনি ওয়াশিংটন যাবেন। নিউইয়র্কে অবস্থানকালে প্রধানমন্ত্রী ম্যানহাটানস্থ হোটেল লটে প্যালেসের সুইটে অবস্থান করবেন।

বার্তা সংস্থা ইউএনএ জানায়, আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাতিসংঘে আগমন উপলক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ সংবর্ধনার আয়োজন করেছে। আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর শনিবার এস্টোরিয়ার ওয়ার্ল্ড ম্যানর থেকে দলীয় নেতা-কর্মী ভার্চুয়ালী এই সংবর্ধনা জানাবেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর হোটেল লটে প্যালেসের সুইট থেকে সংবর্ধনায় যোগ দেবেন বলে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান ইউএনএ প্রতিনিধিকে জানিয়েছেন। এর আগে ১৯ সেপ্টেম্বর সোমবার প্রধানমন্ত্রী নিউইয়র্ক এসে পৌছলে ঐদিন প্রধানমন্ত্রীকে জেএফকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দলের পক্ষ থেকে ‘স্বাগত সমাবেশ’এর মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানানো হবে। প্রধানমন্ত্রী সোমবার সকাল ১০টায় নিউইয়র্কে এসে পৌছবেন। অপরদিকে ২৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার জাতিসংঘে ভাষণ দেওয়ার সময় যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ জাতিসংঘের সামনে ‘শান্তি সমাবেশ’ কর্মসূচী পালন করবে বলে দলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর নিউইয়র্ক সফরের সময় দলীয় কর্মসূচী সফল করতে ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে বলে দলের প্রচার সম্পাদক দুলাল মিয়া এনাম জানিয়েছেন।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী পরিবারের ব্যানারে সিটির উডসাইডস্থ কুইন্স প্যালেস থেকে দলীয় নেতা-কর্মীরা ২৪ সেপ্টেম্বর শনিবার ভার্চুয়ালী সংবর্ধনায় যোগ দেবেন বলে জানা গেছে যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা দরুদ মিয়া রনেল ইউএনএ প্রতিনিধিকে জানান।

পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিউইয়র্ক আগমন ঘিরে বদলে যাচ্ছে নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিবেশ। বিশেষ করে জ্যাকসন হাইটসে প্রতিদিনই আওয়ামী লীগ দলীয় নেতা-কর্মীদের অফিসিয়ালের পাশাপাশি আনঅফিসিয়াল সভা-সমাবেশ চলছে। দলীয় নেতা-কর্মীদের বৈঠক চলছে গভীর রাত পর্যন্ত।

ঢাকা থেকে প্রাপ্ত খবরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, এবারের জাতিসংঘের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুদ্ধ বন্ধ করে আলোচনার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা, যুদ্ধের কারণে সাধারণ মানুষের ক্ষতি, অর্থনীতি পুনরুদ্ধার, খাদ্য নিরাপত্তা, জ্বালানি সংকট, রোহিঙ্গা ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে গুরুত্ব দেবেন। বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অধিবেশনে বরাবরের মতো এবারও তিনি বাংলায় ভাষণ দেবেন।

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে কোন বিষয়গুলো গুরত্ব পাবে জানতে চাইলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বলেন, রাশিয়া-ইউক্রেন যযদ্ধের কারণে পুরো বিশ্ব কমবেশি বিভিন্ন ধরনের সংকট মোকাবিলা করছে। বাংলাদেশ বরাবরই জাতিসংঘে শান্তির কথা বলে এসেছে। এবার বিশ্ব নেতাদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী হয়তো যুদ্ধ না করে যে কোনো সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের বার্তা দেবেন। যুদ্ধের কারণে বাংলাদেশের মতো দেশগুলো যারা উন্নয়শীল দেশ থেকে উন্নত দেশের কাতারে যাওয়ার চেষ্টা করছে তারা কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, বিশেষ করে অর্থনৈতিক দিক বিবেচনায়, সেসব বিষয় তুলে ধরবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এ কর্মকর্তা বলেন, রোহিঙ্গা সমস্যার কথা উঠে আসবে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে। জলবায়ু সংকট মোকাবিলা, খাদ্য নিরাপত্তা বা জ্বালানির মতো ইস্যুগুলোও উঠে আসতে পারে।

খাদ্য, জ্বালানি এবং অর্থায়ন বিষয়ে ‘চ্যাম্পিয়নস গ্রুপ অব গ্লোবাল ক্রাইসিস রেসপন্স’ প্ল্যাটফর্মের সদস্যদের নিয়ে জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তেনিও গুতেরেসের সভাপতিত্বে একটি বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। প্ল্যাটফর্মটির গুরত্বপূর্ণ সসদ্য হিসেবে বৈঠকে যোগ দেবেন শেখ হাসিনা। এন্টিবায়োটিক ওষুধের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক একটি বৈঠকেও যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী।

রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে বাংলাদেশের আয়োজনে একটি সাইড ইভেন্টে যোগ দেবেন বঙ্গবন্ধুকন্যা। সেখানে রোহিঙ্গা সংকট, প্রত্যাবাসন শুরু না হওয়া এবং বর্তমানে মিয়ানমার সীমান্তের উদ্বেগ তুলে ধরবে বাংলাদেশ।

এর বাইরে আশ্রয়ণ প্রকল্প নিয়ে আরেকটি সাইড ইভেন্টে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী। ভূমিহীন-গৃহহীনদের কীভাবে সরকার সহায়তা করছে সেটি তুলে ধরা হবে। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নিয়ে ছবির প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন শেখ হাসিনা। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিলের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর।

নিউইয়র্কে বেশ কয়েকটি দেশের রাষ্ট্র নেতাদের সঙ্গেও বৈঠকের কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। কাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক হচ্ছে জানতে চাইলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জানান, কয়েকটা দেশের রাষ্ট্র নেতাদের সঙ্গে বৈঠক হবে। চূড়ান্ত করে এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না। কেননা, সিডিউলের পরিবর্তন হচ্ছে। তবে জাতিসংঘ মহাসচিবের সঙ্গে একটা সাক্ষাৎ রয়েছে। নিউইয়র্কের আনুষ্ঠানিকতা শেষে আগামী ২৪ বা ২৫ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটন ডিসিতে যাওয়ার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর।

উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে জা তিসং ঘের সাধারণ প রিষদে বাংলায় ভাষণ দেন। তার যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে শেখ হাসিনা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে এ পর্যন্ত ১৮ বার বাংলায় ভাষণ দেন। এবার তিনি ১৯তম ভাষণ দেবেন। জাতিসংঘের ৭৬তম অধিবেশনেও সশরীরে যোগ দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুকন্যা। তবে করোনা মহামারি পরিস্থিতির কারণে ৭৫তম অধিবেশনে তিনি সশরীরে যোগ দিতে পারেননি।

রানি এলিজাবেথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী

এদিকে সদ্য প্রয়াত ব্রিটেনের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর লন্ডনের ওয়েস্টমিন্সটার অ্যাবেতে অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে যোগ দেবেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও লন্ডনের বাংলাদেশ হাইকমিশন এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জানান, প্রধানমন্ত্রী ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লন্ডনে অবস্থান করার কথা ছিল। কিন্তু ১৯ সেপ্টেম্বর রাণী এলিজাবেথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানের সময় নির্ধারিত হওয়ায় আরও একদিন লন্ডনে অবস্থান করবেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি রানির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। আশা করা হচ্ছে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষে ওইদিনই নিউইয়র্কের উদ্দেশে রওয়ানা করবেন তিনি।

লন্ডনের বাংলাদেশ দূতাবাস সূত্র বলছে, ১৯ সেপ্টেম্বর সম্ভব না হলে তার পরদিন নিউইয়র্কের উদ্দেশে রওয়ানা করবেন প্রধানমন্ত্রী। লন্ডনে অবস্থানকালে প্রধানমন্ত্রী কোনো আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমে অংশ নেবেন না।

সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন লিজ ট্রাস। তার সঙ্গেও প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাতের কোনো সম্ভাবনা নেই বলে বার্তা দিচ্ছে কূটনৈতিক সূত্রগুলো। তবে এ প্রসঙ্গে কোনো মন্তব্য করেনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গীর তালিকায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরসঙ্গী হিসেবে লন্ডন এবং নিউইয়র্কে যাচ্ছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য নিশ্চিত হওয়া গেছে। মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জানান, সফরের তালিকায় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম রয়েছে।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর নয়াদিল্লি সফরে শেষ মুহূর্তে বাদ পড়েন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছিলেন মন্ত্রী অসুস্থ হওয়ায় যাচ্ছেন না। তবে শেষ মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রীর সফর থেকে তার বাদ পড়া নিয়ে নানা আলোচনার জন্ম হয়।





নিউইয়র্কে গ্র্যাজুয়েট ক্লাব ইউএসএ'র উদ্যোগে ঢাবির শতবর্ষ পূর্তি



নিউইয়র্ক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্র্যাজুয়েট ক্লাব ইউএসএ-এর উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি উদযাপিত হয়েছে। গত ৪ সেপ্টেম্বর সাড়ম্বরভাবে নিউইয়র্কের উডসাইডের গুলশান টেরেসে এই আয়োজন সম্পন্ন হয়। দুই পর্বে সম্পন্ন হয় অনুষ্ঠানটি। প্রথম পর্বে ছিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও র‍্যালি। দ্বিতীয় পর্বে কেক কাটা, আলোচনা ও বিভিন্ন প্রকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীরা এদিন দুপুরের পর থেকেই জড়ো হতে থাকেন নিউইয়র্কের প্রাণকেন্দ্র জ্যাকসন হাইটসে। টি-শার্ট বিতরণের পর শুরু হয় র‍্যালি। বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে ৩৭-৭৩ এভিনিউতে অবস্থিত বাংলাদেশ প্লাজার সামনে থেকে র‍্যালি শুরু হয়। এটি পরিচালনা করেন মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীরা বাঁশি, ঢোল-তবলা বাজিয়ে, গান গেয়ে র‍্যালিকে আরও আনন্দঘন করে তোলেন।

বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত ও যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল এনথেম গাওয়ার মধ্য দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। শুরুতে কোরআনুল কারিম থেকে তেলাওয়াত করেন মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ। এরপর একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। তার আগে মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর পরিচালনায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্র্যাজুয়েট ক্লাব ইউএসএ-এর আহবায়ক মো. মাসুদুল ইসলাম। সন্ধ্যা ৭টার দিকে কেক কাটার মাধ্যমে শুরু হয় অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়পর্ব। মহুয়া মৌরি ও মুহাম্মদ শফীর উপস্থাপনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন কনভেনর মো. মাসুদুল ইসলাম, নিউইয়র্কের বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মুনিরুল ইসলাম, ডেপুটি কনসাল জেনারেল এস এম নাজমুল ইসলাম, জাতিসংঘের সহকারী মহাসচিবের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজিং অফিসার এমডি লোকমান হোসাইন। গ্রাজুয়েট ক্লাবের পক্ষে বক্তব্য রাখেন মো. রোকানুজ্জামান ও মহসিন উদ্দীন মোল্যা।

এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের সাবেক শিক্ষার্থীরা বক্তব্য রাখেন। তারা কেউ ক্যাম্পাস জীবনের স্মৃতিচারণ করেছেন। এছাড়া কবিতা আবৃত্তি, সংগীত পরিবেশনাসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে মেতে উঠেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাজুয়েট ক্লাব ইউএসএ-এর সদস্যরা।

ড. মনিরুল ইসলাম তার বক্তব্যে বলেন, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্র্যাজুয়েট ক্লাবের এই অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছি কনসাল জেনারেল হিসেবে নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সাবেক শিক্ষার্থী হিসেবে। যখন থেকে এই অনুষ্ঠানের খবর পেয়েছি, তখন থেকেই এই মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষায় ছিলাম। আমার মনের আঙিনায় এখন ভাসছে সেই টিএসসি, কলাভবন, নীলক্ষেত, মলচত্বর, কার্জন হল, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী আর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের প্রতিটি স্মৃতি।

গ্র্যাজুয়েট ক্লাবের আহবায়ক মাসুদুল ইসলাম বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের বুকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে সত্য সুন্দর ও উজ্জ্বল আগামীর স্বপ্ন। জীবনের অনিবার্য ডাকে আমরা হয়তো ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়ে এসেছি, তবে আমরা জানি, বিশ্ববিদ্যালয় কখনো প্রাক্তন হয় না। এই গ্র্যাজুয়েট ক্লাবের মাধ্যমে আমরা আবার সবাইকে এক সুঁতোয় গাঁথবো।

সংগঠনের যুগ্ম আহবায়ক মোহাম্মদ রোকানুজ্জামান বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে আমরা যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীরা বসবাস করছি, আমাদের মাঝে কীভাবে একটি সুন্দর ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়, সেই ভাবনা থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্র্যাজুয়েট ক্লাবের যাত্রা শুরু।

মোহাম্মদ মহসিন উদ্দীন মোল্যা বলেন, আমরা বিশ্বাস করি, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্র্যাজুয়েটদের মাঝে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের যে কোনো আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে সমর্থ হবো। এর মধ্য দিয়ে স্বার্থকতা খুঁজে পাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাজুয়েট ক্লাবের পথচলা।

অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে ছিল- র‍্যাফেল ড্র টিকিট বিতরণ, তথ্যচিত্র প্রদর্শন, বক্তৃতা, স্মৃতিচারণ, দলীয় ও একক সংগীত পরিবেশন, কবিতা আবৃত্তি, ফ্যাশন শো, নৃত্য পরিবেশনা, ক্যাম্পাসভিত্তিক নাটিকা, শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। রাতের খাবারের পর র‍্যাফেল ড্র এর পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। সবশেষে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় রাত ১১টায়।

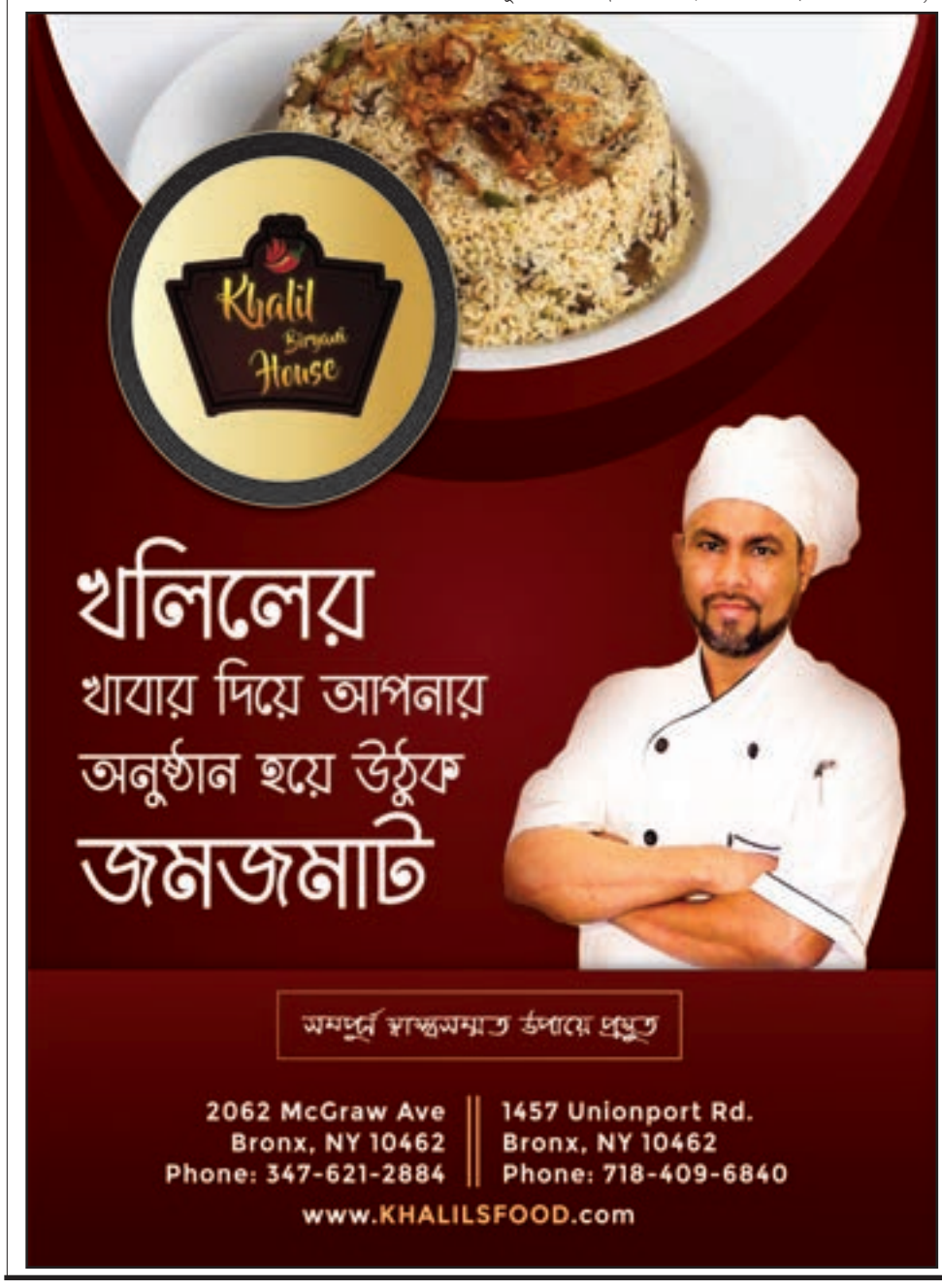
গ্র্যাজুয়েট ক্লাব কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে একটি ম্যাগাজিন বের করা হয়। 'অপরাজেয় মিলনমেলা ম্যাগাজিন-২০২২' নামের এই স্মরণিকায় যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন স্মৃতিচারণমূলক নিবন্ধ, কবিতা, গল্প প্রকাশিত হয়েছে। ম্যাগাজিনটি সম্পাদনা করেছেন মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, সিলভিয়া সাবেরীন ও মামুন রশীদ।

শতবর্ষ পূর্তি উদযাপনের এই অনুষ্ঠানে স্পন্সর হিসেবে ছিলেন- আকরাম হোসেন, মনিরুজ্জামান মনির, ফারুক হোসেন, মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, রেদোয়ান চৌধুরী এবং মো. মাসুদুল ইসলাম। প্রতিষ্ঠান হিসেবে এগিয়ে এসেছে- ফ্রেন্ডস অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস এবং এটর্নি রাজু মহাজন অ্যান্ড এসোসিয়েটস। প্রসঙ্গত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্র্যাজুয়েট ক্লাব ইউএসএ-এর আহ্বায়ক হিসেবে রয়েছেন- মোহাম্মদ মাসুদুল ইসলাম। এছাড়া যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন- মোহাম্মদ রোকানুজ্জামান, মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, মশিউর রহমান, মোহাম্মদ মহসিন উদ্দীন মোল্যা, মামুন রশীদ, মহুয়া পারভীন, সিলভিয়া সাবেরীন এবং কোহিনূর বেগম।

মামুন রশীদ বলেন, গত বছর অর্থাৎ ৩১ জুলাই, ২০২১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্র্যাজুয়েট ক্লাব, ইউএসএ'র শুরু হয়েছিলো একটি আবেগ মিশ্রিত ভাবনা নিয়ে। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটদের মাঝে কিভাবে একটি সুন্দর ও সমমনা বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক স্থাপন করা যায়- এ ভাবনা থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্র্যাজুয়েট ক্লাবের পথচলা শুরু। তিনি আরও বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের কাছে একটি ভালোবাসার নাম, একটি চেতনার নাম। বিশ্বে এমন কোনো বিশ্ববিদ্যালয় পাওয়া যাবে না, যেটি জাতির আশা-আকাংক্ষাকে এককভাবে ধারণ করে। এসব চেতনাকে ধারণ করেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্র্যাজুয়েট ক্লাব, ইউএসএ'র পথচলা শুরু।

মিলনমেলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মামুন রাশিদ ও সিলভিয়া সাবেরীন। রম্য বিতর্ক এবং ভিন্নধর্মী ফ্যাশন শো অনুষ্ঠানে আরও মনোরম করে তুলে। ফ্যাশন শো তে ঢাবি'র বিশেষ দিকগুলোর পাশাপাশি ইতিহাসকে তুলে ধরা হয়।

মামুন রাশিদ আর আরিফিন টুলুর কণ্ঠে ক্যাম্পাসের প্রিয়গুলো দিয়ে মুখরিত হয়ে উঠে গুলশান টেরেস। র‍্যালীতে লাল বাসের প্রতিকৃতি তুলে ধরা হয়। আরও ছিলো ঢাবিকে নিয়ে লেখা ভালবাসায় সিক্ত প্ল্যাকার্ড। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন ২০২২
BANGLADESH SOCIETY INC, ELECTION 2022

১৮ সেপ্টেম্বর, রোববার নির্বাচনে

ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটি, বাংলাদেশ ও আমেরিকার
মূলধারায় প্রবাসী বাংলাদেশীদের স্বার্থ প্রতিষ্ঠায় অঙ্গিকারবদ্ধ
নিষ্ঠাবান, সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সার্বজনীন

নয়ন-আলী
পরিষদ



কাজী নয়ন
সভাপতি প্রার্থী
Kazi Ashraf Hossain (Nayan)
President



মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী
Mohammad Ali
General Secretary

সিনিয়র সহ-সভাপতি প্রার্থী

করোনা মহামারির সময়ে, মানুষের সেবায় সর্বদা নিবেদিত প্রাণ

আব্দুর রহিম হাওলাদার

প্রার্থী পরিচিতি:

- বর্তমান এক্টিং প্রেসিডেন্ট:
  বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক
- দুই বার নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক:
  বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক
- কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার, কমিউনিটি বোর্ড-৩
- Constituent Liason NYS Assembly District 30
  Assemblyman Brian Barnwell
- এলহার্স্ট হসপিটালের প্রথম বাংলাদেশী এডভাইজার
- প্রাক্তন সহ সভাপতি:
  জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস
  এসোসিয়েশন (জেবিবিএ)
- দুইবার নির্বাচিত প্রাক্তন সভাপতি:
  জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টার ও মসজিদ ইন্‌ক
- ডাইরেক্টর: বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব
- প্রাক্তন সি: ভাইস প্রেসিডেন্ট :
  মুন্সিগঞ্জ বিক্রমপুর এসোসিয়েশন ইন্‌ক
- প্রেসিডেন্ট ও সিইও: পপুলার ড্রাইভিং স্কুল ইন্‌ক



Abdur Rahim Howladar
Sr. Vice President

B2

আপনাদের মূল্যবান ভোট ও দোয়া প্রার্থী



Please Vote for
Abdur Rahim Howladar
Sr. Vice President

প্রচারে ঃ নয়ন-আলী নির্বাচন পরিচালনা কমিটি


বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন ২০২২
BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2022
প্রবাসে বাংলাদেশী পার্লামেন্ট
"ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটি ও মূলধারায় অবস্থান সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে জনকল্যাণে পরিক্ষিত সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সার্বজনীন"
১৮ সেপ্টেম্বর নির্বাচনে
রব-রুহুল
পরিষদ
A1
আবদুর রব মিয়া
সভাপতি
ABDUR RAB MIA
PRESIDENT
A4
রুহুল আমিন সিদ্দিকী
সাধারণ সম্পাদক
RUHUL AMIN SIDDIKI
GENERAL SECRETARY
PLEASE VOTE FOR RAB-RUHUL PANEL
A2
মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান
সিনিয়র সহ সভাপতি
MD. MOHIUDDIN DEWAN
SENIOR VICE PRESIDENT
A3
ফারুক চৌধুরী
সহ সভাপতি
FARUK U. CHOUDHURY
VICE PRESIDENT
A5
আমিনুল ইসলাম চৌধুরী
সহ সাধারণ সম্পাদক
AMINUL CHOWDHURY
ASST. GENERAL SECRETARY
A6
নওশেদ হোসেন
কোষাধ্যক্ষ
NOASHED HOSSAIN
TREASURER
A7
আবুল কালাম ভূঁইয়া
সাংগঠনিক সম্পাদক
ABUL KALAM BHUIYAN
ORGANIZING SECRETARY
A8
ডা. শাহনাজ লিপি
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
DR. SHAHNAJ LIPI
CULTURAL SECRETARY
A9
রিজু মোহাম্মদ
জন সংযোগ ও প্রচার সম্পাদক
REZU MOHAMMED
PUBLIC RELATION & PUBLICITY SECT.
A10
মোঃ টিপু খান
সমাজকল্যাণ সম্পাদক
MD. TIPU KHAN
SOCIAL WELFARE SECRETARY
A11
ফয়সাল আহমদ
সাহিত্য সম্পাদক
FOYSOL AHMED
LITERATY SECRETARY
A12
মাইনুল উদ্দিন মাহবুব
ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক
MAINUL UDDIN (MAHBUB)
SPORTS & ENT. SECRETARY
A13
প্রদীপ ভট্টাচার্য
স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক
PRADIP BHATTACHARJYA
SCHOOL & EDUCATION SECRETARY
A14
মোঃ সাদী মিন্টু
কার্যকরী সদস্য
MOHAMMED SAADI MINTU
EXECUTIVE MEMBER
A15
ফারহানা চৌধুরী
কার্যকরী সদস্য
FARHANA CHOWDHURY
EXECUTIVE MEMBER
A16
শাহ মিজানুর রহমান
কার্যকরী সদস্য
SHAH MIZANUR RAHMAN
EXECUTIVE MEMBER
A17
সিরাজদৌল্লাহ হক বাশার
কার্যকরী সদস্য
SIRAJDULLAH HAQUE BASHAR
EXECUTIVE MEMBER
A18
মোঃ আখতার বাবুল
কার্যকরী সদস্য
MD. AKHTER BABUL
EXECUTIVE MEMBER
রব-রুহুল পরিষদ
আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী
PLEASE VOTE FOR
RAB-RUHUL PANEL
A19
সুশান্ত দত্ত
কার্যকরী সদস্য
SUSHANTA DATTA
EXECUTIVE MEMBER
রব-রুহুল পরিষদ আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী
প্রচারেঃ রব-রুহুল পরিষদের নির্বাচন পরিচালনা কমিটি



ফরিদ আলম
সাবেক সভাপতি
ছাত্রলীগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
সাবেক সাধারণ সম্পাদক, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ
শিল্প ও বাণিজ্যবিষয়ক সম্পাদক
যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ।

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন ২০২২

BANGLADESH SOCIETY INC, ELECTION 2022

১৮ সেপ্টেম্বর, রবিবার নির্বাচনে

ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটি, বাংলাদেশ ও আমেরিকার
মূলধারায় প্রবাসী বাংলাদেশীদের স্বার্থ প্রতিষ্ঠায় অঙ্গিকারবদ্ধ

নিষ্ঠাবান, সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সার্বজনীন

নয়ন-আলী
পরিষদ

আপনার দোয়া ও ভোট প্রার্থী



কাজী নয়ন
সভাপতি প্রার্থী
Kazi Ashraf Hossain
(Nayan), President



মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী
Mohammad Ali
General Secretary



আব্দুর রহিম হাওলাদার
সিনিয়র সহ-সভাপতি
Abdur Rahim Howladar
Sr. Vice President



মোঃ রেজাউল করিম (সগীর)
সহ-সভাপতি
Mohammed Rezaul Karim (Sogir)
Vice President



মোহাম্মদ দুলাল মিয়া
সহ-সাধারণ সম্পাদক
Mohammad Dulal Mia
Asstt. General Secretary



মোহাম্মদ জে. খান (ডিউক)
কোষাধ্যক্ষ
Mohammed Z Khan (Duke)
Treasurar



আহসান হাবিব
সাংগঠনিক সম্পাদক
Ahsan Habib
Organizing Secretary



মনিকা রায়
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
Monika Roy
Cultural Secretary



শেখ হায়দার আলী
জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক
Sheikh Haidar Ali
Publicity Secretary



আবুল কাশেম চৌধুরী
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক
Abul Kashem Chowdhury
Social Welfare Secretary



মোহাম্মদ হাসান (জিলানী)
সাহিত্য সম্পাদক
Mohammed Hasan (Zilani)
Literary Secretary



মোঃ এইচ রশিদ (রানা)
ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক
Mohammed H Rashid (Rana)
Sports & Ent. Secretary



মোঃ সামাদ মিয়া (জাকের)
স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক
Mohammad Samad Mia (Zaker)
School & Edu. Secretary



সাইদুর খান (ডিউক)
কার্যকরী সদস্য
Saidur R Khan (Duik)
Executive Member



মো: এম. আলম
কার্যকরী সদস্য
Mohammad M Alam
Executive Member



মো: এ. সিদ্দিকী
কার্যকরী সদস্য
Md. A. Siddique
Executive Member



আহসান উল্লা (মামুন)
কার্যকরী সদস্য
Ashan Ullah (Mamun)
Executive Member

১৮ সেপ্টেম্বর, রবিবার নির্বাচনে

নয়ন-আলী পরিষদে

B লাইনে সবাইকে ভোট দিন

PLEASE VOTE FOR NAYAN-ALI PANEL

প্রচারে ঃ নয়ন-আলী নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

PLEASE VOTE FOR NAYAN-ALI PANEL

অনুগ্রহ করে নয়ন-আলী পরিষদে ভোট দিন

সাহিত্যসাময়িকী

দুটি কবিতা
ফারুক মাহমুদ

আপস

শঠতা জানি না বলে পদে পদে কত পরাজয় !
তবুও বিশ্বাস রাখি মানুষের ছন্দবদ্ধ প্রেমে

আগুনের কু- হাতে আমাদের দেখা হতে পারে
এড়িয়ে কৌশল-রেখা, আবারো দুজন যদি পথে আসি নেমে

পাওয়া

একটা দীর্ঘশ্বাস ওঠে। মাঝে মাঝে বলে
'তোমার অনেক প্রাপ্য ছিল
অধিকাংশ থেকে গেল বাকি...'

ছোট্ট হেসে মনে মনে বলি
'তোমার যত 'না-দেওয়া' আছে
কী যে যত্নে বুকে তুলে রাখি!'

মমিসভ্যতা
হাফিজ রশিদ খান

এসো মমিসভ্যতা আবারও আমার হৃদয়ে
মায়ের মুখশ্রী একটুখানি দেখিতে যে মন চায়
পাথরের প্রাচীরের ভিড়ে ক্ষয়ে যাওয়া একটু ফুটোয়
উঁকি মেরে
লোকচক্ষু ফাঁকি দিয়ে

বাবার শায়িত বক্ষে
তাঁর প্রিয় সদ্যফোটা
পুকুর পারের
কামিনীফুলের শাদা পাপড়ি অঞ্জলি দিয়ে
একটু কাঁদিতে চাই নিরালায়

হাজার বছর পার হয়ে কারা যেন আনে
সমাধিসৌধের ভেতরের প্রত্নপ্রতাপের গল্প

সেই রাজ্যপাটে আমিও তো ছিলাম রাজার ছেলে
আমিও গভীর প্রেমিকপুরুষ

মমিসভ্যতায় আজ লুক্কায়িত ...

এভাবেও জীবন
কাজী আতীক

বিষাদের নীল সিক্ত ছাই রঙ আকাশ
পর্বতের চুড়া ছুঁয়ে মেঘ মেঘ বেলা
যেনো হৃদয় চৌচির করা কারো অবহেলা
ঝুলে থাকা চোখ ছুঁয়ে আর্দ্র অভিমান,

জানি আনন্দেও কখনো হয় অশ্রু অঝোর
হাসিও কখনো যেমন কান্নার প্রকারান্তর,
একই অভিব্যক্তি যেমন ভয় ও বিস্ময়ে
একই অস্থিরতাও তেমনি প্রেম ও বিরহে,

হয়তো এভাবেও জীবন, এভাবেই জীবন,
আমাকেও ছুঁয়েছিলো কখনো সেই অনুভব বিহ্বল।

প্লাবনপ্রবণ দেশের মতো
রুহুল কাদের

বিরূপ রোদের পাহাড় ডিঙিয়ে
ঠান্ডা পানীয় চায় তৃষ্ণার্ত বুক
এক চুমুক। যেতে যেতে দাঁড়াই স্বপ্নতোরণে
কদমদূরত্বে ঝুলে আছে বৈরিতার তালা।
খুলতে যাই;অবশ হাত ক্লান্ত হয়ে যায়
ভেস্তে যায় সমূদয় প্রস্তুতি
অটল প্রতিজ্ঞাও চুরমার ভেঙে যায়-
অবরোধ, বিরোধ ছড়ানো দৈবদুর্বিপাকে
মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে সমস্ত পথে পাথরপ্রতিবন্ধক
আসবো বললেই আসা যায় না সবসময়
যেন থমকে থাকি ছাউনিবেড়া উড়ে যাওয়া ঘরের চৌকাঠে
ঘূর্ণিহাওয়ায় তছনছ বসতভিটে দেখার মতো
সবিস্ময়ে তাকাই নিজের বিচূর্ণ মুখ
থই থই জলের আয়নায়,
আত্মরতির অহমিকা পুষি না পাঁজরবুকে
নার্সিসাঁসের প্রতিবিম্ব ভাসে কেন নয়নজোড়ায়!
নিদারুণ অরক্ষিত সময়ে
অনিশ্চয়তায় ভেঙে যায় সব,
জয়ের চূড়ায় বসে গ্লানিকর নগ্ন নাচের উৎসব।
কুড়োনো নুড়ির মতো পথভাঙার এই সরল অভিজ্ঞান
কতটুকু গ্রহণীয় যাচাইয়ের সুযোগও জুটে না ভাঙনের উতরোলে
আশার সলতের ফিতায় জ্বালাই শিখা
উটকো বাতাসে নিভে যায় আচানক;
মন হাঁটে বিরূপ স্রোত চিরে। চরণ জানে ঢেউয়ের বন্ধুরতা
কী রকম ভয়ানক।

প্লাবনপ্রবণ গাঙ্গেয় এই ভাটির দেশের মতো
টলমটল সফেন জলে জীবননৌকা দুলে,
দুর্দিনে দুচোখের দৃষ্টিরেখায়
অস্থির বিপন্ন কিছু বিষণ্ন বাদুড় ঝুলে।

পাখির স্বপ্ন
ইশতিয়াক রুপু

বদ্ধ খাঁচায় যে পাখি আশ্রয় নেয়,সেই আবার স্বপ্ন দেখে
সবুজ পাতায় আচ্ছাদিত বৃক্ষের ডালে বসে ভোরের সূর্য দেখবে বলে।
ভাবে মনের আনন্দে শিস দিয়ে মন ভরে সকালের গান গাইবে।
অথচ কি আশ্চর্য! সব পাখিরা আজ খাঁচা বন্দি, ঠোঁটে শিস নেই।
কণ্ঠে গীত নেই। হৃদয়ে নেই ভালবাসা। যা নিয়ে পাখি আর সবুজ পাতা
বেঁচে থাকে। ফিস ফিস করে। প্রেম করে। ভালবাসার আদর বিলায়।
তৃষ্ণার্থদের জল পান করায়। ঋষি আর বাউলদের সুরের ছায়ায় ডাকে।

আজ এই ভর দুপুর বেলায় সব হঠাৎ থেমে গেলো। স্বপ্ন কেনো বার বার
স্বপ্নের আশ্রয়ে আটকে যায় বদ্ধ খাঁচায়। কষ্ট পেয়ে বিলাপ করে বলতে থাকে
আমি আকাশের আশ্রয়ে বেঁচে থাকতে চাই।



প্রেমের ডালপালা
তোফায়েল তফাজ্জল

প্রেম, মন পচে যাওয়া উচ্ছৃঙ্খলের কাছে
যৌবনের দাবি মিটানোর এক ফাঁড়ি পথ বা চোরাই রাস্তা।
সবার অলক্ষ্যে নেমে আসা হুলের যন্ত্রণা বা সাপের বিষ
নেভানোর হাতুড়ে চিকিৎসা।

কারো কাছে এটি ওষুধকে বাঁহাত দেখানো রোগ,
তুষের আগুনে বা তেলে-বেগুনের তেড়ে ওঠা শব্দে জ্বলে ওঠা
বা প্লাস্টিক পোড়া হয়ে কুঁচকিয়ে যাওয়ায়
ময়লা স্তুপের ঘনিষ্ঠ বর্জ্য।
এতে বৈদ্যুতিক টান, সেফটির ঘাটতিতে
ইচ্ছা-অনিচ্ছায় হাত পড়লে
বাক্যে, বিনা বাক্যে মাঠে নামে তালগোল পাকানো ঝুঁকি
যে সীমানা থেকে বেরোনের বৈধ পথ নেই খোলা।
নিরুপায় হয়ে সখ্য গড়ে সিলিং ফ্যানের সাথে
বা মারণ তরলকে মনে করে মুক্তির পেয়ালা।

সরল বা একপেশে আস্থায় এর ঠাঁই
মধুমক্ষিকা বা শিল্পী পাখিদের আস্তানায়, দুলতে থাকা জলযানে;
নাপাকের নাম-গন্ধ থেকে দূরে, শত ক্রোশ বাইরে।
ভাবে, অদৃষ্ট ফুলের চেয়েও হাজারো গুণে পাক।

এখন, খোলাসা করো আপন আধাঁর।

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

নির্বাচন কমিশন ২০২২ ইং

দি গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ ইন্‌ক

১১৮ বেভারলী রোড, ব্রুকলীন, নিউ ইয়র্ক ১১২১৮

নির্বাচনী তফসিল

দি গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ ইন্‌ক এর সম্মানীত সদস্য ও সদস্যা বৃন্দের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, সোসাইটির গঠন তন্ত্র মোতাবেক আগামী ৩০শে অক্টোবর ২০২২ ইং রোজ রবিবার সামিতির একটি কর্মতৎপর ও গতিশীল কার্যকরী পরিষদ গঠন কল্পে নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে যাইতেছে। আপনারা যথা সময়ে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিয়া একটি শক্তিশালী কমিঠি গঠন করিবেন, ইহাই আমাদের প্রত্যাশা।

বিবরণ	তারিখ	সময়	স্থান
নির্বাচন	৩০শে ই অক্টোবর, ২০২২ ইং রবিবার	সকাল ৮ টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত	দি.এস.১৭৯, ২০২ এভিনি-সি, ব্রুকলিন
মনোনয়ন পত্র বিতরণ	২২ ও ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২২ইং বৃহঃ ও শুক্রবার	সন্ধ্যা ৮:০০ টা থেকে রাত ১০:০০ টা পর্যন্ত	সমিতির কার্যালয়
মনোনয়ন পত্র দাখিল	২৭ ও ২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০২২ইং মঙ্গল ও বুধবার	সন্ধ্যা ৮:০০ টা থেকে রাত ১০:০০ টা পর্যন্ত	সমিতির কার্যালয়
মনোনয়ন পত্র বাছাই	২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২২ ইং বৃহস্পতিবার	সন্ধ্যা ৮:০০ টা থেকে রাত ১০:০০ টা পর্যন্ত	সমিতির কার্যালয়
মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার	১ লা অক্টোবর, ২০২২ ইং শনিবার	সন্ধ্যা ৮:০০ টা থেকে রাত ১০:০০ টা পর্যন্ত	সমিতির কার্যালয়
প্রার্থীদের চুড়ান্ত তালিকা প্রকাশ	২ রা অক্টোবর, ২০২২ ইং রবিবার	সন্ধ্যা ৮:০০ টা থেকে রাত ১০:০০ টা পর্যন্ত	সমিতির কার্যালয়

নির্বাচনের নিয়মাবলী

১) প্রার্থীকে অবশ্যই বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির বকেয়া চাঁদা ২০২২ ইং এর ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিশোধিত থাকিতে হইবে।

২) নির্বাচনে প্রার্থী হইতে হইলে অবশ্যই ভোটার তালিকায় নাম থাকিতে হইবে।

৩) প্রত্যেক প্রার্থীর একজন প্রস্তাবক এবং একজন সমর্থক থাকিতে হইবে এবং প্রস্তাবক, সমর্থকদের বকেয়া চাঁদা ২০২২ ইং এর ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিশোধিত থাকিতে হইবে।

৪) প্রার্থীকে সদ্যতোলা ২ কপি পাসপোর্ট সাইজ রঙ্গিন ছবি- মনোয়ন পত্রের সংগে জমা দিতে হইবে।

৫) প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী একই পদে একাধিক প্রার্থীকে প্রস্তাব, অথবা সমর্থন করিতে পারিবেন না। প্রস্তাব বা সমর্থন করলে প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র বাতিল বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৬) প্রার্থীদেরকে বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির গঠনতন্ত্র ও নির্বাচনী তফসিলে বর্ণিত নিয়মাবলী সম্পূর্ণরূপে মানিয়া চলিতে হইবে।

৭) যুক্তরাষ্ট্রের আইনে গুরুতর অপরাধ, যেমনঃ অর্থ প্রতারণা, খুন, নারী নির্যাতন ও শিশু নির্যাতন, ড্রাগ সংক্রান্ত এবং সোসাইটির বিরুদ্ধে মামলাকারী দোষী সাব্যস্ত হইলে অথবা অনৈতিক কোন কর্ম কান্ডে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেলে কার্যকরী কমিটিতে প্রার্থী হইতে পারিবেন না, এ ক্ষেত্রে সোসাইটির গঠনতন্ত্রের ১৯ ধারা মানিয়া চলিতে হইবে।

৮) প্রার্থীকে অবশ্যই ১৮ বৎসর বা তদুর্ধ বৃহত্তর নোয়াখালীর বাসিন্দা এবং সোসাইটির নিয়মিত সদস্য হইতে হইবে।

৯) সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও অর্থ সম্পাদক পদে প্রার্থীতার ক্ষেত্রে আমেরিকার বৈধ- রেসিডেন্ট, যেমনঃ সিটিজেন অথবা গ্রীনকার্ডধারী হইতে হইবে।

১০) সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক প্রার্থীতার ক্ষেত্রে কোন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সমপদে দায়িত্বরত অবস্থায় প্রার্থীর অযোগ্যতা বলিয়া বিবেচিত হইবে। উল্লেখ্য পদ থেকে পদত্যাগ পূর্বক নির্বাচনে অংশ গ্রহন করিতে পারিবেন।

১১) সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে পর পর ২ বারের বেশী নির্বাচিত হইলে একই পদে ৩য় বার প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

১২) সভাপতি, সাধারন সম্পাদক ও অর্থ সম্পাদক পদে প্রার্থীতার ক্ষেতে সোসাইটির ৩ বছরের নিয়মিত সদস্য পদ থাকিতে হইবে।

১৩) দায়িত্বরত ট্রাষ্টি বোর্ড ও নির্বাচন কমিশনের কোন সদস্য নির্বাচনী প্রচার কার্যে অংশ নিতে পারিবেন না।

১৪) উপদেষ্টা পরিষদ ও ট্রাস্টি বোর্ডের কোন সদস্য নির্বাচনে প্রার্থী হইতে চাহিলে স্ব স্ব পদ থেকে পদত্যাগ করিয়া কমিটির ছাড়পত্র প্রদান সাপেক্ষে নির্বাচন করিতে পারিবেন।

১৫) কমিশন কর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলী, আচরণ বিধি-এবং নির্বাচনী ফলাফলসহ, নির্বাচন সংক্রান্ত সব বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্ত সকল প্রার্থীকে মানিয়া চলিতে হইবে।

১৬) প্রত্যেক প্রার্থীকে নগদ ১০০ ডলার (অফেরত যোগ্য) জমা দিয়ে নির্বাচন কমিশন থেকে মনোনয়ন পত্র ও নগদ ১০০ ডলার (অফেরতযোগ্য) জমা দিয়া হালনাগাদ ভোটার তালিকা সংগ্রহ করিতে হইবে।

১৭) একই ব্যক্তি একাধিক পদে মনোনয়ন পত্র জমা দিতে পারিবেন। তবে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পূর্বে মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের সময় সীমার ভিতরে একটি পদ রাখিয়া বাকী পদ থেকে মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করিতে হইবে, এ ক্ষেত্রে তাহার মনোনয়ন ফি ফেরত দেওয়া হইবে না।

১৮) প্রত্যেক ভোটার স্ব শরীরে, উপস্থিত থাকিয়া ভোট প্রদান করিবেন।

১৯) মেশিনের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করা হইবে।

২০) ডাক যোগে কোন প্রকার ভোট গ্রহণ করা হইবে না।

২১) বৈধ আইডি ছাড়া কোন প্রকার ভোট গ্রহণ করা হইবে না। আইডিঃ যেমনঃ বাংলাদেশী পাসপোর্ট, ইউএস পাসপোর্ট, স্টেট আইডি, ইউএস ড্রাইভারস লাইসেন্স, গ্রীন কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট এবং স্কুল আইডি। কোন সদস্য সদস্যার উল্লেখিত আইডি নাই, তাহাদের ক্ষেত্রে সোসাইটির সভাপতি, সাধারন সম্পাদক এবং ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত সনদ পত্রের মাধ্যমে ভোট দিতে পারিবেন।

২২) কোন প্রার্থী ভোট পুনঃ গণনা করিতে চাহিলে তাহাকে (অফেরতযোগ্য) নগদ ১,০০০/- ডলার নির্বাচন কমিশন বরাবরে জমা দিয়ে আবেদন করিতে হইবে। উল্লেখ্য যে, গঠনতন্ত্রের ধারা ২১/২ অনুযায়ী অভিযোগকারীর অভিযোগ নিস্পত্তি করিতে গিয়ে নির্বাচন কমিশনের ১০০০ ডলারের বেশী ব্যয় করিতে হয়, সেই ক্ষেত্রে প্রকৃত খরচ অভিযোগ কারিকে বহন করিতে হইবে।

২৩) ভোট প্রদানে অক্ষম বা নিরক্ষর/অন্ধ ব্যক্তিদেরকে সাহায্য করার জন্য নির্বাচন কমিশন মহিলা ভোটারদের জন্য মহিলা প্রিসাইডিং অফিসার এবং পুরুষ ভোটারদের জন্য পুরুষ প্রিসাইডিং অফিসার সহযোগিতা করিবেন, অথবা উল্লেখিত ব্যক্তিদের স্বামী, স্ত্রী, ছেলে অথবা মেয়ে যে কোন একজন সহযোগীতা করিতে পারিবেন।

২৪) নির্বাচন কেন্দ্রের ১০০ গজের মধ্যে কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচার, পোষ্টার লাগানো, লিফলেট বিতরণ করা যাইবে না। কেন্দ্র সহ কেন্দ্রের চারিদিকে, কেন্দ্র সংলগ্ন ফুটপাতেও নির্বাচনী কেন্দ্র হিসাবে গণ্য করা হইবে।

২৫) নির্বাচন কেন্দ্রে কোন প্রকার মাইক / রেডিও অথবা উচ্চ শব্দ উৎপাদনকারী যন্ত্র, কোন প্রার্থী বা প্রার্থীর পক্ষে ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

২৬) নির্বাচন কেন্দ্রে কোন প্রার্থী বা প্রার্থীর সমর্থক কোন প্রকার বিশৃংখলার সৃষ্টি করিলে তাৎক্ষনিক ভাবে তাহা স্থানীয় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাকে জানানো হইবে।

২৭) প্রত্যেক প্রার্থী ভোট কেন্দ্রে ২ জন করিয়া প্রতিনিধি (Agent) নিয়োগ করিতে পারিবেন। সে ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে শুধু মাত্র ১ জন ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। নির্বাচন অনুষ্ঠানের ৪ দিন পূর্বে অর্থাৎ ২৬শে অক্টোবর, ২০২২ ইং সন্ধ্যা ৮টা থেকে রাত ১০ টার মধ্যে প্রত্যেক প্রার্থী তাহার প্রতিনিধি (Agent) এর নাম নিয়োগ পত্রে স্বাক্ষর করিয়া নির্বাচন কমিশনের নিকট (সমিতির কার্যালয়) জমা দিতে হইবে। এবং প্রতিনিধি (Agent) এর নাম ২০২২ ইং সালের ভোটার লিষ্টে থাকিতে হইবে।

২৮) প্রতিদ্বন্দী দুই বা ততোধিক প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট সমান হইলে, সেই ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন কতৃক টাই ভোট প্রদানের মাধ্যমে ফলাফল নির্ধারণ করা হইবে।

২৯) নির্বাচন সংক্রান্ত কোন বিষয়ে কাহারও কোন অভিযোগ থাকিলে, নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার ২৪ ঘন্টার মধ্যে অভিযোগের পক্ষে উপযুক্ত প্রমানাদি সহ নির্বাচন কমিশনারের নিকট আবেদন করিতে হইবে। তদন্ত সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশন তাহাদের সিদ্ধান্ত জানাইবেন।

৩০) নির্বাচন সংক্রান্ত সকল প্রকার প্রচারনা, নির্বাচনের ৭২ ঘন্টা পূর্বে অবশ্যই বন্ধ করিতে হইতে।

(৩১) নগদ ১০০ ডলার জমা দিয়ে জালভোট চ্যালেঞ্জ করিতে পারিবেন।

(৩২) নির্বাচন সংক্রান্ত কোন বিষয়ে, নির্বাচনী তফশিল অথবা সোসাইটির গঠনতন্ত্রে উল্লেখ না থাকিলে, ঐ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের রায়ই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে। কমিশন নির্বাচনের স্বার্থে যে কোন আইনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন করিয়া সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা রাখে। সুষ্ঠ ও সুন্দর নির্বাচন উপহার দেয়ার জন্য কমিশন বদ্ধপরিকর। যে কোন পরিস্থিতিতে নির্বাচনের স্বার্থে কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩৩) প্রার্থীকে অবশ্যই মনোনয়ন পত্র দাখিলের সময় উল্লেখিত মনোনয়ন ফি নগদ জমা দিতে হইবে। উল্লেখ্য যে, কোন প্রকারের চেক, মানি অর্ডার অথবা ব্যাংক চেক গ্রহণ করা হইবে না।

৩৪) প্রত্যেক প্রার্থীর নামের প্রথম বর্ণানুক্রমে (Alphabetically) ধারাবাহিকভাবে প্যানেল সমূহের তালিকা ব্যালট শিটে সাজানো হইবে।

১৭টি পদে নিম্নলিখিত হারে মনোনয়ন ফি (অফেরত যোগ্য) জমা দিতে হইবে।

পদের নাম	পদের সংখ্যা	ডলার
সভাপতি	১জন	১৯০০.০০
সহ-সভাপতি	২জন(প্রতিজন)	১৬০০.০০
সাধারন সম্পাদক	১জন	১৭০০.০০
সহ-সাধারন সম্পাদক	১জন	১৪০০.০০
অর্থ সম্পাদক	১জন	১৩০০.০০
সহ-অর্থ সম্পাদক	১জন	১১০০.০০
সাংগঠনিক সম্পাদক	১জন	১১০০.০০
প্রচার সম্পাদক	১জন	১১০০.০০
ধর্ম ও সমাজ কল্যাণ	১জন	১১০০.০০
ক্রীড়া, শিক্ষা ও সংস্কৃতি	১জন	১১০০.০০
দপ্তর সম্পাদক	১জন	১১০০.০০
কার্যকরী সদস্য	৫জন(প্রতিজন)	৫০০.০০

ধন্যবাদান্তেঃ

মোহম্মদ সোহেল (হেলাল)
প্রধান নির্বাচন কমিশনার,
ফোনঃ ৩৪৭-৯৮৫-৪৭৩৬

মোহম্মদ আবুল কাশেম নির্বাচন কমিশন ৩৪৭-৩০৩-০৩০৪	একেএম রশিদ আহমেদ নির্বাচন কমিশনার ৯১৭-৪৩৫ ৯৩৯৩		শাহজাহান কবীর নির্বাচন কমিশন ৯১৭-৬৮০- ৯১৩৯	মোহাম্মদ জয়নাল নির্বাচন কমিশন ৬৪৬- ২৩৯-৭৬৫৭

কেউ হবে না আপন আপনার তরে

(শেষের পাতার পর)

আজ আপনি আপনার যেই অঙ্গগুলোর পরম যত্নে মেতে উঠেছেন, অসুস্থ হলে ডাক্তারের কাছে দৌড়াচ্ছেন, সুগন্ধিযুক্ত সাবান দিয়ে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করছেন, কসমেটিকস দিয়ে নানাভাবে সাজাচ্ছেন এই সমস্ত অঙ্গ-প্রতংগগুলো কাল হাশরের ময়দানে আপনার বিরুদ্ধে স্বাক্ষী দিবে। মহাশক্তিশালী সৃষ্টিকর্তা এগুলোর জবান খুলে দিবেন। সেদিন এরা আপনার মর্জির বাইরে গিয়ে স্বাধীনভাবে কথা বলবে। সেই স্বাক্ষ্য আপনার বিরুদ্ধেও হতে পারে আবার পক্ষেও হতে পারে। ভাল করলে ভালো স্বাক্ষ্য দিবে, মন্দ করলে হুবহু তা ধরে তুলবে।

আপনার প্রিয় মুখ! যার দ্বারা গলাবাজি করেছেন, সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে পৃথিবীর মানুষদের ঠকিয়েছেন, গিবত, পরনিন্দা,পরচর্চা করেছেন, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতার অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন, কত নিরপরাধ মানুষের গায়ে মিথ্যার ট্যাগ লাগিয়েছেন, সম্মানিত মানুষদের অপমাণিত করেছেন। আপনার মুখের কারণে প্রতিবেশীরা সারক্ষণ তটস্ত্র থেকেছে। আপনার মুখ থেকে বাঁচার জন্য তারা আপনাকে এড়িয়ে চলেছে। আপনার একটি কথার কারণে কত মানুষ দূর্ভোগের শিকার হয়েছে। মিথ্যার অপবাদ নিয়ে সারাজীবন কষ্টে কাটিয়েছে।

আপনার প্রিয় পা! যার দ্বারা নেচে নেচে অন্যের বিপদে উল্লাস প্রকাশ করেছেন। দু'পায়ে ঠেলে দিয়েছেন কতসব বৈধ সীমা। অন্যের সীমানা প্রাচীর লঙ্ঘন করেছেন। হেঁটে গেছেন কত সব কু-কাজে। আরো কতভাবেই না এই সুন্দর দুটো পা'কে অবৈধ কাজে ব্যবহার করেছেন। আপনার হাত, হায়রে প্রিয় ও সুন্দর দু'টো হাত! বৈধ-অবৈধ সব লুটে নিয়েছেন দু'হাতের নাগালে যা পেয়েছেন। মজলুমের উপড় আপনার দু'খানা হাত কত বারই না উঠে এসেছে। অবৈধ সম্পদের পাহাড় গড়েছেন। খাদ্যে ভেজাল মিশ্রিত করেছেন। সব জায়গায় কথার আগে আপনার হাত দুটো বেশী চলতো। গায়ের জোরে দু'খানা হাতকে অবৈধ কাজে ব্যবহার করেছেন খুব বেশী।

আপনার এই প্রিয় জিনিসগুলো না কি কাল হাশরের ময়দানে মহান আল্লাহর বিচারালয়ে আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে? হ্যাঁ,সত্যি আপনার এই প্রিয় অঙ্গগুলো আপনারই বিরুদ্ধে কাল আল্লাহর আদালতে স্বাক্ষী দিবে। আল কুরআন এই সত্যতা প্রকাশ করেছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন," আজ আমি এদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছি, এদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং এদের পা সাক্ষ্য দেবে এরা দুনিয়ায় কি উপার্জন করে এসেছে।"(সুরা ইয়াসীন: ৬৫)

মানুষের মুখ খুব দ্রুততম একটি যন্ত্র। সারাদিন বক্‌বক্ করতেই থাকে। সত্য-মিথ্যার কোন পার্তক্য ছাড়াই নিজের স্বার্থের জন্য যা মনে চায় তা সে বলতেই থাকে। এমনকি বলতে বলতে তার মুখ এতটাই দু:সাহসিক হয়ে উঠবে যে, হাশরের মাঠে মহার আল্লাহর বিচারালয়ে গিয়েও নিজেকে রক্ষার জন্য সত্য-মিথ্যা বলতে থাকবে। সেদিন এসব উদ্ধত অপরাধীরা তাদের অপরাধ মেনে নিতে অস্বীকার করবে, সাক্ষীদেরকে মিথ্যা বলবে এবং আমলনামার নির্ভুলতাও মেনে নেবে না, তাদের ব্যাপারে এ ফয়সালা দেয়া হবে। তখন আল্লাহ হুকুম দিবেন, ঠিক আছে তোমাদের বাজে কথা বা বকবকানি বন্ধ করো এবং এখন দেখো তোমাদের নিজেদের শরীরের অঙ্গ-প্রতংগ তোমাদের কৃতকর্মের কি বর্ণনা দেয়।

উল্লেখিত আয়াতে কেবলমাত্র হাত ও পায়ের সাক্ষ্যদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য স্থানে বলা হয়েছে তাদের চোখ, কান, জিহ্বা এবং শরীরের চর্মও তাদেরকে দিয়ে যেসব কাজ করানো হয়েছে সেগুলো পূর্ণ বিবরণ শুনিয়ে দেবে।

যেমন সুরা নুরে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তারা যেন সেদিনের কথা ভুলে না যায় যেদিন তাদের নিজেদের কণ্ঠ এবং তাদের নিজেদের হাত পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দিবে।"(সুরা নুর:২৪)

এখানে এ প্রশ্ন দেখা দেয় যে, একদিকে আল্লাহ বলেন, আমি এদের কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিবো এবং উল্লেখিত সুরা নুরের আয়াতে বলা হয়েছে যে, এদের কণ্ঠ সাক্ষ্য দিবে। এ দু'টি বক্তব্যের মধ্যে তাফসীরকারকগণ সামঞ্জস্য বিধান করছেন এভাবে যে, তাদের কথা বলার ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হবে। অর্থাৎ এরপর তারা স্বেচ্ছায় নিজেদের মর্জি মাফিক কথা বলতে পারবে না। আর কণ্ঠের সাক্ষ্যদান অর্থ হচ্ছে, পাপিষ্ট লোকেরা তাদেরকে কোন কোন কাজে লাগিয়েছিল, তাদের মাধ্যমে কেমন সব কুফরী কথা বলেছিল, কোন ধরণের মিথ্যা উচ্চারণ করেছিল, কতপ্রকার ফিতনা সৃষ্টি করেছিল, কি কি কথা বলে মানুষের মধ্যে বিভেদের পাহাড় তৈরী করেছিল এবং কোন কোন সময় তাদের মাধ্যমে কোন কোন কথা বলেছিল সেসব বিবরণ তাদের কণ্ঠ স্বতস্ফূর্তভাবে দিয়ে যেতে থাকবে। অর্থাৎ মুখ তখন আর তার নিয়ন্ত্রণে থাকবে না। এটিকে পূর্ণভাবে স্বাধীন করে দেয়া হবে এবং সে যা সত্য তা স্বতস্ফূতভাবে বলার শক্তি দেয়া হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "পরে যখন সবাই সেখানে পৌছে যাবে তখন তাদের কান, তাদের চোখ এবং তাদের দেহের চামড়া তারা পৃথিবীতে কি করতো সে সম্পর্কে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।"(সুরা হা-মীম আস সাজদা:২০)

আমার শ্রুতিমধুর কান। যার দ্বারা ভাল কথা কোনদিন শুনেনি। আর শুনলেও পরক্ষণই অন্য কান দিয়ে তা বের করে দিয়েছি। নয়নাভিরাম দু'টো চোখ। পৃথিবীর সুন্দর দৃশ্যাবলী দেখার জন্য আল্লাহর দেয়া এই নিয়ামতটির ওপর কতই না অত্যাচার করা হয়েছে। লোল্যুপ দৃষ্টি থেকে কেহই রেহাই পায়নি। শুকুনের দৃষ্টি দিয়ে সে শুধু মৃত প্রাণীই খুঁজে ফিরেছে। চামড়া, হায়রে আমার স্নেহশীল পরম যত্নের চামড়া তোর জন্য কি না করেছি। কোনদিন অযত্ন অবহেলা করিনি। সুগন্ধিযুক্ত সাবান দিয়ে তোকে ময়লামুক্ত করেছি, মেকআপ দিয়ে নানা-ভাবে সাজিয়েছি। সুন্দর চামড়া বা অবয়ব দিয়ে অবৈধ জগতটাকে মোহিত করেছি, অবাধে সব ভোগ করেছি। আর এই চামড়া ও চোখ আমার অবাধ্য হয়ে আমার বিরুদ্ধে সত্য স্বাক্ষ্য দান করবে।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন," তারা তাদের শরীরের চামড়াসমূহকে বলবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে কেন? তারা জবাব দিবে, সেই আল্লাহই আমাদের বাকশক্তি দান করেছেন যিনি প্রতিটি বস্তুকে বাকশক্তি দান করেছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন। আর এখন তোমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পৃথিবীতে অপরাধ করার সময় তোমরা গোপন করতে তখন তোমরা চিন্তাও করোনি যে, তোমাদের নিজেদের কান, তোমাদের চোখ এবং তোমাদের দেহের চামড়া কোন সময় তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। তোমরা তো বরং মনে করেছিলে, তোমাদের বহু সংখ্যক কাজকর্মের খবর আল্লাহও রাখেন না।"(হা-মীম আস সাজদা: ২১-২২)

এ থেকে আরো জানা গেলো, সেদিন মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছাড়াও যেসব জিনিসের সামনে মানুষ কোন কাজ করেছিলো তার প্রতিটি জিনিসই কথা বলে উঠবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"পৃথিবী তার ভেতরকার সমস্ত ভার বাইরে বের করে দেবে। আর মানুষ বলবে, এর কি হয়েছে। সেদিন সে তার নিজের সব অবস্থার বর্ণনা করবে।"(সুরা যিলযাল:২-৪)

হযরত আবু হুরাইরা রা: বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতটি পড়ে জিজ্ঞেস করেন: "জানো তার সেই অবস্থা কি?" লোকেরা জবাব দিলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ভালো জানেন। রাসুলুল্লাহ সা: বলেন, "সেই অবস্থা হচ্ছে, যমীনের পিঠে প্রত্যেক মানব মানবী যে কাজ করবে সে তার সাক্ষ্য দিবে। সে বলবে, এই ব্যক্তি উমুক দিন এই কাজ করেছিলো। এই হচ্ছে সেই অবস্থা, যা যমীন বর্ণনা করবে।"(মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযি, নাসাঈ) এ ছাড়াও এই সাক্ষ্যের কথা আনাস রা:, আবু মুসা আশ'আরী রা:, আবু সাঈদ খুদরী রা: এবং ইবনে আব্বাস রা: বিভিন্ন হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন এবং মুসলিম, নাসাঈতে উল্লেখ রয়েছে।

আসলে প্রত্যেক মানুষের কর্মকা- আল্লাহ সরাসরি জানলেও আখিরাতে যখন তিনি আদালত কায়েম করবেন তখন সেখানে যাকেই শাস্তি দিবেন ইনসাফ ও ন্যায়নীতির দাবী পুরোপুরি পালন করেই শাস্তি দিবেন। তাঁর আদালতে প্রত্যেকটি অপরাধী মানুষের বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করা হবে তার সপক্ষে এমনসব সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করা হবে যার ফলে তার অপরাধী হবার ব্যাপারে কারো কোন বলার অবকাশ থাকবে না। সর্বপ্রথম পেশ করা হবে তার আমলনামা। সবসময় তার সাথে লেগে থাকা কিরামান কাতেবীন ফেরশতারা তার প্রত্যেকটি কথা ও কাজ রেকর্ড করেছেন। এরপর তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এই আমলানামার প্রতিটি বিষয়ের সাক্ষী দিবে।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School
• Free Pick Up & Drop off
• 5, 10, 15 Lesson Packages
• 5 Hours Class & Certificate
• Car for Road Test
• Early Road Test Appointments (Any day)
• Special for Nervous Students!
SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available
30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
6 HOURS DDC CLASS 35%
SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!
BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সি

জরুরি ভিত্তিতে ইমাম নিয়োগ

IMAM WANTED

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সিতে জরুরিভিত্তিতে একজন পূর্ণকালীন ইমাম আবশ্যক।

প্রয়োজনীয় যোগ্যতা:

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা:

- কওমি মাদ্রাসা থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি- সার্টিফিকেশন প্রয়োজন
- পবিত্র কুরআনের হাফিজ (অগ্রাধিকার)
- কুরআন, হাদিস এবং ইসলামী ফিকহের উপর ব্যাপক জ্ঞান
- চমৎকার যোগাযোগ এবং সর্ব স্তরের মানুষের সাথে যোগাযোগে পারদর্শী
- যুবক সহ সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে সাবলীল ও দক্ষভাবে যোগাযোগ করার ক্ষমতা
- ইমাম হিসাবে নুন্যতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা-সার্টিফিকেশন এবং রেফারেন্স প্রয়োজন
- ইংরেজি, বাংলা এবং আরবি ভাষায় সাবলীল/পারদর্শী।

রেসিডেন্সি:

- যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অথবা যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী বৈধ বাসিন্দা

কাজের ধরন এবং বেতন ও সযোগ সুবিধা:

- ফুল-টাইম (স্থায়ী)
- যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বেতন এবং বাসস্থানের সুব্যবস্থা আছে।

অপরিহার্য দায়িত্ব:

- প্রতিদিনের প্রতি ওয়াক্তের নামাজ, জুমা, জানাযা এবং ঈদের নামাজের ইমামতি করতে হবে।
- বাচ্চাদের জন্য উইকেন্ড ক্লাস পরিচালনা করা
- বাচ্চাদের জন্য সামার/গ্রীষ্মকালীন প্রোগ্রামের পরিচালনা করা
- প্রাপ্তবয়স্কদের জন সাপ্তাহিক তাফসীর প্রোগ্রাম পরিচালনা করতে হবে
- ফিউন্যারেল সার্ভিস এবং কাউন্সেলিং পরিষেবা প্রদান

কমিউটিনেক ধর্মীয় উপদেশ প্রদান করতে হবে।

আগ্রহী প্রার্থীরা জীবনবৃত্তান্ত পাঠিয়ে আবেদন করতে পারেন:

ifnj2022@gmail.com

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য: সেলিম খালিক @ (973) 332-7721
বা সালেহ গনি @ (201) 704-8142

মানসিক-অর্থনৈতিক অশান্তি বেড়েছে

(৩২ পাতার পর)

শিশুও এ তালিকাভুক্ত হয়ে যাওয়া নিয়ে নানা কথা হচ্ছে পথে-ঘাটে-মাঠে। ধর্মাশ্রয়ীরা একে নিয়ে যাচ্ছেন আজাব-গজবসহ নানা দিকে। ওইসব কথায় সমর্থন দেয়া অনেক মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আবার অগ্রাহ্য করে পাল্টা যুক্তি দাঁড় করানোও ঝুঁকিপূর্ণ।

আমাদের সামজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটে চলছে দ্রুত যা পারিবারিক-সামাজিক বিচ্ছিন্নতা বাড়াচ্ছে, কমাচ্ছে বন্ধন। সবাইকে করে ফেলছে অতি মাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক। তা মানসিক চাপ সহ্যের সক্ষমতাকে তলানিতে নিয়ে যাচ্ছে। এর অনিবার্য কুফল থেকে বঁাচার রাস্তা খোঁজা জরুরি। অ্যাংজাইটি, ডিপ্রেশন, আবেগীয় বিষয় এবং স্ট্রেস ডিজঅর্ডারের সমস্যাগুলো রুখে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের একার পক্ষে সম্ভব নয়। এখানে পারিবারিক-সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বের বিষয়-আশয় রয়েছে।

বাংলাদেশে ঝিনাইদহকে আত্মহত্যাপ্রবণ প্রধান জেলা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জেলাটিতে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৪০০-এর মতো মানুষ আত্মহত্যা করে। সেখানে আত্মহত্যার প্রবণতা ঠেকাতে সরকারি-বেসরকারিভাবে নেয়া বিভিন্ন উদ্যোগ কিছুটা হলেও কাজে দিয়েছে। এ নিয়ে কাজ করা সংস্থা ও সংগঠনগুলোর অভিজ্ঞতা নেয়া যেতে পারে গোটা দেশের জন্য।

তাছাড়া আত্মহত্যা প্রতিরোধ করতে হলে পারিবারিক বন্ধনগুলো দৃঢ় করতে হবে আর পরিবারে প্রত্যেকের সাথে গুণগত সময় কাটাতে হবে। পরিবার এবং বন্ধুবান্ধব সবাইকে একসাথে মানসিকভাবে পাশে থাকতে হবে। শিশুদের মানসিক বিকাশের সময় তাদের এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে তারা সফলতার মতো ব্যর্থতাকে মেনে নিতে পারে। আত্মহত্যার উপকরণ, যেমন- ঘুমের ওষুধ, কীটনাশকের সহজলভ্যতা কমাতে হবে। প্রেসক্রিপশন ছাড়া ঘুমের ওষুধ বিক্রি রোধে কঠোর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যেকোনো ধরনের মানসিক সমস্যা বা আত্মহত্যার ইঙ্গিত পেলে দ্রুত মনোরোগ বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হতে হবে। বিষণ্নতা, মাদকাসক্তি, ব্যক্তিত্বের বিকার, সিজোফ্রেনিয়াসহ সব মানসিক রোগের দ্রুত শনাক্তকরণ ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

আত্মহত্যার সংবাদ পরিবেশনের সময় গণমাধ্যমগুলোকে সব সময় অনুমোদিত নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে। প্রথাগত প্রচারমাধ্যমের পাশাপাশি বিকল্পধারার ইন্টারনেটভিত্তিক প্রচারমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগের সাইটগুলোর ব্যবহারকারীদেরও সতর্কতার সাথে আত্মহত্যার বিষয় নিয়ে মন্তব্য ও ছবি পোস্ট করতে হবে। এখানেও কোনো আত্মহত্যার ঘটনাকে খুব মহৎ করে দেখানোর চেষ্টা করা যাবে না। বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগের সাইটগুলোর কর্তৃপক্ষেরও নিজস্ব নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। আত্মহত্যার পেছনে যেসব কারণ দায়ী এসব চিহ্নিত করে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে না পারলে এ প্রবণতা বাড়তেই থাকবে।

লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট

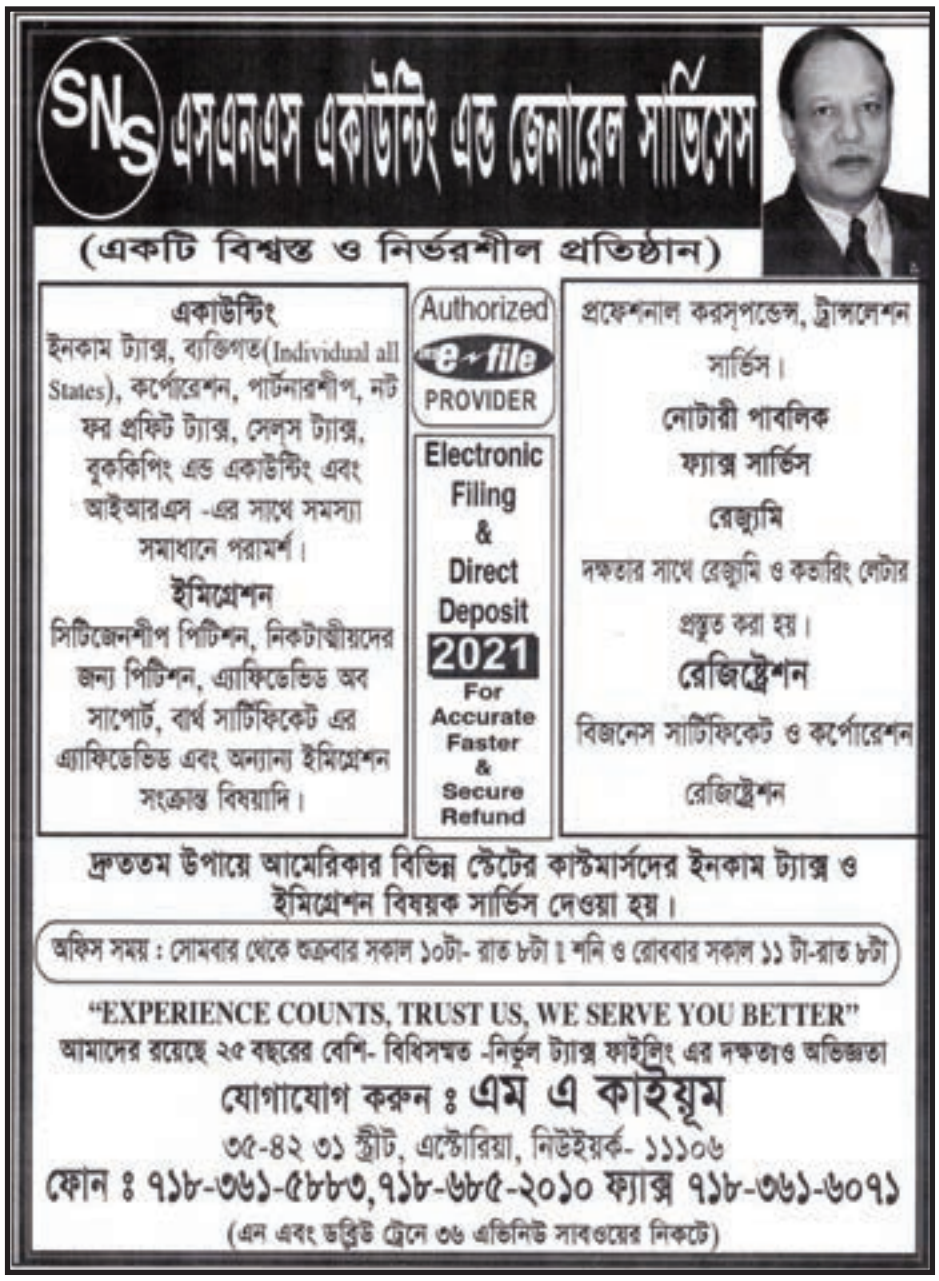
ভারতকে উড়িয়ে ফাইনালে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ নেপাল

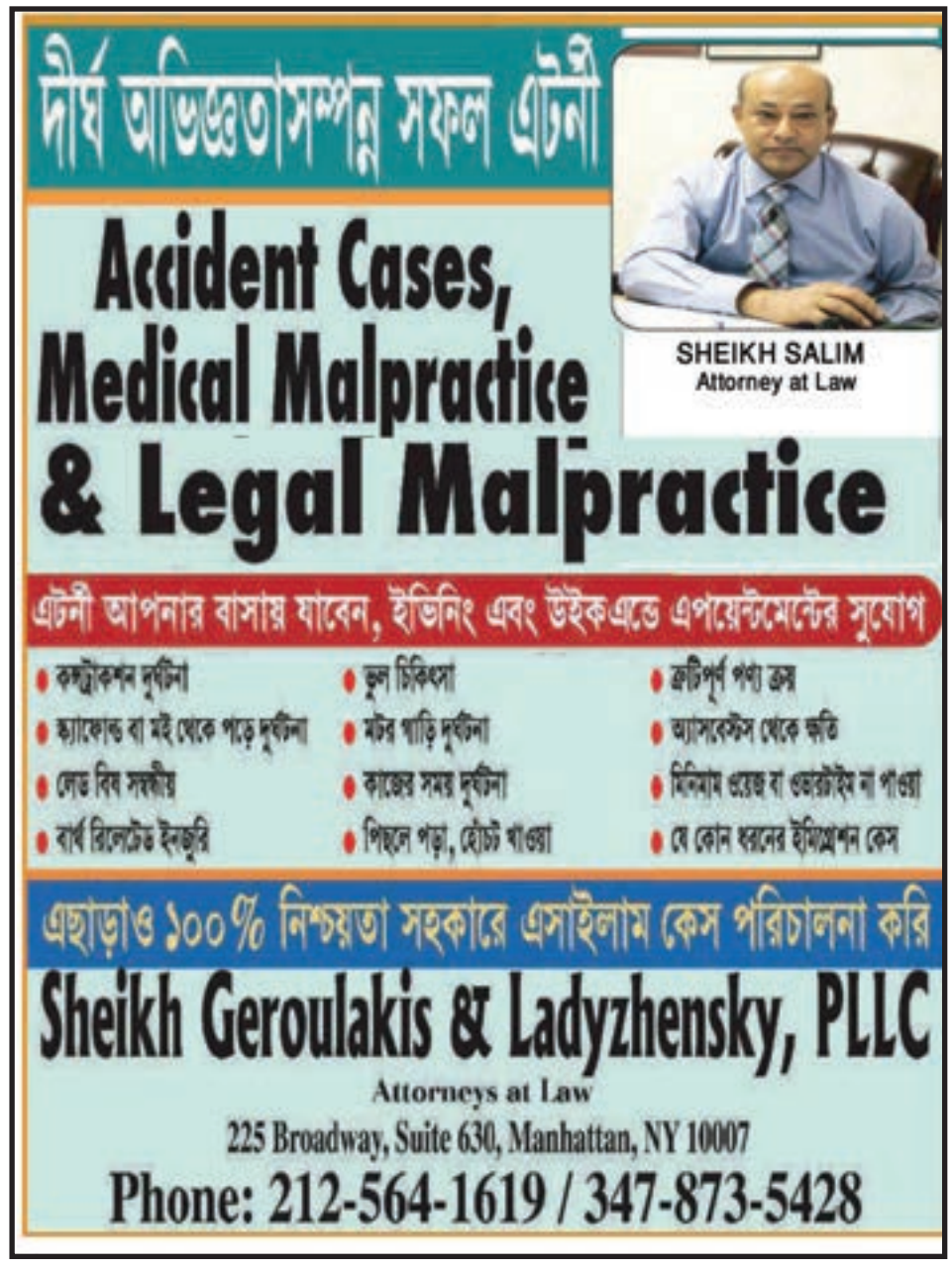
(শেষের পাতার পর)

অনুষ্ঠিত ম্যাচে ১-০ গোলের এই জয়ে নেপালের ফাইনাল নিশ্চিত হয়েছে। প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে একমাত্র গোলটি করেছেন রশ্মি কুমারী ঘিসিং। সোমবারের ফাইনালে নেপালের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের মেয়েরা।

গত পাঁচ আসরে ৪ বার এই আসরের রানার্সআপ হয়েছিল নেপাল। ৪ বারই হেরেছিল ভারতের কাছে। আজ সেমিফাইনালের লড়াইয়ে ভারতকে হারিয়ে যেন পুরনো ক্ষতে প্রলেপ দিয়ে ফাইনালে জায়গা করে নিল তারা। স্টেডিয়ামের গ্যালারি কেঁপে উঠল নেপালের সমর্থকদের উল্লাসে। হতাশায় মুখ লুকালেন আঞ্জু তামাং-আশালতারা।

এর আগে শুক্রবার দুপুরে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের প্রথম সেমিফাইনালে ভুটানকে ৮-০ গোলে উড়িয়ে ফাইনাল নিশ্চিত করে বাংলাদেশ। হ্যাটট্রিক করেন সাবিনা। একটি করে গোল স্বপ্না, কৃষ্ণা রানী সরকার, ঋতুপর্ণা চাকমা, মাসুরা পারভীন ও তহুরা খাতুনের। ২০১৬ সালের পর প্রথমবার মেয়েদের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠল।





Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

মানসিক-অর্থনৈতিক অশান্তি বেড়েছে

রিন্টু আনোয়ার

দেশে 'আত্মহত্যা' এখন এক ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। নেপোলিয়ন বোনাপোর্ট বলেছিলেন, "আত্মহত্যা জীবনে সবচেয়ে বড় কাপুরুষতার পরিচয়।" আত্মহত্যা বা আত্মহনন, ইংরেজি শব্দ ঝঁরপরফব হচ্ছে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের জীবন বিসর্জন দেয়া বা স্বেচ্ছায় নিজের প্রাণনাশের প্রক্রিয়াবিশেষ।

ল্যাটিন ভাষায় সুইসেইডেয়ার থেকে আত্মহত্যা শব্দটি এসেছে, যার অর্থ হচ্ছে নিজেকে হত্যা করা। যিনি নিজেই নিজের জীবন প্রাণ বিনাশ করেন, তিনি আত্মঘাতক, আত্মঘাতী বা আত্মঘাতিকা, আত্মঘাতিনীরূপে সমাজে পরিচিত হন।

অথচ আত্মহত্যা সব কিছুর সমাধান নয়। আত্মহত্যা শুধু দেহটার মৃত্যু ঘটায় তবে আসল মৃত্যুটা আত্মহত্যার পেছনে যে কারণ সে কারণেই হয়ে থাকে। প্রায় সব ধর্মেই আত্মহত্যাকে পাপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিশ্বের অনেক দেশে আত্মহত্যার প্রচেষ্টাকে এক ধরনের অপরাধরূপে ঘোষণা করা হয়েছে।

বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনে আত্মহত্যা কোনো অপরাধ না হলেও আত্মহত্যার চেষ্টা করা অপরাধ। সম্প্রতিকালে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা আমাদের সমাজে কিছুটা হলেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে যা মোটেও কাম্য নয়। এইসব নেতিবাচক চিন্তাভাবনা আমাদের জীবনকে হতাশাগ্রস্ত করে তোলে, ঠেলে দেয় আত্মহত্যার মতো ভুল সিদ্ধান্তে।

মোটরসাইকেল কিনে না দেয়ার ক্ষোভে আত্মহত্যা জামালপুর সরিষাবাড়ীর কিশোর হানিফের। তা-ও ফেসবুক লাইভে এসে। এসএসসি পরীক্ষার্থী ছেলেটির এ গা শিউরে ওঠা কাণ্ডের পাশাপাশি আত্মহত্যার আরো দু'টি খবর। মাগুরায় আলাদা জায়গায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার খন্দকার লাবণী আক্তার এবং কনস্টেবল মাহমুদুল হাসানের আত্মহত্যা। পুলিশ আত্মহত্যার এ দুই ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র পেয়েছে। এর আগে-পরেও আত্মহত্যার তালিকাটা দীর্ঘ।

মনোরোগ বিশেষজ্ঞ এবং চিকিৎসকগণ আত্মহত্যার চেষ্টা করাকে মানসিক অবসাদজনিত গুরুতর উপসর্গ হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। চিকিৎসকদের কারো কারো মতে, আত্মহত্যা একটি রোগ বা রোগের জের। এক কথায় 'রোগ' বলে ফেললে আলোচনার জায়গাটা ছোট হয়ে যায়। রোগের চিকিৎসা তো অবশ্যই থাকে, থাকা উচিত। সেইসাথে ভাবনার বিষয়, কেন রোগটির বিস্তার বাড়ছে? মোটকথা আত্মহত্যার সংখ্যা বাড়ছে কেন, এ প্রশ্নের জবাব খোঁজা। রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ বা করোনাকে কারণ হিসেবে চালিয়ে দিলেও যুক্তির অভাব হবে না। তবে, তা হবে ঘটনা পাশ কাটানোর অপচেষ্টা। নানা বিশ্লেষণ ও কেসস্টাডিতে পারিবারিক জটিলতা, সম্পর্কের অবনতি, পড়াশোনা নিয়ে হতাশা, বেকারত্ব, পেশাগত অশান্তি, আর্থিক সঙ্কট ইত্যাদি আত্মহত্যার পেছনের কারণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। দেশে গত কয়েক বছর ধরে আত্মহত্যার ঘটনা পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। আর গত কয়েক বছর মানে, করোনাকাল।

বাংলাদেশে করোনাভাইরাস প্রথম শনাক্ত হয় ২০২০ সালের ৮ মার্চ। প্রথম মৃত্যু এর ১০ দিন পর ১৮ মার্চ। আর নানা ঘটনায় উদ্বেগ-আতঙ্ক আরো আগ থেকেই। ক্রমে তা কেবল বাড়ছে। করোনার ধকল কমে আসার পরও উদ্বেগ-অস্থিরতা কমেনি, বরং বেড়েছে। সেইসাথে হতাশা, বিষণ্নতা ভর করেছে বেশ পাকাপোক্তভাবে যার নানামুখী জেরে নানা অসুখ-বিসুখের সাথে ধকল পড়েছে মানসিক স্বাস্থ্যে। চিকিৎসা, স্বাস্থ্য ও মানসিক বিশেষজ্ঞরা একে আত্মহত্যার একটি কারণ বলে শনাক্ত করেছেন। আত্মহত্যাকারীদের মধ্যে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা বেশি। সর্বশেষ এক গবেষণা বলছে, আত্মহত্যাকারীদের মধ্যে ২০ থেকে ৩৫ বছর বয়সী ৪৯ শতাংশ, ৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী ৩৫ শতাংশ, ৩৬ থেকে ৪৫ বছর বয়সী ১১ শতাংশ। সবচেয়ে কম আত্মহননকারী ৪৬ থেকে ৮০ বছর বয়সীরা, ৫ শতাংশ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আত্মহত্যার কারণ ছোট বা মামুলি মনে হলেও ওই ব্যক্তির কাছে সেটি অনেক বড় কারণ। আর করোনাকালে আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে। এটি অবশ্যই গবেষণার বিষয়। যেকোনো নাগরিকের বেঁচে থাকার পরিবেশ তৈরির দায়িত্ব রাষ্ট্র ও পরিবার, উভয়েরই।

কম বোধ-বুদ্ধি বা কম শিক্ষিত লোকেরা আত্মহত্যা বেশি করে বলে একসময় একটা কথার প্রচলন ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক কেসস্টাডি তা বলছে না। আত্মহত্যাকারীদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা কম নয়, বরং বেশি। সুশিক্ষিত-উচ্চশিক্ষিতরাও আছেন এ তালিকায়। রয়েছেন সমাজের নামিদামি, প্রতিষ্ঠিত-সামর্থ্যবানরাও। এটিও গবেষণার একটি উপাদান হতে পারে। করোনা এবং করোনা-পরবর্তী পৃথিবীতে শিশু থেকে বয়স্কসহ সব শ্রেণিপেশার মানুষের মধ্যে মানসিক-অর্থনৈতিক অশান্তি বেড়েছে, তা নিয়ে বিতর্ক নেই। এটি স্বীকার-অস্বীকারের বিষয়ও নয়। অনেকে নিজ থেকেও এর চিকিৎসা নিচ্ছেন। সরকারি হিসাব বলছে, পাবনা মানসিক হাসপাতাল ও ঢাকার জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের বহির্বিভাগে মহামারী শুরুর আগে যে সংখ্যক রোগী ভর্তি হতো, তার চেয়ে এখন মাসে গড়ে হাজারও বেশি রোগী চিকিৎসা নিচ্ছে। তাদের সবাই ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন নিয়ে নয়, নিজ গরজেও আসছেন।

> **বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনে আত্মহত্যা কোনো অপরাধ না হলেও আত্মহত্যার চেষ্টা করা অপরাধ। সম্প্রতিকালে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা আমাদের সমাজে কিছুটা হলেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে যা মোটেও কাম্য নয়। এইসব নেতিবাচক চিন্তাভাবনা আমাদের জীবনকে হতাশাগ্রস্ত করে তোলে, ঠেলে দেয় আত্মহত্যার মতো ভুল সিদ্ধান্তে।**

মহামারীতে চাকরি হারানো, আয়-রোজগার কমে যাওয়া, জীবিকা ও ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, স্বজনের মৃত্যু, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকাসহ বিভিন্ন কারণে অনেকেই মানসিক বিপর্যয়ের শিকার। আরেক হিসাব বলছে, গত দুই-আড়াই বছরে করোনায় যে সংখ্যক মানুষের মৃত্যু হয়েছে, তার চেয়ে বেশি মারা পড়েছে আত্মহত্যায়। আত্মহত্যা নিয়ে দেশে প্রকাশিত গবেষণাগুলোর তথ্য হচ্ছে, এ সবের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মূল কারণ পারিবারিক চাপ-অশান্তি- হতাশা-ক্ষোভ-লজ্জা। মহামারীর মধ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান লাগাতার বন্ধের সময় ২০২১ সালে সারা দেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০১ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। তাদের মধ্যে ছাত্র ৬৫ জন। আর ছাত্রী ৩৬ । তাদের বয়সভিত্তিক তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২২-২৫ বছর বয়সীর মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা তুলনামূলক বেশি। আঁচল ফাউন্ডেশন নামের একটি প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষা অনুযায়ী, সম্পর্কগত কারণে আত্মহত্যা করেছে ২৪.৭৫ শতাংশ শিক্ষার্থী। আর পারিবারিক সমস্যায় ১৯.৮০ শতাংশ, মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে ১৫.৮৪ শতাংশ। পড়াশোনাসংক্রান্ত কারণে ১০.৮৯ শতাংশ এবং আর্থিক সমস্যাকবলিত হয়ে আত্মহত্যা করেছে ৪.৯৫ শতাংশ শিক্ষার্থী।

বিষন্নতা-ক্ষোভ-জেদ-লজ্জা যে কারণেই হোক, শিক্ষার্থীর আত্মহত্যার এ প্রবণতা বড় রকমের অশনিসঙ্কেত। পুলিশের মতো একটি সুশৃঙ্খল-প্রশিক্ষিত বাহিনীর সদস্যদের মধ্যেও আত্মহত্যার প্রবণতা আরো বেশি অশনিসঙ্কেত। সরকারি গড় হিসাবে প্রতি বছর বাংলাদেশে গড়ে আত্মহত্যায় মৃত্যু ১১ হাজার। গত বছর মহামারীতেই ১৪ হাজার মানুষের আত্মহত্যার বাইরে সাম্প্রতিককালে লাইভে এসে বেশ কয়েকজন শিক্ষিত মানুষের আত্মহত্যার ঘটনা ভাইরাল হওয়া মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের ভাবনাকেও প্রভাবিত করে দিয়েছে। বিষণ্নতা আত্মহত্যার প্রাথমিক ধাপ। শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী, পুলিশসহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশায় বিষণ্নতার বিস্তার রুখতে একতরফা বা একপক্ষীয় কোনো সমাধান নেই। দীর্ঘমেয়াদে তা কোথায় গড়াবে, ধারণারও বাইরে। যদ্দুর সম্ভব, সমাধান খুঁজতে হবে শর্টকাটে, মোটেই দীর্ঘমেয়াদে নয়।

অভিনেতা-অভিনেত্রী, সাংবাদিক, অধ্যাপক, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী, প্রকৌশলী, পুলিশ বা সরকারি কর্মকর্তা থেকে শুরু করে স্কুলপড়ুয়া (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেওলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইক কার্টকিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যাডক, ফ্লাউন্ডার, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমনেলস ফ্রাইস	$ 9.99
ফ্রোজেন স্যালমন ফ্রাইস	$ 18.99
স্যাবার স্যালমন ফ্রাইস	$ 13.99
সুলতানা স্যালমন ফ্রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

‘জনবুদ্ধিজীবী’ দেশ জাতি রাষ্ট্র

ড. আবদুল লতিফ মাসুম

বাংলাদেশের একজন মহৎ মানুষ আকবর আলি খান। না ফেরার দেশে চলে গেছেন তিনি। আছে তার কর্ম ও জীবনস্মৃতি। তার জীবন বর্ণাঢ্য ও বহুমাত্রিক। তিনি ছিলেন আমলা, মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষক ও শেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা। আমলাগিরিতে কেটেছে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। কিন্তু তার শ্রেষ্ঠ অবদান গ্রন্থ রচনায়। নিজেকে ‘গ্রন্থকীট’ বলতেন তিনি। সমসাময়িক বাংলাদেশে গ্রন্থ রচনার গভীরতায়, প্রাঞ্জলতায় ও জনপ্রিয়তায় তিনি ছিলেন অনন্য। তিনি অনন্য ছিলেন তার ব্যক্তিত্বে, বক্তব্যে ও দেশপ্রেমে। তিনি যা বলতেন নিরাসক্ত দেশপ্রেমের ও নাগরিক দায়িত্ববোধের প্রেরণা থেকেই তা বলতেন।

কাউকে তুষ্ট করার জন্য অথবা দুষ্ট করার জন্য তিনি কথা বলতেন না। যে কথাগুলো অন্যরা বলতে ভয় পেতেন, নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচে তা বলতেন। এমন ধরনের মহৎ মানুষদের সঙ্গ-সাহচর্য উপভোগ করার মতো। বেশি দিনের কথা নয়, যেন এই সেদিন তিনি কথা বলছিলেন প্রফেসর এমাজউদ্দিন স্মারক বক্তৃতা দিতে গিয়ে। সেখানে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এরকম আরো দু-একটি সভায় তাকে নিয়ে আসার এবং তার কাছে যাতায়াতের সুযোগ আমার হয়েছিল। তার প্রতি এই সময়ের নাগরিকদের একটি অসম্ভব ভালোবাসা ছিল। সে ভালোবাসা সত্য উচ্চারণের। সে ভালোবাসা সাহসী উচ্চারণের। এমাজউদ্দিন স্মারক বক্তৃতার সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনটি ছিল এরকম :

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. আকবর আলি খান বলেছেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ইতিহাস গণতন্ত্রের। দেশের রাজনীতির মূল স্তম্ভ গণতন্ত্র। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ গণতন্ত্রের জন্য অশনিসঙ্কেত। শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া মিলনায়তনে এমাজউদ্দিন আহমদ রিসার্চ সেন্টার আয়োজিত এক স্মরণসভায় তিনি এ কথা বলেন। আকবর আলি খান বলেন, গণতন্ত্র ছাড়া ধর্মনিরপেক্ষতা সম্ভব নয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। বাংলাদেশে সবশেষে যদি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয়, মারামারি ও হিংসার মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে গণতন্ত্রের মাধ্যমে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় উপাদান গণতন্ত্র। আমরা যদি বাংলাদেশের ইতিহাস পড়ি তাহলে দেখতে পাব অষ্টম শতাব্দীতে প্রথম বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রীতি শুরু হয়। আমরা যদি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চার নীতির দিকে দেখি তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বাংলাদেশের রাজনীতির মূল স্তম্ভ গণতন্ত্র। যে দেশে জনগণ সরকারকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে সেটিই হলো গণতন্ত্র। যে দেশে জনগণের নিয়ন্ত্রণ নেই সেটি ভোট হোক আর যাই হোক সেটিকে প্রকৃত নির্বাচন বলা চলে না এবং এদিক থেকে দেখতে গেলে আমাদের দেশে গণতন্ত্র গড়ার প্রয়োজন রয়েছে। (প্রায় সব সংবাদপত্রে একই ধরনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ২৪ জুলাই ২০২২)।

এভাবে জনগণের ভাষায় কথা বলার মন ও মানস আকবর আলি খানের ছিল। তিনি তাদের নাড়ির খবর রাখতেন। জীবনের শেষ সময়গুলোতে যখন কোনো দায় অথবা দায়িত্ব তাকে ঘিরে রাখেনি, অবসরে যাওয়া নিঃসঙ্গ মানুষ যখন তিনি, তখন তিনি তার মতো করে বিবেকের ভাষায় কথা বলতেন। দেশের সিভিল সোসাইটি যখন বিভক্ত, সচেতন নাগরিকরা যখন নিরাসক্ত, রাজনীতি যখন ভয়ের কবলে নিপতিত, তিনি তখন জনগণের ভাষায় কথা বলতেন। তাই তিনি সত্যিকার অর্থে ছিলেন একজন ‘জনবুদ্ধিজীবী’। আকবর আলি খান তার অসুস্থতার জন্য, পারিবারিক নিঃসঙ্গতার জন্য খুব কমই জনসম্মুখে আসতেন। যখন আসতেন হুইল চেয়ারে করে, অসম্ভব কষ্ট করে তাকে অনুষ্ঠানস্থলে তুলতে হতো। এসব বিরল অনুষ্ঠানে বিরল কথাবার্তাই তিনি বলতেন। যারা তাকে আনতেন, তারা যেন ওই বিরল বক্তব্যের জন্যই তাকে নিয়ে আনতেন। জনগণের মধ্যে যে অংশ রাজনীতিসচেতন তারাও যেন ওই কথাগুলো শুনবার জন্য উদগ্রীব ও উন্মুখ হয়ে থাকতেন।

তার আমলাজীবন ছিল জনসম্পৃক্ত। যখন তিনি উন্নয়নের কথা বলতেন, তখন সাধারণ মানুষের উন্নয়নের কথা বলতেন। যখন তিনি ইতিহাস চর্চা করতেন, তখন জনগণের ইতিহাস অন্বেষণ করতেন। যখন তিনি সমাজ নিয়ে গবেষণা করতেন, তখন সমাজের গহিন গভীরে প্রবেশ করতেন। তিনি লক্ষ করেছেন বাংলাদেশের বিচিত্র ছলনাজালের রাজনীতি। তার উদ্দীষ্ট ছিল পরার্থপরতার অর্থনীতি। আকবর আলি খান গল্প কথার কল্পলোকে বসবাস করেননি। তার প্রতিটি লেখা উদ্দেশ্যপূর্ণ। মানুষকে একেবারে হাতেনাতে সত্যটি ধরিয়ে দেয়ার জন্য চিরস্বাধীন প্রয়াস ছিল তার। আর এমনভাবে কঠিন বিষয়গুলোকে লিখেছেন যা হয়ে গেছে সহজ-সরল। স্বাধীন ভারতের নেতা জওয়াহের লাল নেহরু তার দেশকে আবিষ্কার করতে গিয়ে লিখেছিলেন ‘ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া’। আর আকবর আলি খান বাংলাদেশকে আবিষ্কার করতে গিয়ে লিখেছেন ‘ডিসকভারি অব বাংলাদেশ’। বইটির পুরো নাম ‘ডিসকভারি অব বাংলাদেশ : এক্সপ্লোরেশন ইনটু ডাইনামিকস অব এ হিডেন ন্যাশন’। এটির বাংলা অনুবাদও রয়েছে।



কাউকে তুষ্ট করার জন্য অথবা দুষ্ট করার জন্য তিনি কথা বলতেন না। যে কথাগুলো অন্যরা বলতে ভয় পেতেন, নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচে তা বলতেন। এমন ধরনের মহৎ মানুষদের সঙ্গ-সাহচর্য উপভোগ করার মতো। বেশি দিনের কথা নয়, যেন এই সেদিন তিনি কথা বলছিলেন প্রফেসর এমাজউদ্দিন স্মারক বক্তৃতা দিতে গিয়ে।

বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে তার লেখা বই ‘ফ্রেন্ডলি ফায়ারস হামটি ডামটি ডিজঅর্ডার অ্যান্ড আদার এস্যেজ : রিফ্লেকশনস অব ইকোনমি অ্যান্ড গভর্ন্যান্স ইন বাংলাদেশ’। বাংলাদেশের সাহিত্য ও সমাজ সম্পর্কে উৎসাহিত ছিলেন তিনি। এ বিষয়ে তার গ্রন্থ ‘অন্ধকারের উৎস হতে : সাহিত্য, সমাজ, পরিবেশ ও অর্থনীতি সম্পর্কে আলোর সন্ধান’। অর্থনীতির মতো কঠিন বিষয়কে সহজ ভাষায় রম্য ঢংয়ে প্রকাশ করেছেন ‘আজব ও জবর-আজব অর্থনীতি’ নামক গ্রন্থে। বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পর্কে বিশেষত দারিদ্র্যের উৎস অনুসন্ধানমূলক আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তিনি। এটির নাম ‘দারিদ্র্যের অর্থনীতি : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ’। বাজেটের মতো জটিল বিষয় নিয়ে তার সহজ উপস্থাপনা ‘বাংলাদেশে বাজেট : অর্থনীতি ও রাজনীতি’। শুধু অর্থনীতি ও রাজনীতি নয়, জীবনানন্দের ‘বনলতা সেন’কে আবিষ্কার করার জন্য তিনি লেখেন, ‘চাবিকাঠির খোঁজে : নতুন আলোকে জীবনানন্দের বনলতা সেন’। তার চিন্তা-ভাবনা থেকে রবীন্দ্রনাথও বিশ্রুত হননি। সে বইয়ের নাম ‘দুর্ভাবনা ও ভাবনা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে’। বাংলায় ইসলাম ধর্মের ইতিহাসভিত্তিক তার গ্রন্থের নাম ‘বাংলায় ইসলাম প্রচারে সাফল্য : একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ’। আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় তার গ্রন্থ ‘বিচিত্র ছলনাজালে রাজনীতি’। আকবর আলি খান এর ভূমিকায় লিখেছেন, ‘বাংলাদেশের অনেক অর্জনের জন্য আমি গর্বিত। তবু রাজনৈতিক অবক্ষয় ও সুশাসনের ক্রমাগত অধোগতি আমার প্রজন্মের যারা আমার মতো গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, তাদের জন্য দৈহিক যন্ত্রণার চেয়েও মর্মান্তিক মানসিক যন্ত্রণার সৃষ্টি করেছে।’ তার জীবনের প্রতিটি প্রকাশে এর অনুরণন রয়েছে।

আকবর আলি খানের গ্রন্থসংখ্যা ১৮টি। দেশে-বিদেশে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত আরো অনেক গবেষণা নিবন্ধ রয়েছে তার। দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও গণমাধ্যমে রয়েছে তার অসংখ্য লেখা ও সাক্ষাৎকার। গ্রন্থ, প্রকাশনা ও বক্তব্য সর্বত্রই একটি বিষয় প্রতিফলিত ও প্রতিধ্বনিত, তা হচ্ছে জ্ঞান আলোক ও দেশপ্রেম। দেশ সম্পর্কে আশাবাদী ছিলেন তিনি। তবে নিরেট সত্যটি উচ্চারণ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। আমলাতন্ত্র ও সরকার একাকার হয়ে গেছে : এরকম প্রশ্নের উত্তরে তিনি হতাশার সাথে বলেন, ‘এরপর যারা আসবেন, একইরকম আমরা দেখব। তারা ভাববেন, যদি আমার চাচা দলাদলি করে সচিব হতে পারেন, আমি হবো না কেন? তিনি যদি পাঁচটি খারাপ কাজ করে পার পেতে পারেন, আমি সাতটা করব। আমার ছেলে এসে ৯টা করবে। এভাবেই বাড়তে থাকবে। এ সরকারের পর আরেক সরকার এলে একই ঘটনা ঘটবে। আমাদের সময়েও সেটি ঘটেছিল।’ নির্বাচনের সম্ভাবনা সম্পর্কে তার মন্তব্য, ‘এমন সম্ভাবনা ১০ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে নেই। তবে বাংলাদেশের জনসংখ্যার গরিষ্ঠ অংশ হচ্ছে তরুণরা। বর্তমান নেতৃত্ব হচ্ছে পুরনো। এদের কবল থেকে বের হয়ে তরুণ নেতৃত্ব গড়তে পারলে এখানে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ আছে। নয়তো যেভাবে চলছে, সেভাবে চলবে। তবে আমি আশা করতে পারি, তরুণ শক্তি জেগে উঠবে। এরা কারা আমি জানি না। তবে তাদের ওপর আমার আস্থা আছে।’ (প্রথম আলো, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২২)

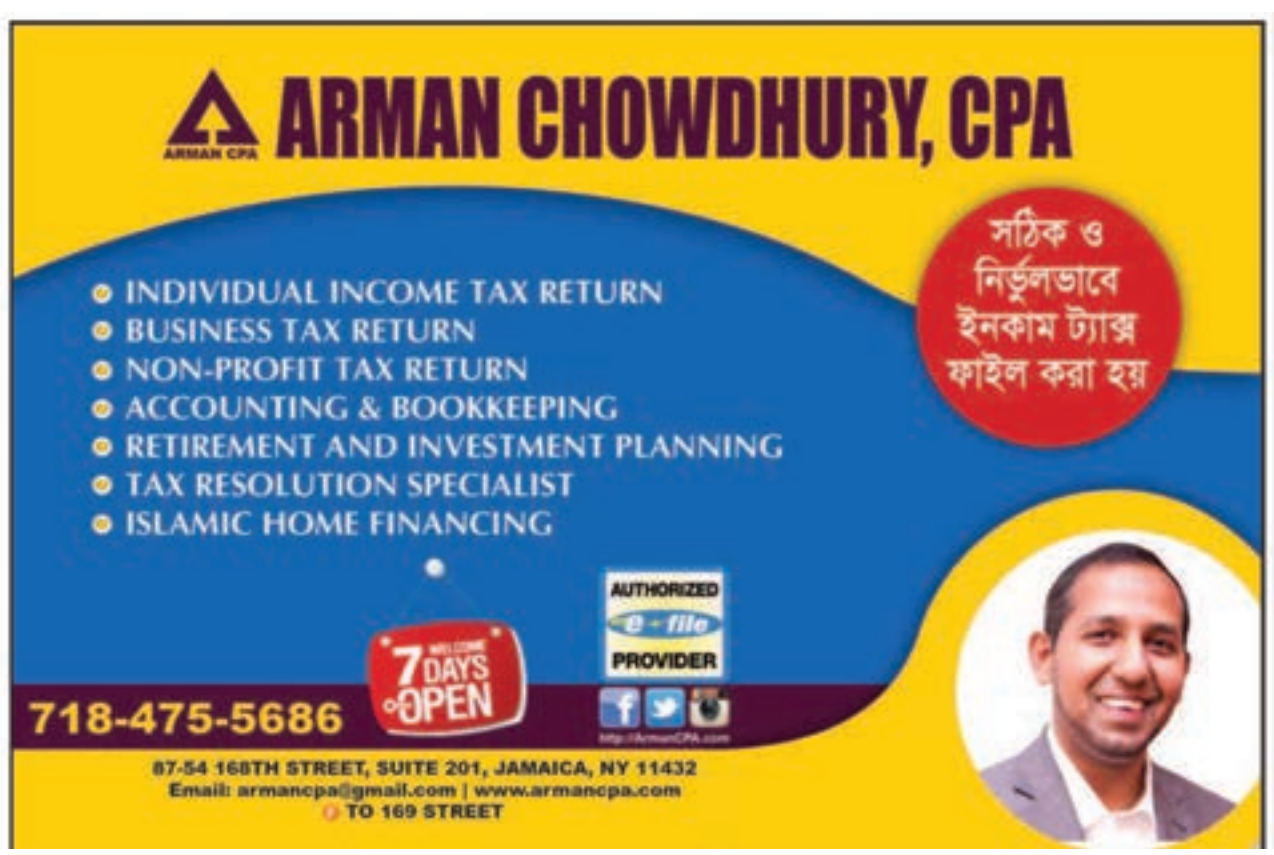
আকবর আলি খানের একান্ত নিজের কথা প্রকাশ পেয়েছে তার আত্মজীবনী ‘পুরানো সেই দিনের কথা’ গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন, ‘পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায়। ও সেই চোখের দেখা, প্রাণের কথা, সে কি ভোলা যায়’। আসলেই আকবর আলি খানের বয়ানে সেই পুরানো দিনের কথা, সেই প্রাণের কথা এখানে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, এটি তার আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ড। দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি তার কর্মজীবনের কথা লিখবেন। কতটা লিখে গেছেন তা জানি না, তবে তার দ্বিতীয় খণ্ড জীবনকালেই বের হোক তিনি তা চাননি। তিনি লিখেছেন, এতে অনেকেই বিব্রত হতে পারেন। সে যা হোক, প্রথম খণ্ডে রয়েছে ১৫টি অধ্যায়। আত্মজীবনীর চমৎকার তত্ত্বকথা দিয়ে শুরু হয়েছে পূর্বাভাস নামের প্রথম অধ্যায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি পিতৃ পুরুষের শিকড়ের সন্ধান করেছেন। এই সন্ধান বিস্তৃত হয়েছে চতুর্থ অধ্যায় পর্যন্ত। একটি তাৎপর্য বিষয় হচ্ছে তার পিতৃ পুরুষ যে হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছে তার প্রামাণ্য প্রতিবেদন। তার বংশধারায় সুদের প্রভাবকে তিনি অস্বীকার করেননি। তিনি যেমন বংশের গৌরবগাথা গেয়েছেন, ঠিক তদ্রূপভাবে অন্যায়, অসত্য ও প্রচলিত বদনামের কথা বর্ণনা করতেও ভোলেননি। এই ‘পিতৃপুরুষের শেকড়ের সন্ধান’ অংশটি সাধারণ আত্মকথার চেয়ে একটু বেশিই মনে হয়েছে। তবে সেই সাথে তার জন্মভূমি নবীনগরের ইতিহাস, ভূগোল ও লোককথা সব কিছুই এখানে রয়েছে।

মূলত পঞ্চম অধ্যায় থেকে তার প্রকৃত জীবন স্মৃতি শুরু হয়েছে। এখানে ব্যতিক্রমধর্মী বিষয় হচ্ছে পঞ্চাশের দশকের রাজনীতির বর্ণনা। সেই সাথে রয়েছে ভালো বইয়ের সন্ধানে সেই শিশুকালের প্রয়াসের কথা। ষষ্ঠ অধ্যায়ের তার কলেজজীবনের স্মৃতি রয়েছে। ঢাকা কলেজের সেই সময়ের মহৎ শিক্ষকমণ্ডলীর বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি সেখানেও ভালো বইয়ের সন্ধান করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল সার্ভিসে যোগদানের স্মৃতি স্থান পেয়েছে সপ্তম অধ্যায়ে। এখানে জানা যাবে তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতি ও আইয়ুবের বুনিয়াদি গণতন্ত্রের কথা। এরপর শুরু হয়েছে তার সিএসপি হিসেবে বেড়ে ওঠার সময়কাল অষ্টম অধ্যায়ে। রাজশাহীতে তিনি এসডিও হিসেবে শিক্ষানবিসকাল অতিক্রম করেন ১৯৬৮-৬৯ সালে। এটি নবম অধ্যায়ের কথা। আনুষ্ঠানিকভাবে হবিগঞ্জে মহকুমা প্রশাসক হিসেবে তার প্রকৃত প্রশাসনিক কাল শুরু হয়। এটি দশম অধ্যায়ের কথা। হবিগঞ্জ থেকেই তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আঞ্চলিকভাবেই নেতৃত্ব দেন। এজন্য একাদশ অধ্যায়টি হয়ে উঠেছে গুরুত্বপূর্ণ। বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক প্রস্তুতিকালের ঘটনাবলি। দ্বাদশ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে আগরতলায় মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলি। এই বইয়ের সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় হচ্ছে ত্রয়োদশ অধ্যায়। এখানে মধ্য জুলাই-১৯৭১ থেকে ডিসেম্বর-১৯৭১ পর্যন্ত ঘটনাবলি বিবৃত হয়েছে। মুজিবনগর সরকারের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও কলহ-বিদ্বেষেরও বয়ান রয়েছে এখানে। এর পরের প্রসঙ্গ ১ জানুয়ারি ১৯৭২ থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ পর্যন্ত বিবিধ ঘটনাবলি নির্মোহ ও নিরাসক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে অনেক অজানা তথ্য উদঘাটিত হয়েছে। উপসংহার টানা হয়েছে কয়েক পৃষ্ঠায়। তার স্মৃতিকথায় সবক’টা জানালা খুলে দেয়া আছে। যে কেউ যেকোনো বিষয় সত্যিকার ইতিহাস জানতে পারবে।

আকবর আলি খান ছিলেন একজন জনমুখী লেখক, নীতিবান ব্যক্তিত্ব ও আলোকিত মানুষ। মনীষী সক্রেটিস যেভাবে বলেছেন ‘জ্ঞানই শক্তি, জ্ঞানই পুণ্য’, আকবর আলি খানের জীবনে তার প্রতিফলন হয়েছে। তিনি নিজে শুধু পরার্থপরতার অর্থনীতি রচনা করেননি বরং তার যাপিত জীবনে এর প্রমাণ রেখেছেন। জীবনের সব অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি জনমুখী নীতি প্রণয়ন করতে সচেষ্ট ছিলেন। জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান গড়ে জনগণের ঋণ শোধের চেষ্টা করেছেন। তিনি গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতাকে উন্নয়নের সাথে সংযুক্ত করতে কখনো পিছপা হননি। বরং এই সময়ে স্পষ্টভাবেই গণতন্ত্রের তাগিদ দিয়েছেন অনবরত। কোনো রাজনৈতিক সমীকরণে তিনি যে আবদ্ধ নন, তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি সুশাসন, গণতন্ত্র ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজের বাস্তব চিত্র দেখিয়েছেন। তার চিন্তা ও চেতনা থেকে আগামী প্রজন্ম উদ্দীপ্ত হতে পারে।

লেখক : অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়







সাকিবের চেয়েও কম রান দেওয়া বোলার নেই বিশ্বকাপ স্কোয়াডে!

ঢাকা ডেস্ক, ১৫ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াড ঘোষণার পর এ নিয়ে চলছে বির্তক, সমালোচনা ।

অভিজ্ঞ মাহমুদউল্লাহ রিয়াদকে কেন বাদ দেওয়া হলো, ১০৪.২২ স্ট্রাইক রেটের নাজমুল হোসেন শান্ত কীভাবে সুযোগ পেলেন, মাহমুদউল্লাহকে বাদ দিলে কেন তিন দিনের ক্যাম্পে তাকে অনুশীলন করানো হলো– এমন সব আলোচনা ও প্রশ্নের শেষ হচ্ছে না ।

এছাড়া অফ স্পিনার শেখ মাহেদী হাসানকে মূল স্কোয়াডে না রাখা নিয়েও টুকটাক সমালোচনা চলছে । চারজনের স্ট্যান্ডবাই হিসেবে রাখা হয়েছে মাহেদীকে । মূলত অলরাউন্ডিং পারফরম্যান্স বিবেচনায় জাতীয় দলে কার্যকরি হয়ে ওঠেছেন একজন ক্রিকেটার মাহেদী ।

বাদ পড়ার পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ক্ষোভ বা হতাশার কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাননি এ স্পিন-অলরাউন্ডার । তবে নিজের কৃতিত্বের কথা জানিয়ে পোস্ট দিয়ে দেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে দোয়া চেয়েছেন ২৭ বছর বয়সি এ অলরাউন্ডার ।

মাহেদী জানালেন, ২০২১ সালের জুলাই থেকে এ পর্যন্ত টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সবচেয়ে কম ইকনোমি রেটে রান দেওয়া স্পিনার তিনি । এই পরিসংখ্যানে সাকিব আল হাসান ও অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডাম জাম্পার মত বোলারকে পেছনে ফেলেছেন তিনি । যেখানে মাহেদীর ইকনমি রেট ৫.৭০ সেখানে সাকিবের ৬.৩০ ।

আইসিসির নতুন প্রকাশিত র‍্যাংকিংয়ে দেখা যাচ্ছে, টি-টোয়েন্টি র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে সেরা বোলার এ মুহূর্তে মাহেদি হাসান । তার থেকে চার ধাপ পেছনে সাকিব আল হাসান । মাহেদী রয়েছেন ১৫ নম্বরে আর সাকিব ১৯ নম্বরে ।

বিশ্বকাপ দল ঘোষণার পর এই দুটি কৃতিত্বের কথা ছবিসহ নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে পোস্ট করে মাহেদী হাসান লিখেছেন, 'সবকিছুর জন্যই আলহামদুলিল্লাহ । ইনশাআল্লাহ, আমি খুব দ্রুতই আরো শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসব । আমাকে আপনাদের দোয়ায় সামিল করবেন ।'

প্রসঙ্গত, শেখ মাহেদী এখন পর্যন্ত মাত্র ৩টি আন্তর্জাতিক ওয়ানডে খেলেছেন । নিয়েছেন দুটি উইকেট । তবে টি-টোয়েন্টিতে তার ক্যারিয়ার তুলনামূলক সমৃদ্ধ । এখন পর্যন্ত ৩৮ টি-টোয়েন্টিতে ৬.৫৬ ইকনমিতে মাহাদি উইকেট শিকার করেছেন ৩০টি । যে কোনো তারকার জন্য এ পারফরর্মান্স চোখ ধাঁধাঁনো । টি-টোয়েন্টিতে রানও করেছেন ২৫৯ ।

কাঠমান্ডুর সকালে মারিয়াদের খুনসুটি

ঢাকা ডেস্ক, ১৫ সেপ্টেম্বর : কাঠমান্ডুর সকাল ১০টা ১৫ । বাস থেকে নেমে খুনসুটি করতে করতে মাঠের দিকে এগোলেন কৃষ্ণা রানী সরকার, মনিকা চাকমা ও মারিয়া মান্দা ।

কৃষ্ণা ও মনিকা দুজন রুমমেট । হাসিঠাট্টা লেগেই থাকে তাদের মধ্যে । মাঠেও তাই । অনুশীলন শেষে সিরাত জাহান মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন । ভারতকে হারানোর পর অভিনন্দনে ভরে গেছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম । তাই দেখছিলেন ।



বুধবার আর্মি হেডকোয়ার্টার্স মাঠে অনুশীলন হলো । সামনে সেমিফাইনাল । প্রতিপক্ষ ভুটান । পাঁচবারের সাফ চ্যাম্পিয়ন ভারতকে হারানোর পর ভুটান ম্যাচ নিয়ে দুই গোল করা সিরাত জাহান বলেন, 'ভারতকে হারানোর পর উল্লাস যা করার মাঠেই করেছি সবাই । হোটেলে ফেরার পর ডিনার করেছি । অনেকের পায়ে ব্যথা । তারা চিকিৎসা নিয়েছে । এখন আমাদের প্রস্তুতি সেমিফাইনালের জন্য ।'

তিনি যোগ করেন, 'আমাদের এখন মূল লক্ষ্য সেমিফাইনাল । যেহেতু আমাদের লক্ষ্য ফাইনাল, সেটি পূরণ করতে হলে সেমিফাইনালের বাধা টপকাতে হবে ।'

সিরাতের কথা, 'ভুটানও অনেক ভালো দল । কোনো দলকেই ছোট করে দেখার সুযোগ নেই । ধারাবাহিকতা ধরে রেখে সেমিফাইনালে খেলতে চাই । আশা করি, ভালো ম্যাচ উপহার দিয়ে ফাইনাল নিশ্চিত করব ।'

ভারত-বধের পর মাটিতেই পা রাখছেন ডিফেন্ডার শিউলি আজিম, 'ভারতের বিপক্ষে জয় ভিন্নভাবে উদ্যাপন করেছি । গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আমাদের যে প্রতিজ্ঞা ছিল, আমরা তা পূরণ করেছি । তবে আনন্দ যা করার মাঠেই করেছি । আজ (গতকাল) সকাল থেকে সেই আনন্দ আর নেই । এখন আমাদের পূর্ণ মনোযোগ সেমিফাইনালে । এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ ।'

তার মন্তব্য, 'সেমিফাইনালে ভুটানও শক্ত প্রতিপক্ষ । যোগ্যতা দিয়েই তারা শেষ চারে উঠেছে । সুতরাং, তাদের খাটো করে দেখার কোনো সুযোগ নেই । অবশ্য আমরা জয়ের জন্যই মাঠে নামব ।'

জার্মানিতে বাংলাদেশিদের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

ঢাকা ডেস্ক, ১৫ সেপ্টেম্বর : অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে সামার ক্রিকেট ফেস্ট ২০২২ । এতে জার্মানির প্রায় আটটি শহর থেকে নয়টি বাংলাদেশি দল অংশগ্রহণ করে ।

অংশগ্রহণকারী শহরগুলো হলো- বার্লিন, কোলন, ফুলদা, ডুইসেল্ডর্ফ, স্টুটগার্ট, আউগসবুরগ, এসেন-ডুইসবুর্গ এবং ফ্রাঙ্কফুর্ট ।

এর আয়োজনে ছিল ফ্রাঙ্কফুর্ট স্ট্রাইকার্স । ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে এই ক্রিকেট ক্লাবটি এ বছর যাত্রা শুরু করে । এরই ধারাবাহিকতায় তারা সামার ক্রিকেট ফেস্ট নামে গত ১০ এবং ১১ সেপ্টেম্বর ফ্যাস্টিভেলের আয়োজন করে । দুই দিনব্যপী এই আনন্দঘন আয়োজনে ছিল প্রীতি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, ফুড স্টল এবং সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা । আড়াইশর বেশি জার্মান প্রবাসী বাংলাদেশি অংশগ্রহণ করে ।



শনিবার বৃষ্টিবিঘ্নিত সকালে খেলা শুরু করতে বিলম্ব হলেও আয়োজকেরা ভালোভাবেই প্রথম দিনটি সম্পন্ন করেন । তিনটি গ্রুপে নয়টি দল গ্রুপ রাউন্ডে খেলার মাধ্যমে পরবর্তী রাউন্ডে উন্নীত হয় । বিজয়ী দলগুলো দ্বিতীয় দিন কোয়ার্টার ফাইনাল এবং সেমিফাইনালে অংশগ্রহণ করেন ।

প্রতিযোগিতা শেষে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্ট্রাইকারস এবং ক্যাম্প-লিন্টফোর্ড ব্ল্যাকহকস ফাইনাল খেলায় মুখোমুখি হয় এবং ক্যাম্প-লিন্টফোর্ড ব্ল্যাকহকস চ্যাম্পিয়ন হয় । ফাইনালে ম্যাচ সেরা হয়েছেন চ্যাম্পিয়ন দলের সাইদুল ইসলাম শাকিল । টুর্নামেন্টের সেরা ব্যাটসম্যান হয়েছেন রনি জহিরুল ইসলাম এবং সেরা বোলার হয়েছেন মুহাইমিনুর রহমান জুভেন । অনবদ্য ইনিংস এবং অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য প্লেয়ার অফ দ্যা টুর্নামেন্ট হয়েছেন রনি জহিরুল ইসলাম ।

টুর্নামেন্ট শেষে সন্ধ্যায় ক্লাবের হলরুমে ফ্রাঙ্কফুর্টের স্থানীয়দের সঞ্চালনায় একটি ছোট সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয় ।



দেশ বাঁচাতে ধর্মশিক্ষা বাঁচান

আবু জাফর ছালেহী

স্বাধীনতার পরে এই প্রথম এসএসসি পর্যায়ে ধর্মশিক্ষাকে বোর্ড পরীক্ষা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। যে বিষয়গুলো বোর্ড পরীক্ষায় রাখা হয়েছে, সেগুলোর নাকি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড বা প্রয়োজন আছে; ধর্মের কি তা আছে! এটি অস্বীকার করার কেউ নেই, পানির ক্ষেত্রে সমুদ্র যেমন, নৈতিকতার ক্ষেত্রে তেমন হচ্ছে ধর্ম। নৈতিকতার অভাব নিয়ে প্রকৃতপক্ষে কি কোনো দেশ আদৌ উন্নত হতে পারে? আসলে কি অবকাঠামোগত উন্নতিই দেশের উন্নতির একমাত্র সূচক? অবকাঠামোগত উন্নতিতে যদি পূর্ণাঙ্গ সুনীতির প্রয়োগ হতো, তাহলে আরো অনেক আগেই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেত। তাই যদি হয়, তাহলে কোন যুক্তিতে ধর্মশিক্ষা গুরুত্বহীন করা হচ্ছে? পারমাণবিক বোমায় হিরোশিমা-নাগাসাকিতে বস্তুগত যে মারাত্মক ক্ষতি হয়েছিল, ধর্মশিক্ষাকে বোর্ড পরীক্ষা থেকে বাদ দিয়ে গুরুত্বহীন করার মাধ্যমে জাতীয়ভাবে আমাদের নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে তার চেয়েও ভয়াবহ ক্ষতি হবে। একটি মসজিদ গুঁড়িয়ে দিলে, একটি মাদরাসা বাতিল করলে যেভাবে টনক নড়ে ওঠে, ধর্মশিক্ষাকে পঙ্গু করার মাধ্যমে তিন-চার কোটি শিক্ষার্থীর ঈমান যে, হুমকির মুখে পড়ল, তাতে সেরকম টনক নড়ছে না। ব্যাপারটি এরকম যে, এক লোকের বিষফোঁড়া হয়েছে, তাই নিয়ে দাপাদাপি হচ্ছে; কিন্তু ওই লোকেরই ব্লাড ক্যান্সার হয়েছে, তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। কারণ, ক্যান্সার সাদা চোখে দেখা যায় না। এটি অবশ্যই অদূরদর্শী-মাথামোটা লোকেদের অবস্থা। আমরা যেভাবে রুটিনওয়ার্কের বৃত্তের মধ্যে আটকে আছি, মনে হচ্ছে যেন ইমারজেন্সির অগ্রাধিকারবোধ অনেকেরই নেই।

আমরা যদি চাই, আমাদের প্রজন্ম চীনের মতো কোটির অঙ্কে নাস্তিক না হোক, ওরা আমাদের বার্ধক্যে বৃদ্ধাশ্রমে নির্বাসন না দিক, আমাদের জানাজায় সন্তান হিসেবে শরিক হোক, জারজ সন্তানে দেশ ভরে না উঠুক, কওমে লুতের মতো সমকামিতার ভাইরাস দেশময় ছড়িয়ে না যাক, দুর্নীতিতে দেশ আজীবন চ্যাম্পিয়ান না হোক, ঘরে ঘরে সন্তানের হাতে মাতা-পিতা আর স্কুল-কলেজে শিক্ষার্থীর হাতে শিক্ষক খুনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটুক, দেশ ও দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সুরক্ষিত থাকুক, তাহলে সব সম্প্রদায়ের জন্য ধর্মশিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রাখতেই হবে। এক কথায়, দেশ বাঁচাতে হলে ধর্মশিক্ষা বাঁচাতেই হবে। আর সেটি অবশ্য বোর্ড পরীক্ষায় বহাল রেখেই কেবল সম্ভব; বরং ভাবতে হবে, কীভাবে আরো সুসংহত, ব্যাপকভিত্তিক ও সর্বময় করা যায়। অর্থাৎ ওংষধসরুধঃরড়হ ড়ভ শহড়ষিবফমব-এর বিপ্লব ঘটাতে হবে। এ জন্যই বলা হচ্ছে- সর্বস্তরে ইসলামী শিক্ষার কথা, প্রি-প্রাইমারি থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত সাধারণভাবে ইসলামের ন্যূনতম ফরজ জ্ঞান যাতে অর্জন করে আর স্নাতক/সম্মান ও স্নাতকোত্তরে বিষয় ভিত্তিক ইসলামী জ্ঞান প্রয়োজনমতো যাতে হাসিল হয়। একজন চিকিৎসককে যেমন জানতে হবে, ইসলামে চিকিৎসাবিজ্ঞানের মৌল আদর্শটা কী, তেমনি একজন আইনবিদকেও জানতে হবে, ইসলামের দণ্ডবিধি, বিচারব্যবস্থা ও আইন প্রণয়নে ইসলামের হিকমত ও আদর্শ। রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী; এক কথায় সব পেশা ও বৃত্তির সবাইকেই জানতে হবে নিজ নিজ সেক্টরের ইসলামী বিধান। আর এক দল স্কলার আলেমকে সব বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হতে হবে যেটি উন্নত মানের মাদরাসা থেকে তৈরি হওয়ার কথা। সে ক্ষেত্রেও শেকড় কর্তনের পাঁয়তারা চলছে। জেনারেল শিক্ষায় ধর্মের বারোটা সুন্দর করে বাজাতে পারলে মাদরাসাটা হজম করার চেষ্টায় কসুর থাকবে না।

যিনি 'ইনশাআল্লাহ'র ভাষণে স্বাধীনতা এনেছেন, গর্ব করে বলেছেন, 'আমি বাঙালি ও মুসলমান', টঙ্গীতে বিশ্ব ইজতেমার ময়দান বরাদ্দ দিয়েছেন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন, ওআইসির সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন, 'এ দেশের বুনিয়াদি শিক্ষা হবে মক্তব শিক্ষা'; সব মিলিয়ে বাংলাদেশে একটি আধ্যাত্মিক আবহাওয়া ও ধর্মীয় মূল্যবোধের পরিবেশ বাঁচিয়ে রেখেছেন, তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী পিতার পদাঙ্ক অনুসারে ৫৬০টি মডেল মসজিদ নির্মাণ, আরবি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, দাওরা হাদিসের মাস্টার্স সমমানের সনদ প্রদান ও মিলাদুন্নবী সা:-কে জাতীয় দিবস হিসেবে গেজেটভুক্ত করার মতো বিশেষ কিছু অবদান রেখেছেন। কিন্তু মাদকের লাইসেন্স শিথিলকরণ ও সিনেমা হলগুলোকে প্রণোদনা দিয়ে পুনর্জীবনদানের মতো ইসলাম ও সমাজবিধ্বংসী নিত্যনতুন পদক্ষেপের ফলে তাহাজ্জুদ-খ্যাত প্রধানমন্ত্রী ও তার সরকারকে সরল বিশ্বাসী লোকেরা যে ধর্মবান্ধব মনে করত, তাতেও সন্দেহের চিড় ধরেছে। বিশেষ করে শিক্ষাব্যবস্থায় তারা যে, ইউটার্ন নিয়েছেন, তাতে সেই সন্দেহই কেবল ঘনীভূত হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু ও প্রধানমন্ত্রীর সব সম্প্রদায়ের প্রতি ধর্মীয় সহিষ্ণুতার এই সুনাম ভূলুণ্ঠিত করার জন্য বিদেশী শকুনি চোখের বদ অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নে কারা নিয়োজিত রয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

বিতর্কিত কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের জাবরকাটা স্লোগান এই ধর্মপ্রাণ জাতিকে আতঙ্কিত করেছে বর্তমান সরকার দীর্ঘ ২১ বছর পর '৯৬ তে যখন ক্ষমতায় আসে। ২০০৯ সালে এই সরকার পুনরায় ক্ষমতায় আসার ফলে ২০১০ থেকে সাধারণ শিক্ষার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সিলেবাস; বিশেষ করে বাংলা সাবজেক্ট চরমভাবে অশুচির শিকার হয়। নিজেকে নাস্তিক বলে যিনি গর্বিত বোধ করতেন, তার রচিত 'বই' নামে একটি 'সাম্প্রদায়িক উসকানির' কবিতা এ সময়ে পাঠ্য হয়। পঞ্চম শ্রেণীর কোমলমতি শিশুকে তখন শেখানো হতো-

'যে বই তোমায় দেখায় ভয়/সেগুলো কোনো বই-ই নয়
/সে বই তুমি পড়বে না।
যে বই তোমায় অন্ধ করে/যে বই তোমায় বন্ধ করে/সে বই তুমি ধরবে না।'

পবিত্র শিক্ষাব্যবস্থাও যে রাজনৈতিক বিষবাষ্পের শিকার হয়, কচিকাঁচা শিশুদের তা বোঝারই কথা না। তাই ওরা সাদা মনে প্রশ্ন করত- কোন বইটি অন্ধ করে? কোন বই পড়া যাবে না? বেচারা স্যার-ম্যাডামদের তখন কিছুই বলার থাকে না। এ সময়ে সিলেবাস থেকে বাদ দেয়া হয়, মহানবী সা:, হজরত আবু বকর ও উমর রা:-এর জীবনী; বিপরীত দিকে অনুপ্রবেশ করানো হয়েছে- 'লাল গরুটা' ও 'লালু' গল্প, যাতে শেখানো হয়- গরু মায়ের মতো; তাই কোরবানি করা যাবে না এবং কালীপূজা ও পাঁঠাবলির কাহিনীও রয়েছে এসব গল্পে। অষ্টম শ্রেণীর কপালে জুটেছে রামায়ণের সংক্ষিপ্ত রূপ। সম্প্রতি সংসদে একজন সংসদ সদস্য এসব অভিযোগ উত্থাপনপূর্বক প্রত্যাহারও করেছেন। আসলে তার ত্রুটি ছিল- তিনি তার অভিযুক্ত সিলেবাসের সময়সীমাটা উল্লেখ করেননি। ২০১২ সাল পর্যন্ত পাঠ্যজুড়ে সাহিত্যের নামে এসব চলতে থাকে। ২০১৩ সালে হেফাজতে ইসলামের দাবিতে সরকার সিলেবাসের আগাছা নিড়ায়। ওসব নিড়িয়ে ফেললেও ওর চেয়ে ভয়াবহ বিকল্প, নবম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত 'জুয়োলজি'ও 'বায়োলজি'তে ঈমানবিধ্বংসী, ডারউইনের হাইপোথিসিস 'বিবর্তনবাদ' পুরোদমে পাঠ্য রয়েছে।

শুধু এখানেই ক্ষান্ত নয়, ২০১০ সালে তারা একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে। শিক্ষানীতির প্রাক-কথনে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন, 'এখানে ধর্ম, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।' এ ছাড়া এই শিক্ষানীতিতে ৩০টি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যার ১৬ নং হচ্ছে- 'প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত চরিত্র গঠনে সহায়তা করা।' এই জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অনুসারে ২০১২ সালে তারা প্রণয়ন করেন জাতীয় কারিকুলাম বা শিক্ষাক্রম। আর এই শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের জন্য ২০২০ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা প্রকাশ করা হয়। এই রূপরেখায় তিন কোটি শিক্ষার্থী তথা দেশের ভবিষ্যতের জন্য ভয়ঙ্কর ক্ষতির দিকটি হলো- প্রথম পাবলিক পরীক্ষা এসএসসির সামষ্টিক মূল্যায়ন তথা বোর্ড পরীক্ষা থেকে 'ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা' বিষয়টিকে বাদ দেয়া হয়েছে। যে পাঁচটি বিষয়ের বোর্ড পরীক্ষা হবে, তা হলো- বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সামাজিক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান। এর ভেতরে ধর্মশিক্ষা নেই। আর যে পাঁচটি বিষয়ের বোর্ড পরীক্ষা হবে না, তা হলো- জীবন ও জীবিকা, ডিজিটাল প্রযুক্তি, ভালো থাকা, ধর্মশিক্ষা এবং শিল্প ও সংস্কৃতি (জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা, পৃষ্ঠা-৯৭)।

তাহলে ধর্মশিক্ষা আছে মাত্র স্কুলের ক্লাস ও ধারাবাহিক মূল্যায়ন তথা অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার জন্য। এতে কি ধর্মশিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রইল? এভাবে ধর্মশিক্ষাকে গুরুত্বহীন করা হলে বাস্তবে তা অপঠিতই রয়ে যাবে। তাতে কি কাঙ্ক্ষিত নৈতিকতা অর্জন আদৌ সম্ভব হবে? বাংলাদেশের ৫০ বছরের ইতিহাসে ধর্মশিক্ষা কখনোই বোর্ড পরীক্ষার বাইরে ছিল না। সচেতন মানুষের প্রশ্ন, বোর্ড পরীক্ষার বাইরে রাখলে যদি গুরুত্বহীন না-ই হয়, তাহলে বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান কেন বোর্ড পরীক্ষায় রাখতে হবে? শুধু বোর্ড পরীক্ষার বাইরে ছুড়ে ফেলেই ক্ষান্ত নয়, ধর্মশিক্ষার ক্লাস-সংখ্যা বা শিখন-ঘণ্টাও অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় দারুণভাবে সঙ্কোচন করা হয়েছে। যেমন- দশম শ্রেণীর ধর্মশিক্ষার বাৎসরিক শিখন-ঘণ্টা বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানের চেয়ে ১০১টি করে কম, বাংলা ও গণিতের ক্লাস ধর্মশিক্ষার চেয়ে ৬৭টি বেশি ও ভিনদেশী ভাষা ইংরেজির ক্লাসও ৯০টি বেশি। এমনকি, জীবন ও জীবিকার ক্লাস সংখ্যাও ধর্মশিক্ষার চেয়ে ৪৫টি বেশি। উপরন্তু ধর্মশিক্ষাকে রাখা হয়েছে 'ভালো থাকা'-এর মতো কিছু আমদানিকৃত নবজাতক সাবজেক্টের সমান্তরালে। এ অবস্থায় ২০০ পৃষ্ঠার ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ক্লাস কার্যক্রম বা ধারাবাহিক মূল্যায়ন দিয়ে বোর্ড পরীক্ষায় না থাকার ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার সুযোগটুকুও থাকল না। (জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা, পৃষ্ঠা-৯১)

এ ছাড়া একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে নতুন রূপরেখায় ধর্মের কোনো অস্তিত্ব নেই। আছে 'মূল্যবোধ ও নৈতিকতা' নামের শিখন ক্ষেত্রের কথা। এতে আদৌ কোনো ধর্মশিক্ষার বই আবশ্যিক ও বোর্ড পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত থাকবে কি না, তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। ২০১২ সালে প্রণীত জাতীয় শিক্ষাক্রমের ১১নং পৃষ্ঠার উল্লেখ অনুযায়ী, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য ছয়টি শাখা রাখা হয়েছে। বিজ্ঞান, মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা, ইসলাম শিক্ষা, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান ও সঙ্গীত। এর মধ্যে বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান ও সঙ্গীত, এই চার শাখায় ধর্মশিক্ষার কোনো আংশিক বা ঐচ্ছিক পাঠও নেই। শুধু মানবিক শাখার ঐচ্ছিক ১৭টি গুচ্ছ বিষয়ের মধ্যে অপাঙ্‌ক্তেয় অবস্থায় ইসলাম শিক্ষা রয়েছে, যা বোর্ড পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত নয়। শুভঙ্করের ফাঁকির আরো সূক্ষ্ম কাণ্ড হলো- এইচএসসিতে খোদ ইসলাম শিক্ষা নামেই একটি শাখা রাখা হয়েছে, যাতে তিনটি আবশ্যিক বিষয়ের একটি হচ্ছে আরবি। মূলত এই শাখাটি কেতাবে থাকা কাজীর গরুর মতো। এ শাখাটি প্রচলিত নেই, এর জন্য বিশেষজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয় না; এ বিষয়টির কোনো পাইলটিং তো দূরে থাক, নতুন করে বিষয়টি ওপেন করার অনুমোদনও অঘোষিতভাবে বন্ধ। পারিপার্শ্বিক কারণে এ বিষয়টির চাহিদা প্রকাশেরও সুযোগ নেই। কারণ, প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ধারাবাহিক আরবি না শিখে একাদশে গিয়ে হঠাৎ করে কঠিন আরবি ভাষা ও সাহিত্য পড়া সক্রেটিসের পক্ষেও সম্ভব নয়। তাই এটিকে কার্যকর করার জন্য অবশ্যই যৌক্তিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৯০ শতাংশ মুসলমান তথা শতভাগ ধর্মপ্রাণ মানুষের এই বাংলাদেশে কোনো সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবক এরকম ধর্মশিক্ষাকে অপাঙ্‌ক্তেয় অবস্থায় রাখা, বোর্ড পরীক্ষার বাইরে রেখে সঙ্কুচিত ও গুরুত্বহীন করাকে কিছুতেই সমর্থন করে না। যার যার ধর্মশিক্ষা গুরুত্বের সাথে অর্জন করার ব্যবস্থা থাকা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নাগরিক অধিকার বটে। প্রতিটি রাষ্ট্র শিক্ষার্থীদের জন্য ধর্মশিক্ষার সর্বোচ্চ ব্যবস্থা রাখে। ইসরাইলের মতো একটি বিতর্কিত-অস্বীকৃত রাষ্ট্র, যাকে সর্বাধুনিক মনে করা হয়, তারা যদি তাদের ধর্মশিক্ষা 'তালমুদ' ডিগ্রি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক রাখতে পারে, তাহলে উন্নত দেশ গড়ার জন্য কোন যুক্তিতে আমাদের ধর্মশিক্ষাকে গুরুত্বহীন করতে হবে? ইতোমধ্যেই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে 'ধর্ম আছে, ধর্ম আছে' বলে এই ভয়াবহ ক্ষতির বিষয়টি কৌশলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তারা বরং অভিযোগ তুলছে- জনগণ ধর্মশিক্ষা বিষয়ে মিথ্যা অপপ্রচার চালাচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৩ জুন এনসিটিবি প্রকাশিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার ও শিক্ষাক্রম রূপরেখা বিশেষজ্ঞ গ্রহণযোগ্য আলেমদের সমন্বয়ে সংশোধনপূর্বক জনস্বার্থে নিম্নোক্ত দাবিমালা বাস্তবায়নের জন্য 'ইসলামী শিক্ষা উন্নয়ন বাংলাদেশ' প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করছে।

১. 'ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা' বিষয়টিকে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিজ্ঞান, (বাকি অংশ ৩৪১পাতায়)

পবিত্র শিক্ষাব্যবস্থাও যে রাজনৈতিক বিষবাষ্পের শিকার হয়, কচিকাঁচা শিশুদের তা বোঝারই কথা না। তাই ওরা সাদা মনে প্রশ্ন করত- কোন বইটি অন্ধ করে? কোন বই পড়া যাবে না? বেচারা স্যার-ম্যাডামদের তখন কিছুই বলার থাকে না। এ সময়ে সিলেবাস থেকে বাদ দেয়া হয়, মহানবী সা:, হজরত আবু বকর ও উমর রা:-এর জীবনী; বিপরীত দিকে অনুপ্রবেশ করানো হয়েছে- 'লাল গরুটা' ও 'লালু' গল্প, যাতে শেখানো হয়- গরু মায়ের মতো; তাই কোরবানি করা যাবে না এবং কালীপূজা ও পাঁঠাবলির কাহিনীও রয়েছে এসব গল্পে।



আল্লাহু সর্বশক্তিমান

জয় বাংলা

জয় বঙ্গবন্ধু

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি,
বিশ্ব শান্তি মডেলের প্রণেতা (জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত), বঙ্গবন্ধু কন্যা, দেশ রত্ন

জননেত্রী শেখ হাসিনা

প্রবাসী নাগরিক সংবর্ধনায় হোটেল লটে প্যালেসের সুইট থেকে সরাসরি এস্টোরিয়া ম্যানোরের বলরুমে সমবেত প্রবাসীদের সাথে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হবেন।



জেএফকে
বিমান বন্দরে
স্বাগত অভ্যর্থনা
১৯ সেপ্টেম্বর, রাত ৯টা

জাতিসংঘের সামনে
শান্তি সমাবেশ
২৩ সেপ্টেম্বর, দুপর ২টা

এস্টোরিয়া ওয়ালর্ড ম্যানর-এ
ভার্চ্যুয়াল নাগরিক সংবর্ধনা
২৪ সেপ্টেম্বর, সকাল ১০টা
২৩-২২ এস্টোরিয়া বুলেভার্ড
নিউইয়র্ক ১১১০২

ড. সিদ্দিকুর রহমান
সভাপতি

আব্দুস সামাদ আজাদ
ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ

সার্বিক সহযোগিতায়ঃ নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগ, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগ, মেট্রো ওয়াশিংটন আওয়ামী লীগ, ভার্জিনিয়া স্টেট আওয়ামী লীগ, মেরিল্যান্ড স্টেট আওয়ামী লীগ, নিউজার্সী স্টেট আওয়ামী লীগ, নিউ ইংল্যান্ড স্টেট আওয়ামী লীগ, কানেকটিকাট স্টেট আওয়ামী লীগ, মিশিগান স্টেট আওয়ামী লীগ, ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট আওয়ামী লীগ, পেনসিলভেনিয়া স্টেট আওয়ামী লীগ, জর্জিয়া স্টেট আওয়ামী লীগ, ফ্লোরিডা স্টেট আওয়ামী লীগ, টেক্সাস স্টেট আওয়ামী লীগ, ইলিনয়েস স্টেট আওয়ামী লীগ, উইসকনসিন স্টেট আওয়ামী লীগ, সাউথ জার্সী মেট্রো আওয়ামী লীগ, ফিলাডেলফিয়া ট্রাই-কাউন্টি আওয়ামী লীগ, মিশিগান মহানগর আওয়ামী লীগ, ফ্লোরিডা মহানগর আওয়ামী লীগ, জর্জিয়া মহানগর আওয়ামী লীগ, সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা মহানগর আওয়ামী লীগ, জর্জিয়া মহানগর আওয়ামী লীগ, ডালাস আওয়ামী লীগ, টেম্পা আওয়ামী লীগ (ফ্লোরিডা), বাফেলো সিটি আওয়ামীলীগ, নিউইয়র্ক আপষ্টেট সিটি আওয়ামী লীগ, নিউজার্সী সিটি আওয়ামী লীগ, যুক্তরাষ্ট্র মহিলা আওয়ামী লীগ, যুক্তরাষ্ট্র কৃষক লীগ, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় শ্রমিক লীগ, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী যুবলীগ, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ, যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগ, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী মহিলা যুবলীগ, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টি, যুক্তরাষ্ট্র জাসদ, যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্রী পার্টি, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, সেন্টর কমান্ডারস ফোরাম-মুক্তিযুদ্ধ ৭১, বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার ভেটারনস ১৯৭১ ইউএসএ ইনক, মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন, বঙ্গমাতা শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব পরিষদ, বঙ্গবন্ধু পেশাজীবী পরিষদ, শেখ হাসিনা মঞ্চ, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট, শেখ কামাল স্মৃতি পরিষদ, শেখ রাসেল জাতীয় শিশু কিশোর পরিষদ, খাতক দালাল নির্মূল কমিটি, বাংলাদেশ আওয়ামী ফোরাম ইউ এস এ, বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবি পরিষদ, বঙ্গবন্ধু থিয়েটার, মুক্তিযোদ্ধা যুব কমান্ড, গোপালগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন আমেরিকা ইনক, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বপক্ষের সকল সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

প্রচারেঃ দুলাল মিয়া এনাম, প্রচার সম্পাদক

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND
EXECUTIVE SERVICES
37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

কফিনের ওপর মুকুট ও রাজদান্ড, রানিকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে সাধারণ জনতা

ঢাকা ডেস্ক, ১৫ সেপ্টেম্বর : রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের সরকারি বাসভবন বাকিংহাম প্রাসাদ থেকে তার শবাধার নিয়ে শেষ যাত্রা দেখার জন্য এবং রানির প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য গতকাল বুধবার লন্ডন শহরের রাস্তায় হাজার হাজারো মানুষের সমাগম হয়েছে।

রানির কফিন বাকিংহাম প্রাসাদ থেকে শোক মিছিল করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওয়েস্টমিনস্টার হলে। পার্লামেন্ট ভবনের খুবই প্রাচীন একটি অংশ এটি। সেখানে রানির প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাচ্ছে সাধারণ জনতা।

আগামী সোমবার রানির রাষ্ট্রীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই কফিন রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শায়িত রাখা হবে। রাজকীয় পতাকায় মোড়া কফিনের ওপর শোভা পাচ্ছে রানির মুকুট এবং রাজদন্ড।

বাকিংহাম প্রাসাদ থেকে একটি ঘোড়ায় টানা শকটে করে রানির মরদেহ সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়, এই শকটের পেছনে পেছনে আসেন রাজা তৃতীয় চার্লস এবং রাজ-পরিবারের অন্য সদস্যরা।

রানির শবাধার নিয়ে অন্তিম যাত্রা দেখতে মানুষের ঢল নামে বাকিংহাম প্রাসাদ থেকে ওয়েস্টমিনস্টার হল পর্যন্ত ১৬ কিলোমিটার যাত্রাপথে। ব্রিটেনের নানা প্রান্ত থেকে নানা বয়সের, নানা বর্ণের হাজার হাজার মানুষ এই অন্তিম যাত্রায় রানিকে শেষ শ্রদ্ধা জানান।

খুবই গুরুগম্ভীর পরিবেশে সামরিক ব্যান্ডের বিষাদময় বাজনার সঙ্গে ৩৮ মিনিট পথ পাড়ি দিয়ে রানির কফিন পৌঁছে ওয়েস্টমিনস্টার হলে। এ সময় হাইড পার্কে তো-পধ্বনি করা হয় আর বিগ বেনের ঘড়িতে প্রতি মিনিটে ঘন্টাধ্বনি শোনা যায়। বড় পার্কগুলোতে বিশাল পর্দায় অসংখ্য মানুষ এই শোকমিছিল দেখে।

রাজকীয় পতাকায় ঢাকা রানির কফিন ওয়েস্টমিনস্টার হলে পৌঁছার পর সেখানে ছোট একটি প্রার্থনা অনুষ্ঠান হয়। বাকিংহাম প্রাসাদ থেকে ওয়েস্টমিনস্টার হল পর্যন্ত শোকমিছিলের সময় লন্ডনের আকাশ দিয়ে বিমান উড়ে যেন নীরবতা ভঙ্গ করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে বেশ কিছু ফ্লাইট বাতিল করা হয়।

এই কয়দিন ওয়েস্টমিনস্টার হলে লাখ লাখ মানুষ রানিকে শ্রদ্ধা জানাতে এই কফিনের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সরকার ইতোমধ্যেই মানুষজনকে সতর্ক করে দিচ্ছে যে ওয়েস্টমিনস্টার হলে ঢোকার জন্য মানুষকে ৩০ ঘণ্টা পর্যন্ত লাইনে অপেক্ষা করতে হতে পারে। হয়তো সারা রাত তাদের লাইন দিতে হবে। সে জন্য তারা যেন প্রস্তুত হয়ে আসে। তার পরেও দর্শনপ্রার্থীদের লাইন বেড়েই চলেছে।

হলের ভেতরে ঢোকার জন্য বিমানবন্দরের মতো কড়া নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ভেতরে কী কী নিয়ে ঢোকা যাবে বা কী নেওয়া যাবে না সে বিষয়ে কঠোর নির্দেশ আছে। ভেতরে ছবি তোলা যাবে না, শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কিভাবে কফিনের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে হবে তার নিয়ম-কানুন জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

যারা লাইনে আছেন তাদের হাতের কবজিতে হলুদ রঙের ব্যান্ড পরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যাতে লাইন ভেঙে বাইরে থেকে কেউ ঢুকে পড়তে না পারে বা একজন একাধিকজনের হয়ে লাইন দিতে না পারে।

যেসব পাড়ার মধ্য দিয়ে লাইন গেছে, সেখানে রেস্তোরাঁ-ক্যাফে বাড়তি সময় খোলা রাখা হচ্ছে।

অপেক্ষার পথে ৫০০ অস্থায়ী টয়লেট বসানো হয়েছে।

বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার স্বেচ্ছাসেবীরা ভিড় সামলাতে পুলিশকে সাহায্য করছেন। পাশাপাশি লাইনে দাঁড়ানো মানুষকেও তারা নানাভাবে সাহায্য করছেন।

ইউক্রেন যুদ্ধে ইন্ধন, ১২০০ জনের বিরুদ্ধে ইইউর নিষেধাজ্ঞা

ঢাকা ডেস্ক, ১৫ সেপ্টেম্বর : ইউক্রেন যুদ্ধে ইন্ধনদাতা হিসেবে এ পর্যন্ত ১ হাজার ২০০ জনের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। ইইউ বুধবার নতুন করে আরও অনেককে এ কালো তালিকাভুক্ত করেছে। ইউক্রেনের স্বাধীনতা বিরোধী এবং রাশিয়াকে যুদ্ধে ইন্ধনদাতারা এ তালিকায় আছেন। খবর আনাদোলুর।

তালিকাভুক্ত ব্যক্তিরা আগামী ৬ মাস ইউরোপের কোনও দেশে ভ্রমণ করতে পারবেন না। এছাড়া, তাদের যত সম্পদ আছে ইইউভুক্ত দেশগুলোতে, তা বাজেয়াপ্ত করা হবে।

বুধবার এক বিবৃতিতে ইইউ জানায়, ২০২৩ সালের ১৫ মার্চ পর্যন্ত অভিযুক্ত ১ হাজার ২০৬ জনের বিরুদ্ধে এ নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে।

রাশিয়া ২০১৪ সালে ক্রিমিয়া দখল করে নেওয়ার পর থেকে ইইউ এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ শুরু করে।

বর্তমানে এ নিষেধাজ্ঞার পরিধি বেড়ে ১ হাজার ২০৬ জন কলো তালিকাভুক্ত হয়েছেন।

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary

KAKATUA
AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorized e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপু ভাতে
ফারহানা আমিরান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

সুস্থ থাকুক পাবনার মানসিক হাসপাতাল

(৪০ পাতার পর)

হবে, আনুপাতিক হারে এই সংখ্যা বাড়বে। প্রথম আলোর প্রতিনিধি একাধিক বেসরকারি হাসপাতালে গিয়ে দেখেছেন, কোথাও জনবলের অনুপাত মানা হয় না। বরং তাঁরা বুক ফুলিয়ে বলেন, 'যেসব চিকিৎসক তাঁদের কাছে রোগী রেফার করেন, তাঁরাই এসে রোগী দেখে যান।'

অধ্যাপক হেলালউদ্দিনের সুপারিশ মেনে যদি আশপাশে এমন হাসপাতাল বন্ধ করা যায়, তাহলে এমন প্রবণতা হয়তো কমে যাবে।

এসব হাসপাতালের নিষ্ঠুরতা ও চরম অব্যবস্থার কথা প্রথম জনসমক্ষে আসে পুলিশের এক কর্মকর্তার মৃত্যুর পর। আনিসুল করিম নামে এএসপি পদমর্যাদার ওই কর্মকর্তাকে চিকিৎসার নামে নির্যাতন করে হত্যা করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। ওই ঘটনায় হত্যা মামলা হয়। সেটি ২০২০ সালের ৯ নভেম্বরের কথা। অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানটির (মাইন্ড অ্যান্ড সাইকিয়াট্রিক অ্যান্ড ডি-অ্যাডিকশন) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কোনো অনুমোদন ছিল না।

অভিযোগ আছে, আনিসুলকে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট থেকে ওই বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর ঘটনায় করা হত্যা মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের তদানীন্তন উপকমিশনার বলেছিলেন, আনিসুলকে যাঁরা মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট থেকে ভাগিয়ে নিয়েছেন, তাঁদের নাম পাওয়া গেছে।

কেন এই দশা

চাহিদা আর সরবরাহের ঘাটতি থেকেই ফাঁকতালে পয়সা কামানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়। দেশে এই মুহূর্তে মানসিক রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আছেন মাত্র ২৭০ জন। আর কাউন্সেলিংয়ের জন্য (ব্যক্তিগত, সামাজিক বা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার সমাধান পরামর্শ) পেশাদার মনস্তত্ত্ববিদ আছেন মাত্র ২৫০ জন।

প্রয়োজনের তুলনায় চিকিৎসক ও প্রশিক্ষিত জনবল কম থাকায় সুযোগ নিচ্ছে বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল। নজরদারি দূরে থাক, এদের সঙ্গে মিলেমিশে পরিস্থিতিকে আরও নাজুক করে তুলছে একশ্রেণির সুযোগসন্ধানী।

উপায় কী

অবকাঠামো ছাড়াও দক্ষ জনবলের ব্যাপক ঘাটতি আছে। মানসিক সংকটের শুরুতে সেটি শনাক্ত করে প্রাথমিক সহযোগিতা ও শুশ্রূষা দিতে পারলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হাসপাতাল বা ক্লিনিকে ভর্তি হতে হয় না। মাঠপর্যায়ে প্রশিক্ষিত প্যারামেডিকরা (প্রাথমিক জরুরি চিকিৎসাসেবক) সহজেই এই কাজটি করতে পারেন। দক্ষ মানসিক রোগবিশেষজ্ঞ ও পেশাদার মনস্তত্ত্ববিদ তৈরির পাশাপাশি মানসিক সংকট ব্যবস্থাপনায় পারদর্শী একদল পেশাদার প্যারামেডিক তৈরির কথা আমাদের ভাবতে হবে।

মানসিক রোগ নিয়ে সমাজের অবস্থান বড়ই বৈরী। পরিবারের লোকজন মানসিক রোগের কথা যত দিন সম্ভব গোপন রাখে। গোপনে চিকিৎসা করে। মানসিক রোগী এই অবস্থা থেকে উত্তরণে মা ছাড়া কাউকে পাশে পায় না।

মানসিক ভারসাম্যহীনদের 'পাগল' তকমা দিয়ে খুব সহজে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যায়। তাই অনেক ক্ষেত্রে ভাইবোনেরা চিকিৎসার ক্ষেত্রে তেমন গা করে না। এসব কারণেই বেসরকারি চিকিৎসাকেন্দ্রগুলো বেপরোয়া আচরণ করার সাহস পায়। সমাজকে সপক্ষে আনতে গণমাধ্যম ভূমিকা রাখতে পারে।

অবকাঠামো নিয়েও নতুন করে ভাবতে হবে। পাবনার তৎকালীন সিভিল সার্জন ডা. মোহাম্মদ হোসেন ১৯৫৭ সালে ভেবেছিলেন নিরিবিলি পরিবেশের কথা। তাই তিনি শহর থেকে দূরে শীতলাই জমিদারবাড়িটি হাসপাতালের জন্য বেছে নিয়েছিলে।

শেরেবাংলা নগরের ইটের পাঁজর, লোহার খাঁচা মানসিক ক্লান্তি দূর করে নাকি বাড়িয়ে দেয়, সেটি নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা হওয়া উচিত। প্রায় ১১১ দশমিক ২৫ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত পাবনার মানসিক হাসপাতালের পূর্ণ ব্যবহার আজও হয়নি।

ঢাকার কর্তাদের কাছে পাবনা যেন নিতান্তই একটা উপনিবেশ বা কলোনি। সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সে কথাটিই যেন আবার প্রমাণ করল। ঠিকমতো ব্যবস্থা আর পরিকল্পনা নিলে পাবনা হাসপাতালের সক্ষমতা তিন গুণ বাড়ানো সম্ভব। পাবনার নাগরিক আর শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা ঢাকার চেয়ে কম নয়। সবকিছু ঢাকায় কেন্দ্রীভূত করার ভূত আমাদের মাথা থেকে তাড়াতে হবে। বিকেন্দ্রীকরণ আর স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ না দিলে প্রতিষ্ঠানগুলোর বিকাশ হবে না। এভাবে দরজাজানালা বন্ধ করে সংকট সমাধানের পথ খুঁজবে প্রতিষ্ঠানগুলো।

গওহার নঈম ওয়ারা: লেখক গবেষক

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মোডাসন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

সুস্থ থাকুক পাবনার মানসিক হাসপাতাল

গওহার নঈম ওয়ারা

জয়পুরহাট শহরের বৈরাগীর মোড়ের মসজিদের বাইরে এক ক্লান্ত প্রবীণা তাঁর কিশোর নাতির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। নাতির আগ্রহে জুমার নামাজের জন্য তাঁদের যাত্রাবিরতি। অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। প্রবীণ এই নারীর সাকিন জেলার পাঁচবিবি, যাবেন পাবনা। জয়পুরহাট থেকে সান্তাহার হয়ে ঈশ্বরদী যাবেন ট্রেনে। সেখান থেকে বাসে পাবনা শহর, তারপর টেম্পোতে হিমাইতপুর।

বয়স্ক এই নারীর সঙ্গে কথার সূত্রে জানলাম, তাঁর ছোট ছেলে পাবনার মানসিক হাসপাতালে ভর্তি। সেখানে প্রায় দুই বছর ধরে তাঁর চিকিৎসা চলছে। নিয়মিত চিকিৎসায় কিছুটা উন্নতি হচ্ছিল। মাস তিনেক আগে গিয়ে তিনি দেখে এসেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার (৮ সেপ্টেম্বর) হঠাৎ তিনি খবর পেয়েছেন, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সব রোগীকে ছেড়ে দেবে। তাদের নাকি টাকা শেষ।

বয়স্ক নারীর মুখে কথাটি শুনে প্রথমে আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। পঁয়ষট্টি বছরের পুরোনো একটি নামকরা হাসপাতাল টাকার অভাবে রোগী রাখতে পারছে না, আউটডোর বন্ধ করে দিচ্ছে, সেটি কীভাবে সম্ভব। তাঁর কোথাও কোনো ভুল হয়েছে। আমার গলায় সন্দেহের গন্ধ পেয়ে প্রবীণা বললেন, 'আমি সব জেনেই পথে বাড়াইছি বাপ।

পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম, পাঁচবিবির প্রবীণ ওই নারীর কথায় সত্যতা ছিল। পাবনার মানসিক হাসপাতালের দরজা গরিব রোগীদের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। গরিব রোগীদের ধাপে ধাপে বের করে দেওয়ার (ভদ্র ভাষায় বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া) নির্দেশ জারি হয়েছিল। ভাগ্য ভালো, সবাইকে একসঙ্গে বের করে হাসপাতালের ফটকে তালা লাগিয়ে দেয়নি কর্তৃপক্ষ।

কথার মাঝখানে ওই নারীর 'নাতি ছাওয়াল' মসজিদের শিরনির দুটি জিলাপি নিয়ে হাজির। কিশোরটির নাম ইব্রাহীম। সে মাদ্রাসার ছাত্র, দাদির হাতে জিলাপি দিয়ে বলে, 'এটা খেয়ে পানি খা। ইস্টিশন কাছেই। পাঁচবিবির এই প্রবীণার মতো দেশের নানা প্রান্তের অনেকেই হয়তো সেদিন বা তার পরদিন পাবনায় ছুটেছিলেন।

পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম, পাঁচবিবির প্রবীণ ওই নারীর কথায় সত্যতা ছিল। পাবনার মানসিক হাসপাতালের দরজা গরিব রোগীদের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। গরিব রোগীদের ধাপে ধাপে বের করে দেওয়ার (ভদ্র ভাষায় বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া) নির্দেশ জারি হয়েছিল। ভাগ্য ভালো, সবাইকে একসঙ্গে বের করে হাসপাতালের ফটকে তালা লাগিয়ে দেয়নি কর্তৃপক্ষ।

সব সম্ভবের এই বেহেশতি দেশে সেটি করলেও কেউ জবাব চাইত না। আশার কথা, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আশ্বাসের ওপর ভরসা রেখে হাসপাতাল প্রশাসন তাদের 'গরিব রোগী খেদাও' আদেশ স্থগিত করেছে। আউটডোর (বহির্বিভাগ) খোলা রাখার নতুন আদেশ জারি হয়েছে।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেয়, যেসব রোগীর টাকা দিয়ে খাবার আর ওষুধ নেওয়ার ক্ষমতা আছে অর্থাৎ যারা 'পেয়িং বেডে' অগ্রিম টাকা দিয়ে আছেন, তাঁদের কেবল খাবার দেওয়া হবে। বাকিদের আর খাবার দেওয়া যাবে না, বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হবে। একই সঙ্গে কর্তৃপক্ষ বহির্বিভাগ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।

এমন হাল কেন

খাদ্য ও মালামাল সরবরাহকারী একটি সংক্ষুব্ধ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষে বনিবনা হচ্ছিল না। এ অবস্থায় তারা আদালতের দ্বারস্থ হয়। ব্রিটিশরা যেদিন থেকে এ দেশে আদালতউকিলমোক্তার চালু করেছে, সেদিন থেকে কথায় কথায় প্রতিপক্ষকে 'হাইকোর্ট' দেখানোর উৎসাহ আমাদের মধ্যে চেগে বসে। যাই হোক, গত বছরের ১৪ জুন রোগীদের খাবার সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান 'রোজ এন্টারপ্রাইজ' দরপত্রে খাদ্যতালিকার নাম উল্লেখ করার জটিলতা নিয়ে পাবনা দায়রা জজ আদালতে মামলা করে।

মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে যাতে বেসরকারি মানসিক হাসপাতাল গড়ে না ওঠে, সেদিকে আমাদের নজর দিতে হবে

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক হেলালউদ্দিন আহমেদ

আদালত ওই বছরের ২৯ জুন সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বিবাদী অর্থাৎ মানসিক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এতে ঠিকাদার নির্বাচন ও নিয়োগ তথা দরপত্র কার্যক্রম স্থগিত হয়ে যায়।

আদালতের আদেশের পর নিরুপায় কর্তৃপক্ষ অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে বাকিতে রোগীদের খাবার কেনার চেষ্টা করে। পাশাপাশি 'উর্ধ্বতন মহলের' সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা চেয়ে লেখালেখি করতে থাকে। কিন্তু এত দিন ধরে পরিষ্কার কোনো দিকনির্দেশনা না পেয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেয়, যেসব রোগীর টাকা দিয়ে খাবার আর ওষুধ নেওয়ার ক্ষমতা আছে অর্থাৎ যারা 'পেয়িং বেডে' অগ্রিম টাকা দিয়ে আছেন, তাঁদের কেবল খাবার দেওয়া হবে। বাকিদের আর খাবার দেওয়া যাবে না, বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হবে। একই সঙ্গে কর্তৃপক্ষ বহির্বিভাগ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।

বিনা মূল্যের রোগী ও নিজ খরচে থাকা

গত শনিবার (১০ সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত ৫০০ শয্যার এই হাসপাতালে ৪৮০ রোগী ভর্তি ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১৫০ রোগী ছিলেন নিজের খরচে। বাকি ৩৩০ জন ছিলেন বিনা মূল্যের শয্যায়। নিজের খরচে থাকা রোগীদের দুই মাসের ওষুধ ও শয্যাভাড়া বাবদ ৮ হাজার ৫২৫ টাকা করে ১৭ হাজার ৫০ টাকা অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। সেই সঙ্গে জমা রাখা হয় রোগীর পথ খরচের টাকা। বলা বাহুল্য, বিনা মূল্যের রোগীদের খরচ সরকার বহন করে। এঁরা সবাই দরিদ্র্য, নিম্নবিত্ত ঘরের মানুষ।

দরিদ্র রোগীদের, বিশেষ করে পাঁচবিবির ওই প্রবীণ নারীর মতো অভিভাবকদের হাতে পথে জলখাবারের টাকাটাও থাকে না। পাবনার মানসিক হাসপাতালে সারা দেশ থেকে রোগী আসে। প্রতিদিন ৪০০ থেকে ৫০০ নতুন/পুরোনো রোগী বহির্বিভাগে সেবা নিতে আসেন। বহির্বিভাগে রোগীদের বিনা মূল্যে চিকিৎসার পাশাপাশি দুই মাস বা ষাট দিনের প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়া হয়।

১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এই হাসপাতালে শুরুতে মাত্র ৬০টি শয্যা ছিল। পরে ১৯৬৬ সালে প্রথম দফায় শয্যাসংখ্যা বাড়িয়ে ১৫০ ও পরে ২০০ করা হয়। সর্বশেষ ১৯৯৬ সালে হাসপাতালটি ৫০০ শয্যায় উন্নীত করা হয়। বর্তমানে হাসপাতালে পাঁচটি নারী ওয়ার্ডসহ মোট ১৯টি ওয়ার্ড রয়েছে। মোট শয্যার ৩৫০টি বিনা মূল্যের এবং বাকি ১৫০টিতে রোগীদের নিজ খরচে থাকতে হয়। রোগীদের নিজেদের খরচে থাকা শয্যা খালি পাওয়া বেশ মুশকিল।

পাবনার পর আরও হাসপাতাল

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য জরিপ ২০১৮-১৯ অনুযায়ী, দেশের দুই কোটির বেশি মানুষ বিভিন্ন ধরনের মানসিক রোগে আক্রান্ত। শতকরা হিসাবে তা ১৬ দশমিক ৮ শতাংশ। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর চিকিৎসাসেবা দেওয়ার মতো সক্ষমতা পাবনা মানসিক হাসপাতালের নেই। পাবনার হাসপাতালের ওপর চাপ কমানো আর চিকিৎসা ও নীতি গবেষণার জন্য ১৯৮১ সালে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল (এনআইএমএইচ) প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরুতে এটির নাম ছিল ইনস্টিটিউট অব মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড রিসার্চ।

প্রতিষ্ঠানটি ২০০১ সালে রাজধানীর শেরেবাংলা নগর এলাকায় যাত্রা শুরু করে। এ ছাড়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের কিছু সরকারি বেসরকারি হাসপাতালে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা চালু আছে। সামরিক হাসপাতাল ও সশস্ত্র বাহিনীর মেডিকেল কলেজেও মানসিক স্বাস্থ্যসেবার

ব্যবস্থা আছে।

শেরেবাংলা নগরে এনআইএমএইচের আটতলা ভবনটিতে একসঙ্গে চার শতাধিক ভর্তি রোগীর সেবা দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এখানে ৬০ ভাগ শয্যা রোগীদের নিজ খরচে থাকতে হয়। ৪০ শতাংশ বিনা মূল্যের শয্যা। তবে এখানে দালালদের দৌরাত্ম্যের কথা নানা সময় পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। বলা হয়, ঢাকার এই হাসপাতাল ঘিরে ১৪টি নানা আকারের বেসরকারি মানসিক হাসপাতাল গড়ে উঠেছে। মোহাম্মদপুরের হুমায়ুন রোড, বাবর রোড, শ্যামলী, আদাবর, মণিপুরিপাড়া, ফার্মগেট ও গ্রিন রোড এলাকায় এসব হাসপাতালের অবস্থান।

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক হেলালউদ্দিন আহমেদ মনে করেন, 'মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে যাতে বেসরকারি মানসিক হাসপাতাল গড়ে না ওঠে, সেদিকে আমাদের নজর দিতে হবে।'

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, লাইসেন্সের শর্তানুযায়ী ১০ শয্যার মানসিক হাসপাতাল চালাতে সার্বক্ষণিক তিনজন চিকিৎসক, ছয়জন নার্স ও তিনজন পরিচ্ছন্নতাকর্মী রাখা বাধ্যতামূলক। শয্যা যত (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?

বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন

রাফি সাফওয়ান

ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে

সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :

267-992-3201

Park Realty

of Western New York

155 Summer St
Buffalo, NY 14222

জাহানারা আলী যুক্তরাষ্ট্র

(৪৬ পাতার পর)

তাঁর ভাষণের সময় যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ আয়োজিত শান্তি সমাবেশে উপস্থিতি এবং ভার্চুয়াল সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগদান করতে তিনি অনুরোধ জানান। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ঘোষিত সকল কর্মসূচিতে অংশগ্রহণে সকলকে অনুরোধ জানিয়েছেন নতুন দায়িত্ব প্রাপ্ত ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জাহানারা আলী।

এদিকে সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জাহানারা আলী ও সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, আধুনিক বাংলা গড়ার সুনিপুণ কারিগর, ডিজিটাল বাংলাদেশের সার্থক রূপকার, গরীব দুঃখী অবহিত বঞ্চিত মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের রোল মডেল, বিশ্ব শান্তির অগ্রদূত, জননেত্রী শেখ হাসিনার জন্য আমারা দেশী-প্রবাসী সকলেই ধন্য। সেই বিচক্ষণ মানবতার নেত্রীকে আমরা আমাদের মাঝে পাব। আসুন, আমরা দলমতের উর্ধ্বে উঠে দায়িত্বশীল আচরণ, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রিয় মাতৃভূমির মান সম্মান সমুন্নত রাখি। বিবৃতিতে নেত্রীদ্বয় বলেন, সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা শত সমস্যা অতিক্রম করে, শোককে শক্তিতে পরিণত করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আসুন, আমরা তাঁর সহযোগী হই, তাঁর পাশে থাকি। তাঁর হাতে যতদিন রবে দেশ, পথ হারাবে না বাংলাদেশ।

উল্লেখ্য, জাহানারা আলী সরকারি হোম ইকোনমিক্স বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে বিএ অনার্স পরীক্ষা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন ২০০০ সালে। যুক্তরাষ্ট্র মহিলা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই যুক্তরাষ্ট্র মহিলা আওয়ামী লীগের সাথে জড়িত। তিনি যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের প্রবাসী কল্যাণ সম্পাদক মোহাম্মদ সোলায়মান আলীর সহধর্মিণী। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

দেশ বাঁচাতে ধর্মশিক্ষা বাঁচান

(৩৬ পাতার পর)

মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা, গার্হস্থ অর্থনীতি, সঙ্গীত ও কারিগরিসহ সব শাখায় আবশ্যিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

২. দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর সামষ্টিক মূল্যায়ন তথা বোর্ড পরীক্ষায় 'ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা' বিষয়টিকে বহাল রাখতে হবে।

৩. বিতর্কিত, প্রত্যাখ্যাত কুরআনবিরোধী বিবর্তনবাদসহ ইসলামবিরোধী সব পাঠ্য-রচনা সিলেবাস থেকে অপসারণ করতে হবে।

৪. আরব দেশগুলোর শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকার জন্য আরবি ভাষাকে সর্বস্তরে বাধ্যতামূলক করতে হবে। উল্লেখ্য, ভারতের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরাও এ উদ্দেশ্যে আরবি ভাষা শিখে এগিয়ে রয়েছেন।

এ পর্যায়ে বোর্ড পরীক্ষায় কেন ধর্মশিক্ষা থাকতেই হবে, তার পক্ষে ১০টি যুক্তি ভেবে দেখুন-

১. আমাদের সংবিধান শুরু হয়েছে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' তথা সর্বশক্তিমান আল্লাহর নাম দিয়ে। ওই সংবিধানের '২- ক' ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রধর্ম যেখানে ইসলাম, শিক্ষাব্যবস্থায় সেখানে ইসলাম শিক্ষা বিষয়টি গুরুত্বহীন অবস্থায় থাকতে পারে না। তদুপরি ইসলাম শিক্ষা বিষয়টিকে পাবলিক পরীক্ষা থেকে দূরে রেখে সংবিধানকে সমুন্নত রাখা অসম্ভব।

২. জাতীয় শিক্ষানীতির ১১ পৃষ্ঠার বয়ান অনুযায়ী নৈতিকতার মূল উৎস হচ্ছে ধর্ম। সেই ধর্মকে পাবলিক পরীক্ষা থেকে দূরে রেখে কিছুতেই জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন এবং নৈতিক ও আদর্শিক চেতনাসম্পন্ন নাগরিক পাওয়া সম্ভব নয়। অতএব, যার যার ধর্ম থেকে সর্বোচ্চ নৈতিকতা অর্জনের ব্যবস্থা করা জাতীয় শিক্ষানীতির অনিবার্য দাবি।

৩. বাংলা উইকিপিডিয়ায় 'বিভিন্ন দেশে ধর্মের গুরুত্ব' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতে 'বিশ্বজুড়ে ২০০৯ সালে করা 'গ্যালাপ জরিপ' থেকে কৃত গবেষণায় প্রশ্ন করা হয়েছিল- 'ধর্ম কি তোমার প্রতিদিনের জীবনে গুরুত্ব বহন করে?' এর উত্তরের ওপর নির্ভর করে যে তালিকা তৈরি করা হয়, তাতে দেখা যায়, বাংলাদেশ থেকে ১ শতাংশ অংশগ্রহণকারীও নেতিবাচক উত্তর দেননি। ৯৯ শতাংশ-এর উত্তর ছিল 'হ্যাঁ, গুরুত্বপূর্ণ।'

৪. বিবিসি বাংলার তথ্য অনুসারে এ দেশের মোট শিক্ষার্থীর ৯৫ শতাংশ স্কুল-কলেজে পড়ে, যার সংখ্যা চার কোটির বেশি। আর গুরুত্বের সাথে ধর্ম পড়ানো না হলে কিছুতেই আমাদের এই বৃহৎ সংখ্যক কোমলমতি সন্তানরা প্রকৃত ইসলামী জীবন ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হতে পারবে না। অথচ 'দ্বীনি জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ওপর ফরজ' (বায়হাকি)।

৫. পাবলিক পরীক্ষা তথা বোর্ড পরীক্ষা বর্হির্ভূত কোনো বিষয়কে শিক্ষার্থী কিংবা অভিভাবক গুরুত্ব দেন না। অতীতের অভিজ্ঞতায় এমনটিই দেখা গেছে। এমতাবস্থায় বোর্ড পরীক্ষার বাইরে রেখে শুধু 'শিখনকালীন মূল্যায়ন' দিয়ে ইসলাম শিক্ষার সুফল পাওয়া যাবে না।

৬. ধর্ম নাকি আন-প্রোডাক্টিভ! কারো কারো কাছে এই অভিযোগও শোনা যায়। অথচ চরিত্র গঠনই শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য। আর চরিত্র গঠনে ধর্মশিক্ষার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি।

৭. ৯০ শতাংশ মুসলমান তথা ১০০ শতাংশ ধর্মপ্রাণ মানুষের দেশে জাতীয় ঐক্য গড়ে দেশ ও দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব অক্ষত ও সমুন্নত রাখতে ধর্মশিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

৮. মহান আল্লাহ স্বয়ং মহানবী সা:-কে বলেছেন, 'অনুসরণীয় উত্তম আদর্শ।' অথচ মহানবী সা:-এর অনুসারীরা যদি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নবীজীর সা: জীবনাদর্শের সাথে পরিচিত হতে না পারে, সেটি যেকোনো মুসলিমপ্রধান দেশের জন্য বিপজ্জনক।

৯. ইসলাম ও মহানবী সা:-এর জীবনাদর্শ রাষ্ট্রস্বীকৃত উৎস থেকে না শিখতে পারলে আমাদের সন্তানরা সহজেই মিস-গাইডেড হয়ে ভুল উৎস থেকে ইসলামের অপব্যাখ্যা শিখে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের সাথে জড়িয়ে যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। সাম্প্রতিক ইতিহাস তাই প্রমাণ করেছে।

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত

কাজী ইমাম মাওলানা

আব্দুল মুকিত

পেশ ইমাম, দারুস সালাম মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো, মেরিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা প্রদান করা হয়।

পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!

I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT

Authorized IRS e-file Provider

IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।

ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ

নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:

বাংলা ট্যুর

৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

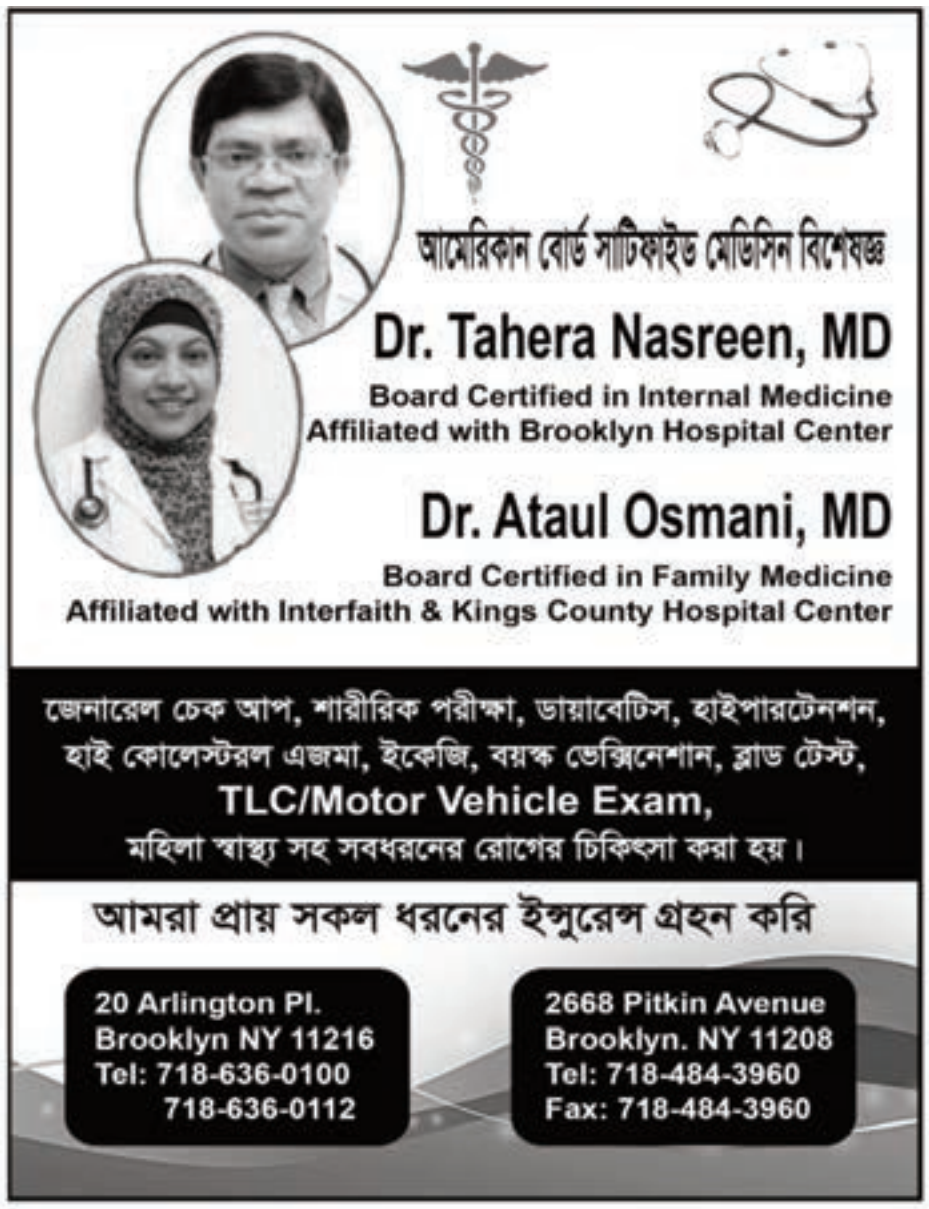
আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত শর্মার বাংলাদেশ বিরোধী বক্তব্যের প্রতিবাদে

প্রবাসের সচেতন নাগরিকবৃন্দের বিবৃতি রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার পতাকা উর্দ্ধে তুলে ধরুন

নিউইয়র্ক: অতি সম্প্রতি ভারতের আসাম রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত শর্মা বাংলাদেশকে অখন্ড ভারতের অংশ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিরোধী যে বক্তব্য দিয়েছেন তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। তার এই বক্তব্য আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি স্বরূপ। আমরা তার এই ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপন করছি।

আসামের মুখ্যমন্ত্রী এমন সময়ে এই বক্তব্য দিলেন যখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ভারত সফর করছিলেন। আমরা আসামের মুখ্যমন্ত্রীর উক্ত ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্যের জন্য বাংলাদেশ সরকারকে জোর প্রতিবাদ জানানোর জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা দেশে ও বিদেশে বাংলাদেশের সকল দেশপ্রেমিক জনগণকে বহু রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতার পতাকা উর্দ্ধে তুলে ধরার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন নিউইয়র্ক প্রবাসী বিশিষ্ট সাংবাদিক মনজুর আহমদ, পেনসেলভেনিয়া প্রবাসী বিশিষ্ট চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ, নিউজার্সী প্রবাসী পরিবেশবীদ, লেখক ও অ্যাক্টিভিষ্ট আতিকুর রহমান সালু, নিউইয়র্ক প্রবাসী পরিবেশবীদ, লেখক ও ফার্মাসিস্ট সৈয়দ টিপু সুলতান, ফার্মাসিস্ট, কবি ও বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নূরুল হক, কানেকটিকাট প্রবাসী সৈয়দ শফিক উদ্দিন আহমেদ, লন্ডন প্রবাসী বিশিষ্ট সাংবাদিক/লেখক ও বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক ও ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসের সাবেক প্রেস মিনিস্টার গাজীউল হাসান খান, সাউথ ক্যারোলিনা ষ্টেট ইউনিভার্সিটির কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্টের সাবেক চেয়ারম্যান ড. শফিকুর রহমান, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর দেলোয়ার হোসেন, কানাডার টরন্টোর বিশিষ্ট লেখক ও অ্যাক্টিভিষ্ট মাহবুবুর চৌধুরী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকার সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ ইলিয়াস মিয়া, স্পেন প্রবাসী লেখক ও সোস্যাল অ্যাক্টিভিষ্ট মির্জা রেজাউল হোসেন তপন, ম্যারিল্যান্ড প্রবাসী বাংলাদেশ আমেরিকান কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ড. আনিস আহমেদ, বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহীম হাওলাদার, অষ্ট্রেলিয়ার সিডনী প্রবাসী সোস্যাল অ্যাক্টিভিষ্ট আব্দুর রাজ্জাক, ফ্রান্স প্রবাসী সোস্যাল অ্যাক্টিভিষ্ট সাহাবউদ্দিন পাটোয়ারী, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, নিউইয়র্কের বিশিষ্ট আবৃত্তিকার মোহাম্মদ সাদেক, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সহ সভাপতি ফারুক হোসেন মজুমদার ও কবি নাসরিন চৌধুরী।







BASEMENT FOR RENT

2 BED ROOM WALKING BASEMENT 3 CLOSETS,LIVING, DINING AND KITCHEN OPEN SPACE & BIG FULL BATH. STREET PARKING AVAILABLE 24/7. $1400 EVERYTHING INCLUDED. SAME HOUSE WALKING BASEMENT 1 CONDO APARTMENT SEPARATE ENTRANCE WITH A SMALL KITCHEN AND STAND SHOWER. IDEAL FOR A BACHELOR OR A STUDENT. $650 EVERYTHING INCLUDED CONTACT INFO : 3474765513 OR 3476055651

SEMI BASEMENT FOR RENT

Semi Basement From Sep 01, 2022 Corner of 200 th Street Hollis Ave 1 Bedroom, Living Room, Full Bath, Separate Entrance Hollis Mosque next block, Q2 Bus, Fine Fare Super Market, Rent $1200 Including everything.

Kamran
917 525 8844
Shimul
646 280 5001

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউ ও ৯ স্ট্রিটে তিন তলায় এপার্টমেন্টে ২ বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া দেয়া হবে শেয়ারে। মহিলা অথবা ফ্যামিলিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
যোগাযোগ: ৯২৯-২৫৭-৭৮৪৫
সে-১২/১৯

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছে জ্যামাইকার ১০৫ এভিনিউ এবং পাইনগ্রোভ স্ট্রীটে এক বেডরুম ও এক বাথরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ, আলাদা বাথরুম ও রান্নাঘর। বাস স্টপ থেকে এক ব্লক দূরে, জেএফকে থেকে ৭ মিনিটের ড্রাইভ। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৪১-৩৬১৫। আ-০১/০৮

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৩৮-২৬ ৯৫ এভিনিউতে বেসমেন্ট স্বামী-স্ত্রীর জন্য ভাড়া দেয়া হবে অক্টোবর থেকে। খুব ভাল লোকেশন। বাস স্টেশন, সাবওয়ে ও লং আইল্যান্ড রেলরোড, জেএফকে এয়ার ট্রেন অতি কাছে। শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুনঃ ৭১৮-৭৯৫-৮৬২৮

বাসা ভাড়া

এক বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন, বাথরুম ভাড়া হবে। হিলসাইড এভিনিউ এবং হাইল্যান্ড এভিনিউ এর মধ্যে। ১৬৯ স্ট্রীট।
যোগাযোগ: ৯২৯-৩৯৮-৮২৮৩

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭৯ হিলসাইড এভিনিউস্থ এফ ট্রেন সাওয়ে থেকে এক ব্লকের মধ্যে ১৮০ স্ট্রীটে একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০০৬৯
জু-২০/২৭

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্ট থেকে মাত্র ৭ মিনিটের দুরত্বে ১ বেডরুম, কিচেন বাথরুম সহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ। পাশেই রয়েছে বাস স্টপেজ। যোগাযোগ: ৯২৯-২৩২-৯৪৬৮ সে- ১৯/২৬

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

পার্কচেস্টার ৬ ট্রেন স্টেশনে এক ব্লক। প্রাইম লোকেশনে ৩ বেডরুমের সেমিবেসমেন্ট কর্মজীবী অথবা মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে।
মোস্তফাঃ ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪

LIVE IN NANNY WANTED

Need of a live in nanny to take care of a little kid and help with little house hold work as well in Ridgefield, New Jersey. Traveling is also acceptable. Contact persons: Rahima: 1 (646) 346-0395 Ayesha 1 (646) 431-0724

আবশ্যক

জ্যামাইকাতে বাংলাদেশী পরিবারের একটি ১০ বছরের স্পেশিয়াল বাচ্চাকে দেখাশুনা করার জন্য একজন বাঙালী মহিলা প্রয়োজন। আগ্রহীকে ইংরেজী জানতে হবে এবং বয়স ৩৫-৪০ হতে হবে।
যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৭৯-৯৮৭৮
সে-০৫/০৬

আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসে প্রিন্টিং প্রেসে
একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার আবশ্যক।
ফোন: 917-310-8921

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ ৬৩১-২৭৫-৪০০৭

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

পাত্র আবশ্যক

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, সুশ্রী, শান্ত স্বভাবের কানাডিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ বর্ষে অধ্যয়নরতা, ২৩ বছর বয়সী, সিটিজেন, নামাজী পাত্রীর জন্য নামাজী উপযুক্ত ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার পাত্র আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৬৪৭-৬৩৭-৫৭৮৯
মা-০৭/২৮

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

৭১৮-৪৭২-৯৯২৩

সিলেটে জায়গা বিক্রয়

সিলেটের চন্ডিপুল বলদী মৌজা এলাকায় কুশিয়ারা মেইন রোড সংলগ্ন ৪০ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। পূর্বে সিলেট-ঢাকা-চৌমুহনী (চন্ডিপুল), পশ্চিমে কুশিয়ারা কনভেনশন হল, উত্তরে ইকবাল টাওয়ারে পূবালী ব্যাংক, দক্ষিণে নিয়ামাহ টাওয়ার মেঘনা ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। যোগাযোগ: মহিদুল ইসলাম লোফা। **ফোন: ১-৯২৯-২৬১-৩৮৬২** জা-৩১/ফে-২২

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

HOUSE FOR RENT

2 Bedroom Apartment with Large Living room for Rent in Hollis. 195-21 Carpenter Ave Hollis, NY 11423. Rent: $2200.00
Tel: 718-200-0723

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

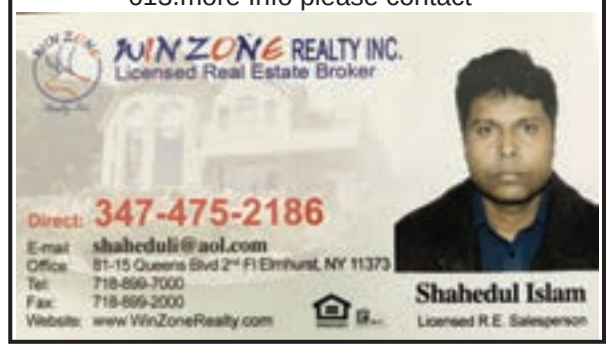
ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।
যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444



বাংলাদেশের 'শান্তির সংস্কৃতি' নিয়ে জাতিসংঘে ফোরাম আহ্বান

(শেষের পাতার পর)

ফ্ল্যাগশিপ রেজুলেশনের ওপর বার্ষিক উচ্চ পর্যায়ের ফোরাম আহ্বান করেন সাধারণ পরিষদের ৭৬তম অধিবেশনের সভাপতি আবদুল্লাহ শহীদ। উদ্বোধনী অধিবেশনে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘ পিসবিল্ডিং সাপোর্ট অফিসের সহকারী মহাসচিব, যুব বিষয়ের জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ দূত এবং ইউ-নিভার্সিটি অব পিসের রেক্টর। ফোরামটিতে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অংশগ্রহণে একটি প্লেনারি পর্ব রাখা হয়। এছাড়া জাতিসংঘের সাবেক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল রাষ্ট্রদূত আনোয়ারুল করিম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় একটি প্যানেল আলোচনা, যেখানে জাতিসংঘ এবং সুশীল সমাজের বিশেষজ্ঞরা অংশগ্রহণ করেন।

জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ আবদুল মুহিত 'শান্তির সংস্কৃতি' বিষয়ক জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে রেজুলেশন প্রবর্তন, সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ এবং তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, 'জাতি হিসাবে আমাদের জন্মের মুহূর্ত থেকেই আমরা এমন একটি বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যেখানে শান্তি ও ন্যায়বিচারের জন্য মানুষের আকাঙ্খার বাস্তবায়ন ঘটবে। এই প্রতিশ্রুতিই আমাদের ১৯৯৯ সালে শান্তির সংস্কৃতির ঘোষণা ও কর্মসূচি বিষয়ক সাধারণ পরিষদ রেজুলেশন প্রবর্তন করতে উৎসাহিত করেছিল, যার মাধ্যমে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদের স্থায়ী প্রতিশ্রুতির একটি রূপ আমরা দিতে পেরেছি।'

রাষ্ট্রদূত মুহিত 'শান্তি বিনির্মাণকে এগিয়ে নিতে শান্তির সংস্কৃতির অব্যাহত প্রাসঙ্গিকতার কথাও তুলে ধরেন। জাতিসংঘের বর্তমান শান্তিবিনির্মাণ কাঠামো ইতিবাচক শান্তিকে এগিয়ে নিতে একটি কার্যকর উপায় তুলে ধরতে পেরেছে। এটি সংঘাতের প্রাদুর্ভাব, ভয়াবহতা, ধারাবাহিকতা ও পুনরাবৃত্তি প্রতিরোধ করার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং এর মূল কারণগুলোকে সমাধান করে শত্রুতার অবসান ঘটানোর পথ দেখায়। এজন্য মনোভাবের পরিবর্তন, প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ এবং বিদ্যমান কাঠামো পরিবর্তনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা দরকার, যা আমাদের শান্তিপূর্ণ সমাজের দিকে ধাবিত করে।'

প্লেনারি এবং প্যানেল আলোচনায় বক্তারা দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে শান্তির সংস্কৃতির ধারণার প্রচারে বাংলাদেশের নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তারা কোভিড-১৯ অতিমারি এবং চলমান সংঘর্ষের কারণে বর্তমান বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের প্রেক্ষাপটে শান্তির সংস্কৃতিকে নতুনভাবে গুরুত্ব দেওয়ার কথা তুলে ধরেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশনের নতুন কমিটি

(শেষের পাতার পর)

অব ইউএসএ ইনক'র ২০২২-২০২৩ সেশনের নতুন কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির সভাপতি মনোনীত হয়েছেন মোহাম্মদ উজ্জ্বল বিপুল এবং সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হয়েছেন আসাদ জামান। গত ১১ সেপ্টেম্বর রোবার জ্যাকসন হাইটসের একটি রেস্টুরেন্টে সংগঠনের বিদায়ী কার্যকরী কমিটি ও নবাবগঞ্জবাসীদের মতবিনিময় সভায় উপস্থিত সকলের সর্বসম্মতিক্রমে নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন। সভার শুরুতে পবিত্র কোরান ও গীতা থেকে পাঠ করা হয়। যৌথভাবে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সেলিম ইব্রাহিম ও গোলাম এন হায়দার মুকুট। সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সদ্য বিদায়ী সভাপতি মনছুর আলম ও সাধারণ সম্পাদক শেখ আব্দুল মালেক। নেতৃবৃন্দ বিগত দিনের কার্যক্রম তুলে ধরেন এবং পুরাতন কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। নবাবঞ্জের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে ২০২২-২০২৩ বছরের আংশিক কমিটি গঠন করা হয়। নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যরা হলেন: সভাপতি- মোহাম্মদ বিপুল উজ্জ্বল, সিনিয়র সহ সভাপতি- গোলাম এন. হায়দার মুকুট, সহ সভাপতি- শেখ আব্দুল মালেক, সাধারণ সম্পাদক- আসাদ জামান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক- গণেশ কীর্ত্তনিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক- মোহাম্মদ ইসহাক ও কোষাধ্যক্ষ- সফিক খান। সভায় স্বল্প সময়ের মধ্যে স্থানীয় মিডিয়ার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত হয়।

সভায় মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন বলেন, নবাবগঞ্জবাসীর কল্যাণে আমরা সবসময় ঐক্যবদ্ধ। এ সংগঠন প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নবাবগঞ্জবাসীর কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। প্রবাসে আমরা আমাদের মেধা ও যোগ্যতা দিয়ে সুন্দর কমিউনিটি গড়তে পারলে দেশেরই সুনাম হবে। সুন্দর অনুষ্ঠানের জন্য আয়োজক সংগঠনের কর্মকর্তাদের তিনি ধন্যবাদ জানান।

নবনির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং সংগঠনে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ও সম্প্রীতি স্থাপনের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সভায় উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আব্দুস সাত্তার খান, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী শহীদুল ইসলাম, বদরুল ইসলাম খান বাদল, মোহাম্মদ বাবুল দেওয়ান, মো: আব্দুল কাইয়ুম, আমিন মেহেদী বাবু, এস মিয়া তৌহিদ, মো: মিলন মোল্লা, মো: ওয়াজেদ, সাইফুল আলম দুলাল, মো: ইউসুফ বিজু, শফিক খান, তানভীর করিম, ওয়াদুদ মানিক, গোলাম হায়দার মুনিফ, মজিবুর রহমান বাবু, আবুল কালাম কিরণ, রুবেল চৌধুরী, সোহেলা পারভীন বেবী, ইসরাত জাহান, জয়নব আক্তার, ময়না রহমান, শহীদ জামান, মিজানুর রহমান বিপব, বাবু জামান, জুবায়ের খোকন, আবুল কালাম আজাদ, শাহ এসতেশাম হায়াত, অয়র রহমান, পিযুস মন্ডল, লোকমান হোসেন, উজ্জল হোসেন রাজু, ফরজ আলী, রুবেল হোসেন, মিঠু, রুবেল, শেখ শামীম, মোজাদ্দিদ হোসেন খান নয়ন, গোলাম খান লিপন, নাসিম খান, শামীম আহমেদ, সাইদুর রহমান, সুব্রত সাহা, নুর আমিন, হায়দার এস, রাশেদুল ইসলাম সাজু, আমিন তালুকদার, কেএম সাইদুর রহমান, হারুনুর রশিদ রাজু, নিঞ্জন শীল, আহসানুল মবিন, মো: শরিফুল ইসলাম, সিফাত হোসেন, নাহিদ হোসেন, এম এইচ নয়ন, সোহেল রেজা, সুভাষ সাহা, আবুল কালাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

'চিত্রনায়িকা সালওয়া'র চলচ্চিত্রে অভিষেক

(শেষের পাতার পর)

রাজকন্যা' ছবিতে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। ছবিটির প্রযোজক মৌসুমী মিথিলা। এর মধ্যে ছবিটি সেন্সর ছাড়পত্রও পেয়েছে। কিন্তু মুক্তি পায়নি।

সালওয়ার চুক্তিবদ্ধ হওয়া দ্বিতীয় ছবি সারাহ বেগম কবরীর 'এই তুমি সেই তুমি'। সরকারি অনুদান পাওয়া ছবিটির সহ প্রযোজকও প্রয়াত অভিনেত্রী-পরিচালক। এটিও মুক্তির অপেক্ষায়।

সালওয়ার তৃতীয় ছবি 'বীরত্ব'। নিশাত নাওয়ার সালওয়ার অভিষেক হলো তৃতীয় সিনেমা দিয়ে। আজ সারা দেশে মুক্তি পেয়েছে 'বীরত্ব'।

সালয়ার হাতে বেশ কয়েকটি ছবি রয়েছে। 'বীরত্ব' দিয়ে অভিষেক প্রসঙ্গে আলাপকালে সালওয়া বলেন, 'যদিও আমার এটি তৃতীয় ছবি; কিন্তু এটি আমার অভিষেক ছবি। এটা নিয়ে একধরনের অস্থিরতা, নার্ভাসনেস, না বোঝানোর মতো অনেক কথাই রয়েছে, যেসব কোনোভাবেই বলতে পারছি না। বড় পর্দায় নিজেকে প্রথমবারের মতো দেখতে পাওয়া, এই অনুভূতি—এটা বোঝানোর ক্ষমতা আমার নেই।'

এই সিনেমায় সালওয়ার নায়ক মামনুন হাসান ইমন। রয়েছেন চিত্রনায়িকা নিপুণ আক্তার, অভিনেতা ইন্তেখাব দিনার, আহসান হাবিব নাসিম, জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, কচি খন্দকার, বড়দা মিঠু, মনিরা আক্তার মিঠু, আরমান পারভেজ মুরাদ, শিল্পী সরকার অপু প্রমুখ।

সালওয়া বলেন, 'এই সিনেমায় কাজ করতে গিয়ে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, আউটডোরে দীর্ঘদিনের শুটিং আর বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। সত্যি কথা বলতে এই সিনেমার গল্প এমন জালের মতো ছড়িয়ে গিয়ে পরে একটা কেন্দ্রে এসে মিলিত হয়েছে, যার ফলে আমাদের মানে শিল্পীদেরও জালের মতো ছড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। দর্শকদের, আমি মনে করি খুবই ভালো লাগবে এই সিনেমা।'

ঢাকা ও ঢাকার বাইরে মোট ৩৪টি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে চলচ্চিত্রটি। স্টার সিনেপ্লেক্স, যমুনা ব্লকবাস্টারসহ ঢাকার মধ্যে ১১টি হলে সিনেমাটি দেখা যাবে।

মদ পানে প্রভাব পড়ে ত্বকেও

(শেষের পাতার পর)

তবে মদের অভ্যাস শুধু শরীর নয়, প্রভাব পড়ে ত্বকেও। সম্প্রতি একটি গবেষণা বলছে, এই অভ্যাস ত্বকের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা নষ্ট করে দেয়। এর ফলে ত্বক হয়ে ওঠে শুষ্ক ও নিষ্প্রাণ। মদ পান করলে ত্বক ও শরীরে পানির ঘাটতি তৈরি করে। মদ পানের অভ্যাস ত্বকে যে ধরনের সমস্যা ডেকে আনতে পারে তা হলো :

১. মদ পানের কারণে ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক হয়ে যেতে পারে। চোখের তলায় কালো দাগ, ফুলে যাওয়ার মতো সমস্যাও কিন্তু মদ পানের কারণে হতে পারে।

২. শরীর সুস্থ রাখতে পর্যাপ্ত ঘুম প্রয়োজন। যথেষ্ট ঘুম না হলে শুধু শরীর নয়, উজ্জ্বলতা হারায় ত্বকও। আর মদ পান কিন্তু ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে।

৩. মদ ত্বকের প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুণ শুষে নেয়। ফলে পর্যাপ্ত পুষ্টির অভাবে ত্বক ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে পড়ে। ত্বকের উজ্জ্বলতা ধরে রাখতে মদ পান করা যাবে না।

৪. নিয়মিত মদ সেবনের কারণে বেড়ে যেতে পারে ত্বকের অ্যালার্জির সমস্যা। মদ পান করার সাথে সাথে যদি ত্বকে র্যাশ, ফুসকুড়ি বেরোয়, তেমন হলে মদ পানের অভ্যাস ত্যাগ করাই ভালো।

রহিম হাওলাদার বোর্ডের সভায় যোগদান

(শেষের পাতার পর)

বলেন, সফলভাবে হসপিটাল বোর্ডের প্রথম সভা সম্পন্ন করেছি। সভায় জরুরী বিভাগের পরিধি বারানো এবং আরও ভাল সেবা দেওয়া সহ হসপিটালের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করার প্রস্তাব করেছি। তিনি বলেন, এডভাইজারী বোর্ডের সবাই মিলে আমরা এলমাস্ট হসপিটালের সেবার মান আরও বারাতে পারবো। আমি হসপিটালে বাংলাদেশী রোগীদের স্বার্থ রক্ষা ও বাংলাদেশীদের কণ্ঠস্বর হয়ে কাজ করবো।

উল্লেখ্য, নিউইয়র্ক সিটির ১১টি হসপিটালের মধ্যে এলমহার্স্ট হসপিটালের অবস্থান ৭ নাম্বার। আরো উল্লেখ্য, নিউইয়র্কের এলমহার্স্ট হসপিটাল বোর্ড এবং এওয়াইসি হেলথ এন্ড হসপিটাল বেশ কয়েকটি ইন্টার-ভিউ নেওয়ার পরে আমাকে এলমহার্স্ট হসপিটালের প্রথম এবং একমাত্র বাংলাদেশী হিসেবে আব্দুর রহীম হাওলাদার এডভাইজারী বোর্ড মেম্বার মনোনীত হন। গত ৩ আগষ্ট এনওয়াইসি হেলথ এন্ড হসপিটাল এর প্রধান কার্যালয় থেকে এলমার্ষ্ট হসপিটাল এডভাইজারী বোর্ড মেম্বার পদে তাকে নিয়োগপত্র প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহীম হাওলাদার বর্তমানে নিউইয়র্ক সিটি কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার ও নিউইয়র্ক স্টেট এসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট-৩০'র কমিউনিটি লিয়াজো পদে রয়েছেন। এলমার্ষ্ট হসপিটালের এই মনোনয়নে তিনি সংশ্লিস্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞ প্রকাশ করেছেন। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, যারা সোস্যাল, প্রিন্ট এবং ইলেকট্রিক মিডিয়ায় লিখে, পোস্ট করে, লাইক ক্লিক এবং কমেন্ট করে আমার দায়িত্ব এবং কাজের গতিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের সবাইকে আমার মনের গভীর থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

একই বিবৃতিতে তিনি আরা বলেন, যেহেতু ১৮ সেপ্টেম্বর রোববার বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর নির্বাচন। এই নির্বাচনে আমি নয়ন-আলী পরিষদের সিনিয়র সহ সভাপতি পদপ্রার্থী। করোনা মহামারির সময় যারা অসহায় মানুষের পাশে ছিলেন তাদের সমন্বয়ে এই পরিষদ গঠিত। করোনা মহামারির আগে এবং মহামারির সময় আমি সুখ-দুখে বাংলাদেশীদের পাশে থেকে আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেছি, বর্তমানেও করছি, ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ। তিনি তাকে সহ 'নয়ন-আলী' পরিষদের সবাইকে ই লাইনে মূল্যবান ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে কমিউনিটির আরো বেশি সেবা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য ভোটারদের প্রতি অনুরোধ জানান। উল্লেখ্য, মুন্সিগঞ্জ বিক্রমপুরের সন্তান আবদুর রহীম হাওলাদার নিউইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির দুইবারের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস পপুলার ড্রাইভিং স্কুলের সিইও ছাড়াও বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব এবং এশিয়ান আমেরিকান চেম্বারেরও ডিরেক্টর। এছাড়া নিউইয়র্কের বাংলাদেশীদের সর্ববৃহৎ ব্যবসায়িক সংগঠন জ্যাকসন হাইটস বিজনেস এসোসিয়েশন (জেবিবিএ)'র সাবেক সহ সভাপতি, জ্যাকসন হাইটস মুসলিম সেন্টারের দুইবারের সভাপতি, মুন্সিগঞ্জ বিক্রমপুর এসোসিয়েশনের সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতিসহ নিউইয়র্কের বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন।

আবার আওয়ামী.লীগ বিএনপি মুখোমুখি

(শেষের পাতার পর)

আগমনে আওয়ামী লীগ জেএফকেতে স্বাগত সমাবেশ, জাতিসংঘের সামনে শান্তি সমাবেশ আর সংবর্ধনা সভার আয়োজন করছে। অপরদিকে বিএনপি'র ভাষায় 'ভোটার বিহীন নির্বাচন সহ সরকারের অগণতান্ত্রিক কর্মকান্ড' এর প্রতিবাদে দলীয় নেতা-কর্মীরা জেএফকে ও জাতিসংঘের সামনে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করেছে।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগসেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা সরব হয়ে উঠেছেন। জমে উঠেছে জ্যাকসন হাইটস কেন্দ্রিক রাজনীতি, সভা-সমাবেশ। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ছাড়াও আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী পরিবারের ব্যানারেও চলছে সভা-সমাবেশ সহ নানান প্রস্তুতি। সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ ও প্রচার সম্পদক দুলাল মিয়া এনাম সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে ডাইভারসিটি প্লাজাসহ জ্যাকসন হাইটসের বিভিন্ন হোটেল-রেস্তোরা আর পার্টি হলে চলছে দফায় দফায় অনির্ধারিত সভার পাশাপাশি মিছিল-শ্লোগান। তাদেও সাথে যোগ দিচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, মহিলা লীগ, শ্রমিক লীগ, ছাত্রলীগ, নিউইয়র্ক ষ্টেট ও সিটি আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ। কোন কোন মিছিলে শ্লোগানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান। অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা জিল্লুর রহমান জিল্লু, গিয়াস আহমেদ, মিজানুর রহমান ভূইয়া, জসিম ভূইয়া, কাজী আজম, ফিরোজ আহমেদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে চলছে আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী বিক্ষোভ-সমাবেশের প্রস্তুতি। তাদের সাথে রয়েছেন যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল সহ অন্যান্য অঙ্গ ও সহযোগি সংগঠনের নেতা-কর্মী।

এছাড়াও বিএনপি নেতা অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন ও আখতার হোসেন বাদল নেতৃত্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির অপর একটি অংশ অনুরূপ আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী বিক্ষোভ-সমাবেশের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

করোনার শেষ দেখা যাচ্ছে

(শেষের পাতার পর)

দেখা গেছে বলে জানিয়েছেন ডব্লিউএইচওর মহ-াপরিচালক তেদরোস আধানোম গেব্রেয়াসুস।

ডব্লিউএইচও প্রধান সাংবাদিকদের বলেন, 'মহামারি শেষ করার জন্য মানুষ কখনোই অধিকতর ভালো অবস্থানে ছিল না। এখনো সেখানে নেই। কিন্তু শেষ দেখা যাচ্ছে। তবে এই সুযোগ কাজে লাগাতে বিশ্বের পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।' তবে জাতিসংঘের স্বাস্থ্যবিষয়ক সংস্থাটি সতর্ক করে বলেছে, করোনার সংক্রমণের সংখ্যা কমার বিষয়টি নিয়ে একটা বিভ্রান্তি আছে। কারণ, অনেক দেশ পরীক্ষাই কমিয়েছে। কম গুরুতর ঘটনা শনাক্ত করা হচ্ছে না। ডব্লিউএইচও প্রধান বলেন, 'সবাই একত্রে এই মহামারি শেষ করতে পারে। কিন্তু তা তখনই সম্ভব হবে, যদি সব দেশ, টিকা উৎপাদনকারী, সম্প্রদায় ও ব্যক্তি এগিয়ে আসে। এই সুযোগ গ্রহণ করে।'

-ইরানের হামলার ভয়ে আতঙ্কিত ছিলেন ট্রাম্প

(শেষের পাতার পর)

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্প তার ঘনিষ্ট বন্ধুদের এ কথা বলেছেন বলে যুক্তরাষ্ট্রের লেখক পিটার বকের তার নতুন বই 'দি ডিভাইডার' এ কথা উল্লেখ করেছেন।

ট্রাম্পের নির্দেশে ২০২০ সালের ৩ জানুয়ারী বাগদাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে ড্রোন থেকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে জেনারেল কাসেম সোলাইমানিকে হত্যা করে যুক্তরাষ্ট্রের সেনারা। সেসময় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছিলেন, তিনি কাসেম সোলাইমানিকে হত্যার সরাসরি নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই ঘটনার পাঁচ দিন পর ইরানের সামরিক বাহিনী ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি আইন আল-আসাদে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়। একইদিন কুর্দিস্তানের এরবিলে অবস্থিত আরেকটি যুক্তরাষ্ট্রের ঘাঁটিতেও হামলা চালায় ইরান। তেহরান সে সময় বলেছিল, এটি হচ্ছে সোলাইমানি হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের মুখে দেয়া প্রথম থাপ্পড়। আসল প্রতিশোধ নেয়া শেষ হয়নি। ট্রাম্প তার ফ্লোরিডার কয়েকজন বন্ধুকে বলছিলেন- তিনি প্রচ- ভয় পাচ্ছেন, ইরান হয়ত এর প্রতিশোধ নিতে তাকে হত্যার চেষ্টা করতে পারে। এজন্য তিনি ফ্লোরিডা থেকে ওয়াশিংটনে ফিরে যেতে চান, যাতে সেখানে তিনি নিরাপদে থাকতে পারেন।



বর্ণাঢ্য আয়োজনে নেত্রকোনা জেলা এসোসিয়েশনের বনভোজন ও মিলনমেলা অনুষ্ঠিত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কে বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী নেত্রকোনা জেলা এসোসিয়েশন ইউএসএ ইনক'র বার্ষিক বনভোজন ও মিলনমেলা। গত ৪ সেপ্টেম্বর রোববার নিউইয়র্ক সিটির ব্রঙ্কসের বেরেট্টো পয়েন্ট পার্কে আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে এ বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিপুল সংখ্যক নেত্রকোনা জেলাবাসী সহ কমিউনিটি নেতবৃন্দ অংশ নেন।

চমৎকার আবহাওয়ায় দারুণভাবে জমে উঠে এ বনভোজন। সকালে বনভোজন স্থলে অতিথিদের এপিটাইজার পরিবেশন করা হয়। পার্কের খোলা মাঠে খেলাধুলাসহ নানান আনন্দে মেতে ওঠেন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত নেত্রকোনা জেলার নারী-পুরুষ ও শিশু-কিশোররা। বনভোজনে বাড়তি আনন্দ এনে দেয় প্রবাসী শিল্পীদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। বিপুল সংখ্যক প্রবাসীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি নেত্রকোনা প্রবাসীদের মিলন মেলায় পরিণত হয়। দিনভর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত এ পার্কের খোলা মাঠে খেলাধুলা সহ নানা আনন্দে মেতে ওঠেন তারা।



কমিটির কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে আহ্বায়ক শাহজান সফিক উৎসবমুখর পরিবেশে বনভোজন উদ্বোধন ঘোষণা করেন। সদস্য সচিব মো. লোকমান হোসেন চৌধুরী ও যুগ্ম আহবায়ক খন্দকার জাহাঙ্গীর হায়দার শামীমের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মো. বজলুর রহমান, সদ্য বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক মো. আনোয়ারুল আলম ভূইয়া সহ সংগঠনের কর্মকর্তা ও অতিথিবৃন্দ।



বনভোজন আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন নূরুল হক, মো. রফিকুল ইসলাম খান, মুখলেছুর রহমান সুজন, শাকের আহমেদ লেলিন, রফিকুল ইসলাম সোহাগ, আঞ্জুমান করিব, ফখরুল ইসলাম, মো. হালিম, আমিরুল ইসলাম, মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন প্রমুখ।

বনভোজন অনুষ্ঠান উদ্বোধনের পর শুরু হয় বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এরপর সুস্বাদু খাবার দিয়ে সকলকে মধ্যাহ্ন ভোজে আপ্যায়িত করা হয়। এর মধ্যেই শুরু হয়ে যায় সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। প্রবাসী শিল্পী ন্যান্সী খান সহ অন্যরা সঙ্গীত পরিবেশন করে বনভোজনে অংশ নেয়া বিপুল সংখ্যক প্রবাসীদের মাতিয়ে রাখেন।

খেলাধুলায় অংশগ্রহণকারী এবং র‍্যাফেল ড্র বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে বনভোজনের কার্যক্রম শেষ হয়। র‍্যাফেল ড্রতে ছিল নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক এয়ার টিকিট সহ বেশ ক'টি আকর্ষণীয় পুরস্কার।





বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika

জাহানারা আলী যুক্তরাষ্ট্র মহিলা আ. লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি



নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্র মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অধ্যাপিকা মমতাজ শাহানাজ দেশে অবস্থান করায় সংগঠনের দায়িত্ব দিয়েছেন সংগঠনের সহ-সভাপতি সেলিনা আজাদকে। তিনি সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। অধ্যাপিকা মমতাজ শাহানাজ শারীরিক ও পারিবারিক কারণে দেশে অবস্থান করছে এবং দেশ থেকেই দলের খোঁজ খবর রাখছেন। অধ্যাপিকা মমতাজ শাহানাজ এক বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা যখন নিউইয়র্কে অবস্থান করবেন তখন যুক্তরাষ্ট্র মহিলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্বে ও নেতৃত্বে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে উষ্ণ অভিনন্দন, জাতিসংঘে (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)







সিলেট সরকারী এমসি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন

প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসবমুখর বনভোজন



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কে উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্য দিয়ে সিলেট সরকারী এমসি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ১৩০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১১ সেপ্টেম্বর রোববার দিনভর ব্রঙ্কসের ফেরি পয়েন্ট পার্কের খোলা মাঠে অনুষ্ঠিত হয় এ উৎসব। নিউইয়র্ক সহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে বসবাসরত সিলেট এমসি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের বন্ধুরা যোগ দেন এ অনুষ্ঠানে। এদিন বৈরী আবহাওয়াকে উপেক্ষা করে প্রাকৃতিক সৌন্দয্যমন্ডিত সুন্দর পরিবেশের বনভোজন স্থলে এস সমবেত হন তারা। এক আনন্দঘন আড্ডামুখর পরিবেশ তৈরি হয় পার্কে। এসময় তারা কলেজ জীবনের নানা স্মৃতিচারণসহ আড্ডায় মেতে ওঠেন।

ফ্লাওয়ার অব দ্য ইস্ট খ্যাত সিলেট এমসি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ইভেন্ট কমিটির আহবায়ক তোফায়েল চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং প্রধান সমন্বয়কারী মুহাম্মদ আব্দুর রহিম বাদশাহ ও সদস্য সুব্রত তালুকদারের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কলেজের প্রাক্তন ছাত্র জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ আবদুল মুহিত।

এছাড়াও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অংশ নেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী শাহিন আজমল, আমিনুল হক চুন্নু, কাজী অদুদ আহমেদ, এমএ করিম জাহাঙ্গীর, সাখাওয়াত আলী, আজাদ উদ্দিন, গোলাম রববানি চৌধুরী, ইসবা, ডা. শামিম, আবদুল আহাদ, বাবুল, ফরহাদ, খালেদ মাদানি, ফরহাদ মাদানি, মামুন আহমমদ, ইসবা, এম এ মুহিত, মুহাম্মদ আলী, রুহেল চৌধুরী, মুহাম্মদ আবু সাঈদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন কলেজের প্রাক্তন ছাত্র বাংলাবাজার জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা আবুল কাশেম মোহাম্মদ ইয়াহইয়া।

অনুষ্ঠানে সিলেট পৌরসভা ও উপজেলা চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা বাবরুল হোসেন বাবুল, নারী নেত্রী রানা ফেরদৌস চৌধুরী, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট মোহাম্মদ এন মজুমদার, আব্দুন নূর বড় ভূইয়া, বিলাল ইসলাম, সামাদ মিয়া জাকের, বিশ্বনাথ প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মোসাদ্দিক সাজু, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী খসরু, হারুন আলী, জুনেদ এ খান, কাজী রবি উজ জামান, লস্কর জুয়েল, মামুনুর রশীদ শিপু, ডা. শাহানারা আলী, জাহানারা বেগম লক্ষী, মনোয়ারা বেগম মনি, ফেরদৌসী বেগম বিউটি, লিমা, জলি, তানিয়া প্রমুখ।

বনভোজনে সুস্বাদু খাবারে আপ্যায়ন করা হয় অতিথিদের। অতিথি ও সদয্যরা এ আয়োজনের জন্য উদযাপন কমিটিকে বিশেষ ধন্যবাদ জানান। বক্তারা তাদের বক্তব্যে সিলেট এমসি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ১৩০ বছরের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। তারা বলেন, ঐতিহ্যবাহী এ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নানাভাবে অবদান রেখে চলেছেন।

আয়োজক কমিটির আহবায়ক তোফায়েল চৌধুরী ও প্রধান সমন্বয়কারী আবদুর রহিম বাদশা বৈরী আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞা প্রকাশ করে শিগগির ব্যাপক আকারে কলেজের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপনের ঘোষণা দেন।





শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় ৯/১১ এর ভিকটিমদের স্মরণ

(শেষের পাতার)

পর)সঙ্গীত, প্লেজ অব এলিজেন্স এবং ৯/১১ এর সন্ত্রাসী হামলায় শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোহতাসিম বিল্লাহ তুষার। নাইন ইলেভেনে নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করে প্রার্থনা করেন ফাদার ডেভিড। স্মরণ সভা থেকে নাইন ইলেভেনে হামলাকারীদের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করে সকল নীরিহ, নিরপরাধ জনসাধারণ, ফায়ার ফাইটার, পুলিশ প্রশাসন সহ জীবন উৎসর্গকারীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান হয়। বক্তারা বলেন, নাইট ইলেভেনের পর ওই সন্ত্রাসী হামলার দোষ মুসলিমদের ওপরে চাপিয়ে দিয়ে মুসলমানদের ওপর অনেক অত্যাচার নির্যাতন করা হয়েছে। তারা বলেন, যারা ধর্মের নামে সন্ত্রাস করে তাদের আসলেই কোন ধর্ম নেই। সন্ত্রাসীরা কেবলই সন্ত্রাসী। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সবাইকে সজাগ ও সরব থাকতে হবে। সভায় বিশ্বে যেন এমন বর্বরোচিত সন্ত্রাসী হামলার পুনরাবৃত্তি না ঘটতে পারে সেজন্য জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে একযোগে কাজ করার জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহবান জানান হয়।

কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট ও ইভেন্ট অর্গানাইজার বাংলাদেশী মোহতাসিম বিল্লাহ তুষার, এ ইসলাম মামুন এবং কাজী হাসানের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ব্রঙ্কস বরো প্রেসিডেন্ট ভেনেসা গিবসন, সিটি কাউন্সিলওম্যান আমান্ডা ফারিয়াজ, নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটে ডেমোক্রেটিক প্রাইমারী নির্বাচিত অ্যাসেম্বলীওমেন ন্যাথালিয়া ফার্নান্দেজ, নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ ডিপার্টমেন্টের ৪৩ প্রিসেনক্টের ইন্সপেক্টর কিয়ান রামরী, মূলধারার রাজনীতিক মোহাম্মদ এন মজুমদার, মূলধারার নারী নেত্রী মাজেদা উদ্দিন, বাংলাবাজার বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মোঃ খলিলুর রহমান, নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সি-নিয়র ডিটেকটিভ মাসুদ রহমান, পুলিশ সার্জেন্ট বিলাল উদ্দিন, পুলিশ অফিসার মাহবুবুর জুয়েল, ইউএস বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি লিটন আহমেদ, বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের সভাপতি সামাদ মিয়া জাকের, ব্রঙ্কস বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক কাজী রবি উজ্জামান, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট হাসান আলী, নূরে আলম জিকু, মঞ্জুর চৌধুরী জগলুল প্রমুখ।

স্মরণ অনুষ্ঠানে ফাষ্ট রিসপন্ডার, ইএমএস কর্মী, ব্যবসায়ী, সাংস্কৃতিক কর্মী, সাংবাদিক সহ নানা শ্রেণী পেশার বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী উপস্থিত ছিলেন। সহযোগিতায় ছিল সিনিয়ার কেয়ার, সিটিওয়াইড অ্যাম্বুল্যান্স, হান্টার অ্যাম্বুল্যান্স, ল্যাটেনো পিস অফিসার্স এসোসিয়েশন। পরে নাইন ইলেভেনের ২১ বছর পূর্তিতে ২১ বার বেল রিং বাজানো হয়।

উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানের অন্যতম আয়োজক যুক্তরাষ্ট্রে ইমারজেন্সী মেডিকেল সার্ভিসে প্রথম প্রবাসী বাংলাদেশী প্যারামেডিক মোহতাসিম বিল্লাহ তুষার ৯/১১ এ গ্রাউন্ড জিরো'র উদ্ধার কর্মী ছিলেন। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলায় টুইন টাওয়ার ধ্বংস হবার সাথে সাথে ৬ বাংলাদেশীসহ মোট ২৯৭৮ জনের প্রাণহানী ঘটে। নিহত বাংলাদেশীরা হলেন মুক্তাগাছার নূরল হক মিয়া এবং তার স্ত্রী মৌলভীবাজারের শাকিলা ইয়াসমীন, সুনামগঞ্জের সাব্বির আহমেদ, কুমিল্লার মো. শাহজাহান, সিলেটের সালাহ উদ্দিন চৌধুরী এবং নোয়াখালীর আবুল কে চৌধুরী।।

সোসাইটির নির্বাচন রোববার

(প্রথম পাতার পর)

দিন-তারিখ ঘোষণার পর কয়েক দফা তা বাতিল যায়। নিউইয়র্ক স্টেট সুপ্রিম কোর্টের স্থগিতাদেশে বন্ধ হয়ে যায় সব ধরনের নির্বাচনী কার্যক্রম। এর মাঝে দেখা দেয় করোনা মহামারি। করোনা কাটিয়ে উঠার পর আবার মামলা। এসবের মধ্যেই ২০১৮ সালের নির্বাচন ২০২২ সালে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের ২১ অক্টোবর, রোববার সোসাইটির দ্বি-বার্ষিক (২০২২-২০২৩) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিলো। বাংলাদেশ সোসাইটির এবারের নির্বাচনে দু'টি প্যানেল সহ কার্যকরী পরিষদের ১৯টি পদে ৩৭জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। 'রব-রুহুল' প্যানেল থেকে সোসাইটির কার্যকরী পরিষদের ১৯ পদে ১৯জন আর 'নয়ন-আলী' প্যানেল থেকে ১৭জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এছাড়াও সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদীন সভাপতি পদে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। নিউইয়র্কের ৫টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে এবং এজন্য নির্বাচন কমিশন (ইসি) সকল প্রস্তুতিও নিয়েছে। খবর ইউএনএ'র।

বাংলাদেশ সোসাইটির প্রধান নির্বাচন কমিশনার জামাল আহমেদ জনি বলেছেন, আশা করছি আমরা সকল বাধা পেরিয়ে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করতে পারবো। কমিশনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স, ব্রুকলীন, ব্রঙ্কস, ওজনপার্ক এবং জ্যামাইকার মোট পাঁচটি কেন্দ্র নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ১৮ সেপ্টেম্বর রোববার সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত টানা ভোট গ্রহণ চলবে।

জামাল ইউ আহমেদ বলেন, অবশেষে আমরা নির্বাচন করতে পারছি এটাই বড় কথা। আমরা অতীতের ভুল-ভ্রান্তি ভুলে যেতে চাই। নির্বাচন কমিশন শতভাগ নিরপেক্ষ থেকে সোসাইটির গঠনতন্ত্র ও বাইলজ অনুযায়ী নির্বাচন পরিচালনা করছে। আশা করছি সবাই মিলে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দিতে পারবো। এজন্য তিনি সকল মহলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন, সিটির ৫টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এজন্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। কুইন্সের গুলশান ট্যারেসে প্রধান ভোট কেন্দ্র হবে। এছাড়াও জ্যামাইকার ইকরা সেন্টার, ব্রুকলীনের পিএস ৭৯, ওজোনপার্কের দেশী সেন্টার আর ব্রঙ্কসের গোল্ডেন প্যালেসে অন্যান্য ভোট কেন্দ্র হবে।

অপরদিকে সোসাইটির নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রতিদ্বন্দ্বি রব-রুহুল এবং নয়ন-আলী প্যানেল সহ স্বতন্ত্র প্রার্থীরা পুনরায় নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছেন। চলছে দুই প্যানেলের প্রার্থীদের ব্যক্তিগত আর যৌথ সভা-সমাবেশ। রং বে রং এ পোস্টারে ছেয়ে গেছে কমিউনিটির গুরুত্বপূর্ণ এলাকার দেয়াল, সাটার। এখন নির্বাচনী মাঠে মুখোমুখী 'রব-রুহুল' ও 'নয়ন-আলী' দুই প্যানেল। প্রার্থীদের পরিচিত সভা ছাড়াও খন্ড খন্ড সভা, ফোন আর ফেসবুকের মাধ্যমেও চলছে গণ সংযোগ।

নির্বাচনে 'রব-রুহুল' প্যানেল থেকে বৃহত্তর নোয়াখালী সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি আব্দুর রব সভাপতি পদে ও সোসাইটির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী পুনরায় একই পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। অপরদিকে 'নয়ন-আলী' প্যানেল থেকে চট্টগ্রামের মিরেশ্বরাই এসোসিয়েশন ইউএসএ'র সভাপতি, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন সভাপতি পদে ও সোসাইটির বর্তমান কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। উভয় প্যানেলে রয়েছেন কমিউনিটির বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তা। এছাড়াও সভাপতি পদে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পদক জয়নাল আবেদীন এবং সাধারণ সম্পাদক পদে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সোহেল। ফলে সব মিলিয়ে নির্বাচন জমে উঠেছে। নির্বাচনে জয়নাল আবেদীন ও সোহেলের প্রচারণা না থাকলেও 'রব-রুহুল' ও 'নয়ন-আলী' প্যানেলের মধ্যে নির্বাচনে হড্ডাহাড্ডির লড়াইয়ের সম্ভাবনাও দেখছেন কেউ কেউ। তবে নিয়ম অনুযায়ী সোসাইটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে কোন সংগঠনের নেতৃত্ব থাকা কেউ প্রার্থী হওয়ার সুযোগ নেই। ফলে 'রব-রুহুল' প্যানেলের সভাপতি পদপ্রার্থী আব্দুর রব নোয়াখালী সমিতির সভাপতির পদ ত্যাগ করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী পরিষদের ১৯টি পদের মধ্যে 'রব-রুহুল' প্যানেল থেকে ১৯ পদেই প্রার্থী রয়েছেন। অপরদিকে 'নয়ন-আলী' প্যানেল থেকে ১৭জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ইতিপূর্বে প্রার্তীদের মনোনয়নপত্র বাছাইকালে 'নয়ন-আলী' প্যানেলের কার্যকরী সদস্য পদের দু'জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়ে যায়।

সংশ্লিস্ট সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশ সোসাইটি'র নির্বাচনে ইতিপূর্বে সদস্য/ভোটার নিবন্ধিত হয়েছেন ২৭,৫১৩। যা রেকর্ড ভোটার। এরমধ্যে ৪৮৮ জন আজীবন সদস্য/ভোটার রয়েছেন। সাধারণ ভোটার হচ্ছে ২৭,০২৫ জন। সোসাইটির ইতিহাসে এতো সংখ্যক সদস্য/ভোটার হওয়ার নজির নেই। এতো ব্যাপক ভোটার নিয়ে ১৮ সেপ্টেম্বর রোববার অনুষ্ঠিতব্য সোসাইটির নির্বাচন জমে উঠবে বলে সংশ্লিরা আশা প্রকাশ করছেন।





TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO
CPA

বিমান চায় নিউইয়র্কবাসী জোরালো দাবী ভোটাধিকারের

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিউইয়র্ক আগমনকে ঘিরে প্রবাসী বাংলাদেশের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়েছে। এ সফরে প্রবাসীরা পুনরায় 'নিউইয়র্ক-ঢাকা রুটে' সরাসরি বাংলাদেশে বিমানের ফ্লাইট চালুর ঘোষণা প্রত্যাশা করছে। এছাড়া অনেকের দাবী প্রবাসীরা যাতে বাংলাদেশে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে সে দাবীও উঠেছে জোরেসোরে। বাংলা পত্রিকার সঙ্গে আলাপকালে একাধিক প্রবাসী তাদের এই দাবী ও মনোভাব তুলে ধরেন। জ্যাকসন হাইটস প্রবাসী মোহাম্মদ এম রহমান বলেন, প্রবাসীদের দীর্ঘ দিনের দাবী হলো বাংলাদেশের পতাকাবাহী বিমানের 'নিউ-ইয়র্ক-ঢাকা ফ্লাইট' চালু। এ ফ্লাইট চালু হলে প্রবাসীদের চেয়ে বাংলাদেশ বিমানই লাভবান হবে। কারণ বাংলাদেশের পতাকাবাহী বিমান দেখলে মানুষ আর অন্য বিমানে যেতে চায়না। তিনি বলেন, বিমান চালু নিয়ে অনেক কথা শুনেছি। কিন্তু সময় অনেক গড়িয়েছে শুধু, বিমানের ফ্লাইট এখনো চালু হয়নি। আমরা বছরের পর বছর অপেক্ষায় আছি, অথচ বিমান আসছে না। রহমানিয়া ট্রাভেল সার্ভিসের স্বত্বাধিকারী মৌলভী কে রহমান মাহমুদ বলেন, বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট চালু হলে প্রবাসী বাংলাদেশের সবাই উপকৃত হবে। বিশেষ করে যারা ইংরেজিতে (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)



কেউ হবে না আপন আপনার তরে

জাফর আহমাদ

ভয় করুন সেই দিনকে যেদিন আপনার সু-প্রিয় অঙ্গ-প্রত্যংগগুলো আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)

ইরানের হামলার ভয়ে আতঙ্কিত ছিলেন ট্রাম্প

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ইরানের জেনারেল কাসেম সোলাইমানিকে হত্যার পর দেশটির প্রতিশোধমূলক হামলার ভয়ে আতঙ্কিত ছিলেন সাবেক (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বাংলাদেশের 'শান্তির সংস্কৃতি' নিয়ে জাতিসংঘে ফোরাম আহবান

নিউইয়র্ক: 'শান্তি সংস্কৃতি : শান্তি বিনির্মাণে অগ্রসর হওয়ার জন্য ন্যায়বিচার, সমতা এবং অন্তর্ভুক্তির গুররুত্ব' প্রতিপাদ্যে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ হলে একটি ইভেন্ট হয়েছে। মঙ্গলবার (৬ সেপ্টেম্বর) 'শান্তির সংস্কৃতি' বিষয়ক বাংলাদেশের (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

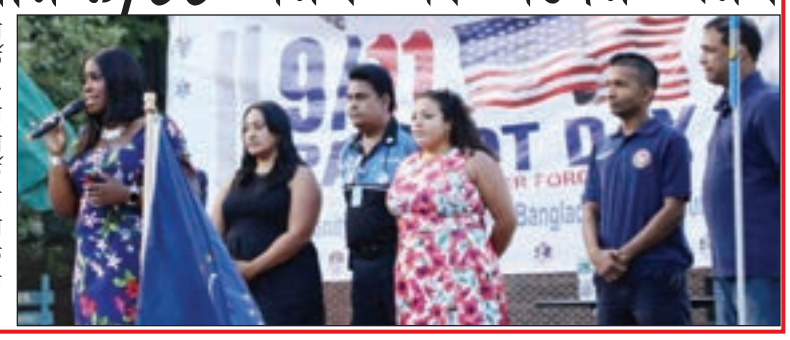
আবার আওয়ামী লীগ বিএনপি মুখোমুখি

বিশেষ প্রতিনিধি: জাতিসংঘের ৭৭তম অধিবেশনে যোগদান উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার নিউ-ইয়র্ক আগমন ঘিরে আবার যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র নেতা-কর্মীরা মুখোমুখি হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

ব্রঙ্কসে বাংলাদেশী কমিউনিটির

শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় ৯/১১ এর ভিকটিমদের স্মরণ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কে ব্রঙ্কস বাংলাদেশী কমিউনিটি, ব্রঙ্কস কমিউনিটি বোর্ড ৯ ও বাংলাদেশ কারেকশন সোসাইটি শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় ৯/১১ এর ভিকটিমদের স্মরণ করেছে। গত ১০ সেপ্টেম্বর শনিবার নাইন ইলেভেনে সন্ত্রাসী হামলার ২১ বছর পূর্তি উপলক্ষে ব্রঙ্কসের স্টার্লিং-বাংলাবাজার এলাকার ইউনিয়নপোর্ট রোডে নানা আয়োজনে যথাযথ মর্যাদায় দিবসটি পালিত হয়। অনুষ্ঠানে আমেরিকা ও বাংলাদেশের জাতীয় (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)





বিপুল সভাপতি, আসাদ সম্পাদক

নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশনের নতুন কমিটি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রবাসের অন্যতম আঞ্চলিক সংগঠন নবাবগঞ্জ অ্যাসোসিয়েশন (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৪৪পাতায়)

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রধানের মন্তব্য

করোনার শেষ দেখা যাচ্ছে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিশ্বে করোনার নতুন নিশ্চিত সংক্রমণের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে কমেছে। এই প্রেক্ষাপটে ১৪ সেপ্টেম্বর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-ডব্লিউএইচও বিশ্বকে এই মহামারি শেষ করার সুযোগটি কাজে লাগাতে আহ্বান জানিয়েছে। ২০১৯ সালের শেষ দিকে চীনে প্রথম করোনা শনাক্ত হয়। পরে তা মহামারি আকারে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। করোনায় বিশ্বে এখন পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে ৬০ কোটি ৫০ লাখের বেশি মানুষ সংক্রমিত হয়েছে। মারা গেছে প্রায় ৬৪ লাখ মানুষ। ২০২০ সালের মার্চের পর গত সপ্তাহে বিশ্বে করোনার সবচেয়ে কম নিশ্চিত সংক্রমণ (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

এলমহার্স্ট হসপিটালের এডভাইজার

রহিম হাওলাদারের বোর্ডের সভায় যোগদান

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির অন্যতম সেবা কেন্দ্র এলমহার্স্ট হসপিটালের এডভাইজারী বোর্ডে সদ্য মনোনীত প্রথম বাংলাদেশী, বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহীম হাওলাদার বোর্ডেও সভায় প্রথম যোগ দিয়েছেন। গত ৭ সেপ্টেম্বর বোর্ডের প্রথম ভারচ্যুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা প্রসঙ্গে আব্দুর রহগীম হাওলাদার (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)



খেলার খবর

ভারতকে উড়িয়ে ফাইনালে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ নেপাল

স্পোর্টস ডেস্ক: মেয়েদের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে শক্তিশালী ভারতকে হারিয়ে দিয়েছে নেপাল। নেপালের কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

হেলথ টিপস

মদ পানে প্রভাব পড়ে ত্বকেও

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: শরীরের ওপর মদ পানের ক্ষতিকর দিক অনেক। মদ পানে লিভার, কিডনিসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। চিকিৎসকরাও বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন। (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বিনোদন

'চিত্রনায়িকা সালওয়া'র চলচ্চিত্রে অভিষেক

বিনোদন ডেস্ক: 'মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ ২০১৮' প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে আলোচনায় আসেন নিশাত নাওয়ার সালওয়া। এরপর মুস্তাফিজুর রহমান মানিকের 'স্বপ্নে দেখা (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

EXIT REALTY PRIME
Text Ashif to 85377
To get my Digital business card
Ashif A Choudhury
Licenced Realtor
Cell: 917-741-5308
Phone: 718-262-0205
Fax: 718-262-0254
Email: Ashif.Choudhury@gmail.com
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423
www.EXITPrimeNY.com

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE., OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com